ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 November 2021 ■ আগরতলা ১৫ নভেম্বর ২০২১ ইং ■ ২৮ কার্ত্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কোন প্রধানমন্ত্রী এই প্রথম ত্রিপুরার প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকার জনগণের সাথে সরাসরি ভার্চুয়্যালি কথা বলে সুখ দুঃখের খবর নিলেন

পুরাতন চিন্তা ভাবনাকে পাল্টে ত্রিপুরা এখন অগ্রগতির দিকে এগিয়ে চলছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

আবাস যোজনায় ১৪৭ ৮০৫ জনকে প্রথম কিস্তির টাকা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। রাজ্যের বিকাশে পুরাতন চিন্তা ভাবনাকে পাল্টে ত্রিপুরা এখন অগ্রগতির দিকে এগিয়ে চলছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় ডাবল ইঞ্জি সরকার পূর্ণশক্তি এবং আন্তরিকতার সাথে ত্রিপুরা সহ দেশের সর্বাত্মক উন্নয়নে নিয়োজিত। আগরতলা ও দিল্লী এখন একসাথে উন্নয়নের দিশায় ত্রিপুরার বিকাশের জন্য নীতি প্রনয়ণ করছে যাতে ত্রিপুরাকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়া যায়।

আজ দুপুরে এক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ প্রকল্পে আওতাভুক্ত রাজ্যের সুবিধাভোগীদের মধ্যে ঘর নির্মাণের জন্য প্রথম কিস্তির টাকা প্রদান করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একথা বলেন। উল্লেখ্য, আজ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত ত্রিপুরার ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৮০৫ জন সুবিধাভোগীকে প্রথম কিস্তির টাকা প্রদান করা হয়েছে। এই প্রকল্পে পাকা ঘর নির্মাণে প্রথম কিস্তির ৪৮ হাজার টাকা করে সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেত'ত্বাধীন রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে দায়বদ্ধ।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ প্রকল্পের অধীনে দেওয়া প্রথম কিস্তি আজ ত্রিপুরার স্বপ্নকে নতুন গতি দিয়েছে। তিনি বলেন, এক সময় উত্তরপূর্ব রাজ্যগুলি বিভিন্ন কারনে উপেক্ষিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে দেশের সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের ভাবনা প্রতিফলিত হচ্ছে। উন্নয়নকে এখন দেশের ঐক্য অখণ্ডতার সমার্থক বলে মনে করা হয়। প্রধানমন্ত্রী ভারতের আত্মবিশ্বাসী নারীদের দেশের উন্নয়নে ভূমিকা ও অবদানের কথাও তুলে ধরেন। মহিলা স্বসহায়ক গোষ্ঠীগুলিকে জনধন অ্যাকাউন্টের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। এই ধরনের স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীদের জন্য উপলব্ধ জামানতমুক্ত ঋণ দ্বিগুন করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রায় ৪ হাজার মহিলা স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী রাজ্যে ছিল। ২০১৮ সালের পর রাজ্যে আগের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় নতুন স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী গঠিত হয়েছে। মহিলা স্বসহায়ক দলে যুক্ত মহিলারা ক'ষি, বাঁশ বেঁত নির্ভর বিভিন্ন শিল্প সামগ্রী তৈরির সাথে যুক্ত হচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থ ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে সরাসরি সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দের কথাও তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, আগে সাধারণ মানুষ প্রতিটি কাজে সরকারি অফিসে হয়রানির শিকার হতেন, কিন্তু এখন সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। সরকার নিজেও এখন জনগণের কাছে সমস্ত সুযোগ সুবিধা নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ক'ষকদের উৎপাদিত ফসল বিক্রিতে যাতে কোন ধরণের অসুবিধা না হয় তার জন্য ত্রিপুরা সরকার ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ক'ষকদের উৎপাদিত ফসল বিক্রয়ের উদ্যোগ নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তর পূর্বা'ল ও দেশের অন্যান্য অ'লের জনজাতি যোদ্ধারা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। এই ঐতিহ্যকে সম্মান জানাতে এবং এই উত্তরাধিকারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় দেশের সরকার আজাদি কা অমৃত মহোৎসবে আরও একটি বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন থেকে প্রতি বছর ১৫ নভেম্বর ভগবান বিরসা মুণ্ডার জন্মবার্ষিকী দিনটিকে আদিবাসী গৌরব দিবস হিসেবে উদযাপন করা হবে।

ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বা'লে সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রের বিকাশে আধুনিক পরিকাঠামো ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। উত্তরপূর্বা'ল সহ ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে নতুন রেললাইন, অসামরিক বিমান পরিবহন, জাতীয় সড়ক সহ একাধিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক হিংসার গুজব ছড়ানোর দায়ে নিলামবাজারে আটক দিল্লির দুই যুবতী সাংবাদিক

নিলামবাজার, ১৪ নভেম্বর (হি.স.)।। ত্রিপুরায় কথিত সাম্প্রদায়িক হিংসার মিথ্যা, ভুয়ো এবং রং চড়ানো গুজব সংবলিত খবরের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানোর দায়ে দিল্লি-ভিত্তিক দুই যুবতী সাংবাদিককে আটক করেছে অসমের করিমগঞ্জ জেলার নিলামবাজার থানার পুলিশ।

দিল্লি-ভিত্তিক নিউজ পোর্টাল এইচডব্লিউ নিউজ নেটওয়ার্কের দুই সাংবাদিক যথাক্রমে ওড়িশার ঝাড়সুগুদা এলাকার মানোয়ারপাড়ার বাসিন্দা জনৈক গোপাল সকুনিয়ার মেয়ে সমৃদ্ধি কে সকুনিয়া এবং নয়াদিল্লির রোহিণী এলাকার জনৈক রত্নেশ্বর ঝায়ের মেয়ে স্বর্ণা ঝা। ত্রিপুরা থেকে পালিয়ে শিলচর (কুম্ভিরগ্রাম) বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে আজ রবিবার বিকেল প্রায় তিনটায় নিলামবাজার পুলিশ সমৃদ্ধি এবং স্বর্ণা নামের দুই মহিলা সংবাদকর্মীকে থানায় আটকে রেখেছে।

এঁরা ত্রিপুরা থেকে দিল্লি পালাতে শিলচরের উদ্দেশে রওয়া হয়েছে। এই খবরের ভিত্তিতে গোমতি জেলা পুলিশ সুপার যোগাযোগ করেন অসমের করিমগঞ্জ জেলার পুলিশ সুপারের সঙ্গে। করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার ত্রিপুরা-অসম জাতীয় সড়ক সংলগ্ন সব থানাকে সতর্কবার্তা পাঠিয়ে ভুয়ো খবর ছড়ানোকারিণী দুই সাংবাদিককে ধরতে নির্দেশ দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ রবিবার নিলামবাজার থানা কর্তৃপক্ষ দলবল নিয়ে তালাশি-অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অবৈধ সম্পর্কের জেরে বিধবাকে খুন করে আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। মহিলাকে কুপিয়ে খুন করে বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা প্রতিবেশী যুবকের। মৃতার নাম রানু বিবি। বয়স চল্লিশ। অন্যদিকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন যুবকের নাম কাদের মিয়া। ঘটনাটি ঘটেছে মেলাঘরের তেলকাজলায়।

সংবাদে জানা গিয়েছে, রানু বিবির সাথে কাদের মিয়ার অবৈধ প্রণয়ের সম্পর্ক। রানু বিধাবা। এলাকার লোকজনও তাদের এই অবৈধ সম্পর্কের বিষয়ে অবগত রয়েছে। আজ সকালে রানু বিবিকে ধারালো দা দিয়ে কুপিয়ে খুন করে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে কাদের মিয়া। বর্তমানে কাদের মিয়া জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বাবাকে পিটিয়ে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার ছেলে ঋষ্যমুখে তীব্র উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৪ নভেম্বর।। রবিবার সকালে উদ্ধার রক্তাক্ত অবস্থায় নিজ ছেলের হাতেই খুন হয় এই ব্যাক্তি। ঘটনা গতকাল গভীর রাতে ঋষ্যমুখ ব্লকের মোহিনী নগর এডিসি ভিলেজের দ্রোনা চার্য পাড়াতে। মদমত্ত অবস্থায় বাক বিতণ্ডার জেরে এই খুন বলে জানা যায়। ঘাতক ছেলের নাম পদ্ম ত্রিপুরা। পাড়া প্রতিবেশি ও পদ্ম ত্রিপুরার স্ত্রীর কথামুলে বিলোনিয়া হাসপাতাল থেকে ঘাতক ছেলেকে আটক করে বিলোনিয়া থানার পুলিশ বর্তমানে পদ্ম ত্রিপুরা থানার লকআপে।

নিহত পিতার নাম মনারাম ত্রিপুরা। বয়স পঞ্চান্ন বছর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌম্য দেববর্মা ও বিলোনিয়া থানার ওসি স্মৃতি কান্ত বর্ধন সহ পুলিশ টিএসআর বাহিনী। এরপর খবর দেওয়া হয় ফরেনসিক টিমকে। ঘাতক পুত্রের হাতে পিতা খুনের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। জানা যায় , ছেলে পদ্ম ত্রিপুরা ও বাবা মনারাম ত্রিপুরা উভয়েই মদমত্ত অবস্থায় , জায়গা সম্পত্তি নিয়ে কথা কাটাকাটি এরপর হাতাহাতি।

এই হাতাহাতির ফলে ছেলে পদ্ম ত্রিপুরা উঠান থেকে লাঠি তুলে বাবার মাথায় আঘাত করে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বাবা মনারাম ত্রিপুরা। অবস্থা বেগতিক দেখে ছেলে পদ্ম ত্রিপুরা নিজের ঠেলা রিক্সাতে তুলে বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে রাস্তার পাশের জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসে। এই ঘটনা পদ্ম ত্রিপুরার স্ত্রী ও তার ছেলের সামনে ঘটে। এছাড়া পদ্ম ত্রিপুরা স্ত্রী ও ছেলে পুলিশ সহ সংবাদ মাধ্যমে ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানায়। এদিকে পদ্ম ত্রিপুরার বোনেরও অনুমান তার ভাই হত্যা করেছে। বিলোনিয়া থানার ইন্সপেক্টর বিকাশ দেববর্মা জানায় , ঘটনার তদন্ত চলছে।

ধর্ষিতা যুবতী সাতমাসের গর্ভবতী থানায় মামলা, অভিযুক্ত পলাতক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। ধর্ষণের শিকার যুবতী সাত মাসের গর্ভবতী। অভিযুক্ত এলাকার যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে আর কে পুর থানার অধীন রবিদাস কলোনীতে। পুলিশ অভিযুক্ত দুলাল মিয়াকে গ্রেপ্তার করতে খোঁজ খবর করছে। কিন্তু, সে পলাতক।

সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিদাস কলোনী এলাকার দুলাল মিয়া সাত মাস আগে এলাকার এক যুবতীকে বাড়িতে ঢুকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। মেয়েটিকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়ায় মেয়েটি বিষয়টি প্রথমে বাড়ির লোকজনকে জানায়নি। পরে মেয়েটের শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ করে পরিবারের লোকজন বিষয়টি জানতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রামের অর্থনৈতিক বিকাশে সমবায় আন্দোলনে মুখ্যমন্ত্রীর গুরুত্বারোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। সমবায় ক্ষেত্রে নতুন নতুন উদ্ভাবনী দিক উন্মোচনের মধ্যদিয়ে সমবায় আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। রাজ্যে এখন বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সম্পসারণের ফলে সমবায় সংস্থা ও স্বসহায়ক দলগুলির কাজে গতি এসেছে। আজ আগরতলা টাউন হলে ৬৮ তম রাজ্যভিত্তিক অখিল ভারত সমাবায় সপ্তাহ উদযাপন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। এবারের সমবায় সপ্তাহের মূল ভাবনা হচ্ছে 'সমবায়ের মাধ্যমে সমৃদ্ধি'। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে মরণিকা ও বার্ষিক ক্যালেণ্ডারের অনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে সমবায় মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব ও সমবায় নিয়ামক দিলীপ কুমার চাকমা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, রাজ্যের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। ইজ অব ডুইং বিজনেসকে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। সমবায় সংস্থা ও স্বসহায়ক দলগুলির সদস্যরা নিজেরা যেমন আত্মনির্ভর হচ্ছেন তেমনি অন্যদেরও স্বনির্ভর করে তুলছেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, স্বসহায়ক ও সমবায় সমিতিগুলির উৎপাদিত সমগ্রীর বাজারজাত করা ও অনলাইনে বিপণনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এর ফলে গ্রামীণ এলাকার অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত হচ্ছে। রাজ্যে তৈরী হয়েছে স্বনির্ভর মানসিকতা। তিনি বলেন গ্রামীণ এলাকার অর্থনৈতিক বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সমবায়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। স্বসহায়ক দলগুলির পাশাপাশি সমবায় ক্ষেত্রের বিকাশেও সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সমবায় সমিতির ও স্বসহায়ক দলগুলির উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর গুণগত মান বৃদ্ধি করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানে সমবায় দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্রা বলেন, আগামী দুবছরে ৩,৫০০ নতুন কো-অপারেটিভ সংস্থা তালিকাভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে প্যা', ল্যাম্পস ও সমবায় সমিতিগুলির পর্যালোচনা ও সমস্যার সমাধানসূত্র নির্ণয় করা হবে।

তেলিয়ামুড়ায় আত্মঘাতী কলেজছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। নিজবাড়ির বাথরুমে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে কলেজ পড়ুয়া যুবতী। ঘটনাটি ঘটেছে তেলিয়ামুড়া থানার অধীন গৌরাঙ্গটিলায়। মৃতার নাম জয়শ্রী দাস।

সংবাদে প্রকাশ, রবিবার সকাল সাড়ে এগারটা নাগাদ জয়শ্রী নিজ বাড়ির বাথরুমে কাপড় কাচতে যায়। দীর্ঘ সময় বাথরুম থেকে বেরিয়া না আসায় পরিবারের লোকজন গিয়ে দেখে ফাঁসিতে ঝুলে রয়েছে জয়শ্রী। সাথে সাথে তাকে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। ডাক্তার জানিয়েছে হাসপাতালে পৌঁছার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ৩৯ ◘ ১৫ নভেম্বর ২০২১ ইং ◘ ২৮ কার্তিক ◘ সোমবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

উজ্জীবিত করিতে হইবে

শিশুরাই দেশের ভবিষ্যত, নবজাগরণে শিশুরাই আগামীর আলো। এই বার্তাকে মাথায় রাখিয়া ভারতে প্রতিবছর ১৪ই নভেম্বর পালিত হয় "শিশু দিবস"। শিশুদের আলোর পথে উজ্জীবিত করিতে এবং তাহাদের অধিকার, সুরক্ষা ও শিক্ষার প্রতি জোর দিতে এই দিনটিকে বিশেষভাবে পালন করা হয়। তবে, শুধুমাত্র শিশুদের উদ্দেশেই এই দিনটি উদযাপন করা হয় না, এই দিনে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকেও স্মরণ করা হয়, কারণ ১৪ নভেম্বর তাঁহার জন্মদিন। পন্ডিত জওহরলাল নেহরু ১৮৮৯ সালের ১৪ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। শিশুদের প্রতি তাঁহার গভীর স্নেহ ও ভালোবাসার কথা আমরা প্রত্যেকেই জানি। তাঁহার শিশুদের প্রতি ছিল অদম্য স্নেহ ও ভালবাসা। যে কারণে তিনি "চাচা নেহেরু" নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন "শিশুরাই দেশের ভবিষ্যত"। তিনি সর্বদা শিশুদের শিক্ষা ও কল্যাণের উপর জোর দিতেন। তাই তাঁহাকে স্মরণ করিয়ি প্রতিবছর তাঁহার জন্মদিনেই ভারতে পালিত হয় "শিশু দিবস"। ভারতে এই দিনটি "বাল দিবস" নামেও পরিচিত।রাষ্ট্রসংঘ ১৯৫৪ সালের ২০ নভেম্বর শিশু দিবস পালনের জন্যে ঘোষণা করিয়াছিল। সেই ঘোষণা অনুযায়ী ভারতেও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ২০ নভেম্বর শিশু দিবস পালিত হত। ১৯৬৪ সালে নেহেরুর মৃত্যুর পর তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান জানানোর জন্য একটি বিল পাস হয়। যেখানে বলা হইয়াছিল, তাঁহির জন্মবার্ষিকী এবং শিশু দিবস একসাথে পালন করা হইবে। সেই থেকেই ১৪ নভেম্বর ভারতে শিশু দিবস বা বাল দিবস পালিত হইয়া আসিতেছে।শিশুদের স্নেহ, ভালবাসার পাশাপাশি তাহাদের সঠিকভাবে বড় করিবার ব্যাপারেও জোর দিতেন পন্ডিত নেহেরু। তিনি বলিয়াছিলেন, আজ আমরা যেভাবে শিশুদের বড় করিব, কাল সেইভাবেই তাহারা দেশ চালাইবে। তাই, শিশুদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বিনিময়, বোঝাপড়া এবং বাচ্চাদের কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা, তাহাদের সঠিক পথ দেখানো, সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে শেখানো উচিত। কিন্তু, আজও দেশের কোথাও কোথাও অবহেলিত থাকিয়া যাইতেছে শিশুরা, শিশু শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করা হইতেছে তাহাদের। হাতে বইয়ের পরিবর্তে তুলিয়ি দেওয়া হইতেছে নানান কাজের সামগ্রী। তাই, এই শিশু দিবসে প্রত্যেক শিশুকে স্কুল মুখি করিতে হইবে, শিক্ষার আলোয় উজ্বল করিতে হইবে তাহাদের ভবিষ্যত, দেখাইতে হইবে সঠিক পথ, তবেই সফল হইবে শিশু দিবস পালন, সফল হইবে পন্ডিত নেহেরুর স্বপ্ন। আজকের এই দিনে স্কুল, কলেজ এবং বিভিন্ন সংস্থায় নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিশুদের জন্য থাকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও ইভেন্ট। শিক্ষকরা একত্রিত হইয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেন। মিষ্টি, বই, চকোলেট এবং অন্যান্য উপহার বিতরণ করা হয় শিশুদের মধ্যে। এই দিনে শিশুদের জন্য টেলিভিশন এবং রেডিওতে বিশেষ প্রোগ্রাম প্রচারিত হয়। কোথাও কোথাও শিশুদের চলচ্চিত্র উৎসবেরও আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অভিভাবকেরাও নিজের বাড়িতে পালন করিয়া থাকেন দিনটি।তবে, শুধুমাত্র বিদ্যালয়গুলিতেই শিশু দিবস পালন হয় না, যেসব শিশুরা রাস্তায় থাকে এবং অনাথ শিশুদের মুখেও হাসি ফোটাইবার চেষ্টা করা হয়। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী চাচা নেহেরুর জন্মদিন শিশু দিবস পালন করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে শিশুদের কল্যাণ কতখানি সম্ভব হইতেছে তাহা হিসাব-নিকাশ পরিবার সময় আসিয়াছে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও আমাদের দেশের শিশুরা চরম নিরাপত্তাহীনতায়। শিশুদের শিক্ষা স্বাস্থ্য খাদ্য বাসস্থান ইত্যাদির সঠিক সংস্থান করা দেশ ও সমাজের পক্ষে এখনো পুরোপুরি সম্ভব হইয়া ওঠে নাই। অর্থ সামাজিক দিকে পিছাইয়া পড়া শিশুদের সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার সঠিক পদক্ষেপ এখনো গৃহীত হয় নাই। দেশের সরকার সব শিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করিবার নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেও বাস্তবে এখনো পর্যন্ত তারা সফল হয় নাই। এখনো অগণিত শিশু পথশিশু হিসাবে রাস্তার পাশে দিন রাত ২৪ ঘন্টা অতিবাহিত করিতেছে।আবার অনেক গরিব পরিবারের শিশুদের স্কুলের আঙিনায় নিয়ে যাওয়া এবং ড্রপ আউট কমানো সম্ভব হইতেছে না। শিশুশ্রমের প্রবণতা বাড়িতেছে।এমনকি বাল্য বিবাহের ঘটনা আমাদের সভ্য শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থাতে পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই। এইসব বহুবিধ কারণে আমাদের দেশের শিশুরা আজও অরক্ষিত। দেশের শিশুদের একশ শতাংশ শিক্ষার আঙ্গিনায় নিয়া আসা সম্ভব না হলে তাহাদের ভবিষ্যৎ গঠন করা কোনভাবেই সম্ভব হইবে না।করুণা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে শিশুদের নিরাপত্তা আরও অনুষ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। দেশের রাষ্ট্রনায়কদের এইসব বিষয়ে আরও গভীর মনোনিবেশ করিতে হইবে। কেননা আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিতে হইলে আজকের শিশুকে সঠিক শিক্ষা এবং সুস্বাস্থ্য সম্বৃদ্ধ করিতে হইবে।আজ শিশু দিবসে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করা একদিকে যেমন সরকার ও প্রশাসনের দায়িত্ব কর্তব্য ঠিক তেমনি সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল ও নাগরিকদের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।কেননা সরকারের একার পক্ষে এই গুরুদায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা কোনদিনও সম্ভব হইবে না। সমাজের সচেতন মহল অগ্রসর হইলে প্রত্যেক শিশুকে শিক্ষার আঙিনায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হইবে এবং শিশুশ্রম বন্ধ করা সম্ভব হইবে। পাশাপাশি বাল্যবিবাহ বন্ধ করা যাইবে। এইসব সার্বিক করা শুরু হইবে শিশু দিবসের মূল মন্ত্র। তাহা সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব হইলেই শিশু দিবসের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হইবে। ইহাই হোক শিশু দিবসের অঙ্গীকার।

ডিএলএসএ আয়োজিত প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষিত

হাইলাকান্দি (অসম), ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ (ডিএলএসএ) এবং হাইলাকান্দির বেসরকারি সংগঠন হোপ ফর জেমস সোসাইটির উদ্যোগে পেন ইন্ডিয়া লিগ্যাল অ্যাওয়ারনেস আউট্রিচ প্রোগ্রাম আয়োজিত হয়েছে বেসরকারি ব্লু ফ্লাওয়ার্স ইংরেজি মাধ্যম হাইস্কুলে। আজ রবিবার আয়োজিত কর্মসূচিতে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পরিচালিত হয়েছে অনুষ্ঠানটি। এতে রচনা প্রতিযোগিতা, অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব করুণা দেবী ও হাইলাকান্দি জেলা আদালতের ব্যসবস্থাপক অম্বরীশ শর্মা। স্লোগান রাইটিং প্রতিযোগিতা এবং শর্ট ফ্লিম ম্যাবকিং প্রতিযোগিতা অনলাইন মাধ্যমে আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়ছিল ১৩ নভেম্বর ব্লু ফ্লাওয়ার স্কুলে। অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় তিনটি গ্রুপের মাধ্যমে (গ্রুপ এ, বি, সি) প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত। অনুষ্ঠানে হাইলাকান্দি জেলার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। অঙ্কন প্রতিযোগিতায় মোট ২৬০ জন, রচনা প্রতিযোগিতায় ১২ জন। অঙ্কন প্রতিযোগিতায় গ্রুপ এ-তে প্রথম স্থান দখল করে মৈত্রেয়ী দে, দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে সায়ন্তন শর্মা, তৃতীয় স্থান দখল করেছে কৃষ্ণা সিংহ। গ্রুপ-বি প্রথম স্থান দখল করেছে নীতেশ বর্মন, দ্বিতীয় স্থান নন্দিনী মজুমদার, তৃতীয় স্থান সঙ্গীতা পাল। গ্রুপ-সি প্রথম স্থান দখল করেছে মিশমি গুপ্তা, দ্বিতীয় স্থান অনুশ্বেতা দেব, তৃতীয় স্থান পূর্ণালী দত্ত। রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান দখল করেছে তাসিন চৌধুরী, দ্বিতীয় স্থান রাজা মালাকার, তৃতীয় স্থান ময়ূরী রায়। স্লোগান রাইটিং প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান দখল করেছে তনভির ফারহান মজুমদার, দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে রাজা মালাকার, তৃতীয় স্থান দখল করেখ লাকি বেগম লস্কর। শর্ট ফিল্ম মেকিং প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান দখল করেছে সরস্বতী কলা নিকেতন, দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে রচনাত্মক দল। বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেছেন উপস্থিত অতিথিরা। অনুষ্ঠানে হোপ ফর জেমস সোসাইটির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি স্বপ্নদ্বীপ সেন, সম্পাদিকা মণিদীপা দেব, অনিশা পাল, গৌরব দে, যুবরাজ অর্জুন, জুহিতা পাল, অভিষেক পাল প্রমুখ।

শতবর্ষে সত্যজিৎ রায়ের ছেলেবেলা

ড. বিমল কুমার শীট

আত্মকথা সময়ে দলিল। আর আত্মকথনকার যদি হন লেখক, শিল্পী, চলচ্চিত্র নির্মাতা তাহলে তো কথাই নেই। আর তিনি যদি সত্যজিৎ রায় হন তবে বিষয়টা অন্য মাত্রা পায়। সত্যজিৎ রায়ের যখন ছোট ছিলাম লেখাটি দুটি সংখ্যায় 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে তা বই হিসাবে বেরয়। এই বইতে তিনি শুনিয়েছেন একটি ছেলের কথা, স্কুল ছাড়ার দশ বছর বাদে যাঁকে একবার যেতে হয়েছিল পুরনো স্কুলের চত্বরে, আর যেকানে ঢুকেই যাঁর মনে হয়েছিল, এক কোথায় এলামরে বাবা। দরজা ছোট, বারান্দা ছোট, ক্লাসরুম আর ক্লাসের বেঞ্চিগুলো—সবই কেমন ছোট মনে হচ্ছে। পরে তিনি নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন, কেন এই বিভ্রম, ইস্কুল ছাড়ার সময় তিনি ছিলেন পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি, আর সেবার যখন ফিরে হেলেন, তখন তিনি উচ্চতায় প্রায় সাড়ে ছ'ফুট। স্কুলতো বাড়েনি, বেড়েছেন তিনি নিজেই। অবশ্য এরপরেও ক্রমশ তিনি বড় মাপের হয়ে উঠেছেন। প্রতিভায়, প্রতিপত্তিতে, খ্যাতিতে ও জনপ্রিয়তায়।

ছোটবেলায় সত্যজিৎ রায় উত্তর কলকাতার একশো নম্বর গড়পার রোডে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত ছিলেন তারপর দক্ষিণ কলকাতায় মা সুপ্রভা দেবীর সঙ্গে চলে আসেন মামা প্রশান্ত কুমার দাসের বাড়িতে। গড়পার বাড়ির সামনের দেওয়ালের উপরের দিকে উঁচু উঁচু ইংরেজি হরফে লেখা ছিল ইউ রায় অ্যানজ সনস, প্রিন্টারস অ্যান্ড ব্লক মেকারস এই বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন (১৯২১) সাড়ে পাঁচ বছর আগে তিনি মারা যান (১৯১৫)। গড়পার বাড়ির বর্ণনা যেমন দিয়েছেন তেমনি কলকাতায় কত রকম বিদেশি গাড়ি চলত তার নাম, ফেরিওয়ালাদের ডাক, সিনেমা হলের কথা, আত্মীয়দের কথা, বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ, সার্কাসের কথা, বিখ্যাত ব্যক্তিদের কথা, তাঁদের ছাপাখানার কথা তুলে ধরেছেন। ওই সময় সত্যজিৎ রায় তাঁদের বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিটের পথ আপার সার্কুলার রোডের বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়ি যেতেন তাঁকে দেখতে নয়। তাঁর বাগানের একপাশে যে চিড়িয়াখানা রয়েছে সেটাই দেখতে।

ব্রাহ্মধর্মের কথা বলতে গিয়ে সত্যজিৎ রায় বলেছেন যে তাঁর ঠাকুরদার পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে দু'ভাই ছাড়া সকলেই ব্রাহ্ম হয়েছিলেন। ব্রাহ্মদের মাঘোৎসবে হিন্দু পুজোর মতো হৈ-ল্লা ছিল না। কেবল ব্রহ্মোপসনা আর ভগবানের বিষয়ে গান শোনা। উপাসনা চলত দেড় থেকে দু'ঘন্টা। ভবানীপুরে ব্রাহ্ম মন্দির থাকলেও সত্যজিৎ রায়ের পরিবারের লোকেরা এগারোই মাঘের বড় উৎসবের দিন কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের (বর্তমান বিদান সরণী) ব্রাহ্ম মন্দিরে যেতেন। ওই পাড়াটাকে সমাজ পাড়া বলত। শীতকালের ভোর সাড়ে চারটের উঠে যেতে হত। প্রথম ঘণ্টা খানেক ব্রহ্মকীর্তন হত, তারপর ঘণ্টা আড়াই গানও উপাসনা। বসার ব্যবস্থা ছিল কাঠের বেঞ্চিতে। মাঘোৎসবে শুধু তিনটে দিন আমোদ হত। একটা বিশেষ দিনে উপাসনার পর খিচুড়ি খাওয়া-বালিকা সম্মেলন। শেষ দিনে গুরগাম্ভীর উপাসনার কোন বালাই ছিল না। ঢাক ঢোল বাজিয়ে প্যান্ডেল খাটিয়ে ঠাকুর সাজিয়ে হিন্দু পুজোর যে একটা হৈ-হল্লা কাঁকজকমের দিক ছিল সেটা ব্রাহ্ম উৎসবে মোটেই ছিল না।

মামার বাড়িতে সত্যজিৎকে অনেক সময় একা কাটাতে হত, বিশেষ করে দুপুর বেলাটা। কিন্তু তাতে তাঁর একঘেয়ে লাগেনি। সেই সময় দশখণ্ডের বুক অফ নলেজের পাতা উল্টিয়ে ছবি দেখা ছিল বালক সত্যজিতের একটা কাজ। এই বইগুলো তাঁর কখনো পুরনো হয়নি। পরে তাঁর মা সুপ্রভা রায় ছবিতে বোঝাই বিখ্যাত বিদেশি লোকেদের জীবনী চার খণ্ডে রোমান্স অফ ফেমাস লাইভস বই কিনে দিয়েছিলেন। বই ছাড়াও ছিল একটা আশ্চর্য যন্ত্র স্টিরিওস্কোপ। এর সঙ্গে ছবিও কিনতে পাওয়া যেত নানা দেশের নানা রকমের সত্যজিৎ এর আর একটা খেলার যন্ত্র ছিল ম্যাজিক ল্যানটার্ন। তিনি লিখেছেন, বাক্সের মতো দেখতে, সামনে ডোঙার মধ্যে লেন্স, মাথার ওপর চিমনি আর ডানপাশে একটা হাতল। তাছাড়া আছে দুটো রীল, একটি ফিল্ম ভারতে হয়, সেই ফিল্মে হাতল ঘোরালে অন্য রীলে গিয়ে জমা হয়। ফিল্মটা চলে লেন্সের ঠিক পিছন দিয়ে। বাক্সের ভিতর জ্বলে কেরোসিনের বাতি, তাঁর ধোঁয়া বেরিয়ে যায় চিমনি দিয়ে, আর তার আলো ঘুরন্ত ফিল্মের চলন্ত ছবি ফেলে দেওয়ালের ওপর। কে জানে, আমার ফিল্মের নেশা হয়তো এই ম্যাজিক ল্যানটার্নেই্ শুরু। সত্যজিৎ রায়ের বাড়ির ছাদের ঘরে ড্রাইভার সুধীরবাবু থাকতেন। তখন মহাত্মা গান্ধির অসহযোগ আন্দোলন চলছে। একদিন সুধীরবাবু ঢাউস তকলি আর একতাল তুলো কিনে এনে ঘরে বসে সুতো কাটা শুরু করে দিলেন। পরে ঘরে ঘরে সুতো কাটা আরম্ভ হয়ে গেল। সত্যজিৎ এর বাড়িতেও সকলের জন্য একটা করে তকলি চলে এলে, এমনকি সত্যজিৎতের জন্যও। মাস খানেকের মধ্য তিনিও সুতো কাটতে পারছিলেন। তবে সুধীরবাবু চ্যাম্পিয়ান হলেন নিজের কাটা সুতো দিয়ে ফতুয়া বানিয়ে।

> ১৯৩০ সালে তিনি সাড়ে আট বছর বয়সে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৩৬ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। এই পর্বে তিনি তাঁর স্কুল, সহপাঠী এবং শিক্ষকদের কথা সুন্দরভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। ইউনির্ফম ছিল না। স্কুল ছাড়ার বছর দশেক পর কোন একটা অনুষ্ঠানে সত্যজিৎ রায় স্কুলে গিয়েছিলেন। এরপর স্কুলে আর কখনও ফিরে যান নি।

শান্তিনিকেতনের কথা সত্যজিৎ এর ছেলেবেলার কথায় উঠে এসেছে। দশ বছর বয়সে তিনি শান্তিনিকেতনে যান পৌষ মেলার সময়। নতুন অটোগ্রাফের খাতা কিনেছিলেন। তার ভীষণ শখ প্রথম পাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়ে একটি কবিতা লিখিয়ে নেবেন। এক সকালে মায়ের সঙ্গে তিনি উত্তরায়নে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্যজিৎ এর কাছ থেকে খাতা নিয়ে বললেন, এটা থাক আমার , কাছে কাল সকালে এসে নিয়ে যেও। সেই কথামতো পরের দিন সত্যজিৎ মায়ের সঙ্গে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে খাতাটি দিয়ে তার মায়ের দিকে চেয়ে বললেন, এটার মানে ও আরকেটু বড় হলে বুঝবে। খাতা খুলে দেখলেন আট লাইরে কবিতা—

বহুদিন ধরে ক্রোশ দুরে
বহু ব্যয় কবি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরি বিন্দু।। ৭ই পোষ
১৩৩৬

বাস্তবে রবীন্দ্রনাথের কথা সত্যজিৎ এর জীবনে সত্য হয়েছিল। যার প্রতিফলন ঘটেছিল তার কর্মে।

১৯২৮ সালে হলিউডে প্রথম সবাক ছবি তৈরি হল। কলকাতায় টকি এল তার এক বছর পরেই। তার বছর খানেক ধরে কিছু ছবি এসেছে সেগুলির কিছু অংশে শব্দ আছে, কিছুতে নেই। যার পুরাটাতে শব্দ আছে কাগজে সেটার বিজ্ঞাপন হত ১০০ বলে। সত্যজিতের প্রথম টিক সম্ভবত টারজান দি এপ ম্যান। মামার সঙ্গে পেলেন না। তখন তার মামার কাছে অল বিয়ন থিয়েটারে (রিগ্যাল) গিয়ে টিকিট পেলেন। কিন্তু সেটা ছিল বাংলা ছবি নাম কাল বহুকাল তাকে বাংলা ছবির দিকে ঘেঁষতে দেয়নি। স্কুলের কথা দিয়ে সত্যজিৎ ছেলেবেলার কথা শেষ করেছেন। ১৯৩০ সালে তিনি সাড়ে আট বছর বয়সে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৩৬ সালে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। এই পর্বে তিনি তাঁর স্কুল, সহপাটী এবং শিক্ষকদের কথা সুন্দরভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। তখন স্কুলে ছাত্রদের কোন ইউনির্ফম ছিল না। স্কুল ছাড়ার বছর দশেক পর কোন একটা অনুষ্ঠানে সত্যজিৎ রায় স্কুলে গিয়েছিলেন। এরপর স্কুলে আর কখনও ফিরে যান নি। তাঁর কথায় যেসব জায়গার সঙ্গে ছেলেবেলার স্মৃতি জড়িয়ে থাকে, সেসব জায়গায় নতুন করে গেলে পুরনো মজাগুলো আর ফিরে পাওয়া যায় না। আসল মজা হল স্মৃতিচর ভামডার হাতড়ে সেগুলোকে ফিরে পেতে। ছেলেবেলার স্মৃতি সত্যজিৎ রায়ের জীবনের পরবর্তী কর্মকাণ্ডকে অনেকটা সহজ করে দিয়েছিল।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মহাকাশে নির্বাসিত প্লুটোকে নিয়ে অজানা তথ্য

কৌশিক রায়

বামন গ্রহ বা Dwarf Planet-এর অপরাধটা পোড়া কপালে সেঁটে বসেছে প্লুটোর। তাই, সৌরজগতের চিরপরিচিত, বনেদি পরিবার থেকে ইউরোনাস, নেপচুন, পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শনি, শুক্রগ্রহের থেকে দূরে থাকা এই প্লুটো নামক জ্যোতিষ্কটি আমাদের মনে রাখার সীমানা থেকে আরও দূরে সরে গেছে। তবুও, প্লুটোকে ঘিরে অনেক অজানা তথ্য, এখনও অনেকেই আকর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে।

২০০৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেপ ক্যানাভেরাল (কেনেডি অন্তরীপ) মহাকাশযান, উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে নিউ হোরাইজনস (নবদিগন্ত) নামক একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে উৎক্ষেপণ করা হয় অ্যাটলাস ফাইভ নামক রকেটের মাধ্যমে। এই স্যাটেলাইটটি সৌরজগতের শেষতম প্রান্তে পৌঁছনোর সময় প্লুটোর ব্যাপারে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিল। ২০১৫ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি 'নাসা' থেকে পাঠানো আরও একটি কৃত্রিম উপগ্রহ প্লুটো এবং তার উপগ্রহ ক্যারন-এর অবস্থানের ৮০০০ মাইলের মধ্য দিয়ে যায়। সেই সময়েও এই উপগ্রহের মাধ্যমে প্লুটোর বেশ কিছু ছবি, আমাদের হাতে আসে। তবে, প্লুটো গ্রহকে সর্বপ্রথম খুজে বের করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কানসাস রাজ্যের বাসিন্দা এবং একজন কৃষিজীবী---ক্লাইড টোমবাউ। ক্লাইড-এর বাবা ১৯১০ সালে একটা ব্র্যইক গাড়ি কিনেছিলেন। সেই গাড়ির বাতিল হয়ে যাওয়া যন্ত্রাংশ দিয়ে ১৯৩০ সালে একটি দূরবীন বানিয়ে প্লুটোকে খুঁজে পান ক্লাইড। এছাড়া, মঙ্গল এবং বৃহস্পতি গ্রহের ভুমিরূপের ছবিও আঁকেন তিনি। এই কৃতিত্বের পুরস্কার হিসেবে এবং গাড়ির যন্ত্রাংশ থেকে 'নউটোনিয়ান টেলিস্কোপ' নামক এই দূরবীনটি বানানোর জন্য ক্লাইড টোমবার্ডকে মঙ্গলগ্রহ নিয়ে যথার্থ গবেষণা করা মার্কিন বিজ্ঞানী পার্সিভাল লাওয়েলের নামে তৈরি হওয়া একটি মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র বা অবজারভেটরিতে চাকরিও দেওয়া হয়। বরফের পুরু চাদরে আপাদমস্তক ঢাকা প্লুটোকে, নরকের মতোই প্রাণহীন বলে জেনেছেন সবাই। বিভিন্ন পুরণকাহিনিতে নরকের এই ভয়াবহ পরিবেশে অবশ্য কয়েকজন এবং তার অনুচররাই

থাকতে পার বলে জানানো হয়েছে। গ্রীক পুরাণে নরকের দেবতা হেদেস এবং তাঁর রানি ফসলের দেবী (আমাদের যেমন লক্ষ্মী বা কমলা) সেরেস বা দেমেতার -এর মেয়ে পার্সিফোনি বা প্রসারপিনার দয়াতে স্বর্গের অবসরা বা নিম্‌ফ---মৃত্যু ইউরিদিসির জীবন ফিরে পেয়েছিলেন তাঁর স্বামী এবং অপূর্ব সুরস্রষ্টা অর্ফিয়ুস, অর্ফিয়ুসের দুর্ভাগ্য ভুল করে নরকের চৌহদ্দি পেরোনোর আগেই তিনি ইউরিদিসির মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। তাই আগের শর্ত অনুযায়ী প্লুটোর অনুচররা, ইউরিদিসির আত্মাকে আবার নিয়ে পাতালে চলে যায়। তবে, ওয়াল্ট ডিজনির প্রিয় সৃষ্টি---মিকি মাউসের বিশ্বস্ত, হাসিখুশি কুকুর---প্লুটোর নাম থেকেই এই বামন গ্রহটির নাম হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। তবে, ভেনেশিয়া বার্নি নামে একটি বছরের মেয়ে, ১৯৩০ সালে তার প্রিয় এই কার্টুন ও কমিক্স চরিত্রে নামেই এই প্লুটো জ্যোতিষ্কটির নাম দিয়েছিল। ভেনেশিয়ার পুর্বপুরুষ—হেনরি ম্যাডান আবার মঙ্গলগ্রহের দু'টি উপগ্রহ—ণবোস আর ডেইমোস-এর নামকরণ করেছিলেন আবার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একসময় জনপ্রিয় হওয়, কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারক ওষুধ বা ল্যাক্সোটিভ---প্লুটো ওয়াটার থেকেও এই বামন গ্রহটির নাম আসতে পারে বলে মনে করেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং ভিনগ্রহী খুঁজে পাওয়ার জন্য 'সেটি' এসইটিআই—(Search for Extraterrestrial Intelligence) নামক প্রকল্প তৈরি করা প্রয়াত ফ্যাংক ড্রেকের সুযোগ্য কন্যা এবং মহাকাশ গবেষিকা নাদিয়া ড্রেক। তবে, প্লুটোর বায়ুমণ্ডল এতটাই কুয়াশা এবং বরফের কুচি দিয়ে ঢাকা, যে জ্যোতিষ্কটির প্রকৃতি আকার যে কতটা, সেটা বুঝতে পারা যায় না। তবে, নিউ রাইজন কৃত্রিম উপগ্রহটি মূল পরিকল্পনাকারী অ্যালান স্টার্ন -এর মতে---মোটামুটি ১৪০০ মাইলের মতো ব্যাস আছে প্লুটো জ্যোতিষ্কটির। অবশ্য, প্লুটোকে খুঁজতে গিয়ে মহাকাসের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর একটা মানচিত্র তৈরি করে ফেলেছিলেন ক্লাইড টোমবাউ। সেখানে দেখানো হয়েছিল ২২ গাজার ৫০০ নক্ষত্রমণ্ডলী বা গ্যালাক্সিকে, ২৭৫ টি নতুন খুঁজে পাওয়া গ্রহাণু বা অ্যাস্টেরয়েডকে এবং একটি নতুন ধূমকেতুকে।

কৃত্রিম উপগ্রহগুলি থেকে পাওয়া প্লুটোর সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য থেকে যা জানা যাচ্ছে, সেটা হলো এই জ্যোতিষ্কটির বায়ুমণ্ডলে পুরু স্তরের মতো ছেয়ে আছে বিষাক্ত এবং দাহ্য নাইট্রোজেন, কার্বন মনোক্সাইড এবং মিথেন গ্যাসগুলির মিশ্রণ। স্বভাবতই প্লুটোর পরিবেশকে নরকতুল্য বলে মনে করাই যেতে পারে। প্লুটোর স্থলবভূমিতে পৃথিবীর মতো মহাদেশীয় ভূখণ্ড আছে বলে মনে করছেন অনেক বিজ্ঞানী। এই ভূখণ্ডগুলির ওপর বরফের চিরস্থায়ী স্তরের মতো জমাট বেঁধে আছে কঠিন মিথেনের স্তর। প্লুটোর ভূভাগে মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখী বা 'ক্রাটার'-এর সন্ধান পাওয়া গেলেও মনে করা হচ্ছে প্লুটোর পাতালপুরীতে নরককুণ্ডের মতোই তরল উত্তপ্ত পাথর, বা ম্যাগমা আছে। প্লুটোতে প্রবলবেগে বরফঠাণ্ডা বাতাসও বয়ে যায়। কেননা প্লুটোর কঠিন বরফ, মাঝেমধ্যে গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। আবার, গ্যাস রূপান্তরিত হয় বরফস্তরে। প্লুটোতে অতি বেগুনি বা আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির প্রভাবে মিথেন থেকে হাইড্রোজেন গ্যাসের বিমুক্তি ঘটে। কার্বনের কালো গুঁড়োতে। বিজ্ঞানীরা আরও জানিয়েছেন, যেহেতু প্লুটোর বরফের স্তর গ্যাসীয় অবস্থায় প্রায়শই পরিবর্তিত হয়ে উবে যায়, সেই বরফ আবার হালকা, পাতলা স্তরে পরিবর্তিত হয়ে প্লুটোর উপরিভাগে একটি উঁচুনীচু স্তর তৈরি করে। সূর্যের আলো আর মহাজাগতিক রশ্মির বিকিরণের সাথে বিক্রিয়ার ফলে প্লুটোর ওই বরফ, বিভিন্ন আকারের দানাতে পরিণত হয়। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, নেপচুন গ্রহের পিছনে লক্ষ কোটি গ্রহাণু, বরফের টুকরো এবং ধূমকেতু নিয়ে ঘুরতে থাকা 'কেপার বেল্ট' নামক একটি বলয়ের থেকে দলছুট হয়েই আজ থেকে প্রায় সাড়ে চারশো কোটি বছর আগে জন্ম হয়েছিল প্লুটোর। প্রসঙ্গত, ১৯৩০ সালের ১৩ মার্চ পার্সিভ্যাল লাওয়েল-এর ৭৫ কম জন্মবার্ষিকীতেই প্লুটোর অবস্থান অবস্থান সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হন বিজ্ঞানীরা। কালের বিবর্তনে প্লুটোর ভর, এতটাই কমে গেছে যে তার উপগ্রহ—'ক্যারন' গ্রীক পুরাণে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের সীমান্তবর্তী নদী 'স্টিক্স' পার করে দেওয়ার জন্য নরকের নৌকোর মাঝির নাম), আকারে প্লুটোর মোট আয়তনের অর্ধেকেরও বেশি। তবে, ক্লাইড টোমবার্ড-এর পাশাপাশি, প্লুটোকে খুঁজে বের করার কাজটা শুরু করার কৃতিত্ব দিতে হয় লাওয়েলকেই। 'প্যানেট এক্স' বা অজানা গ্রহকে খুঁজে বের করার জন্য সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনা রাজ্যের ফ্ল্যাগস্টাফ এলাকাতে একটি বড় জ্যোতিবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র বানিয়েছিলেন লাওয়েল। লাওয়েল জানিয়েছিলেন, ইউরেনাস এবং নেপচুন গ্রহ দু'টির কক্ষপথের আকারের হেরফের হচ্ছে, সুতরাং, নেপচুনের অবস্থানের কোটি মাইলের মধ্যে নিশ্চয়ই আরেকটা প্রভাবশালী, বড় গ্রহ আছে। লাওয়েলের মৃত্যুর পর মাউন্ট ইউলসন অবজারভেটরিতে সেই অজানা গ্রহর অস্তিত্বকে জানার জন্য গবেষণা চালিয়ে যান দুই মার্কিন মহাকাশ বিজ্ঞানী ইউলিয়াম পিকারিং এবং লিটন হিউম্যাসন। তাঁদের গবেষণার সূত্র ধরেই ক্লাইড টোমবাউ-এর প্লুটোর উৎস খোঁজা। তাঁর প্লুটো আবিষ্কারের পর মাউন্ট পালামোর দূরবীনের সাহায্যে জানা গেল প্লুটোর উপগ্রহ থেকে প্লুটোর ব্যাস সামান্য বেশ।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরত পুর নিগমের নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীর বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচার। ছবি ঃ নিজস্ব।

জাতীয় সড়কের পাশ থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার, খুনের অভিযোগ পরিবারের

মালদা, ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : মালদার ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কের ধার থেকে উদ্ধার যুবকের দেহ। শনিবার গভীর রাতে জেলার চাঁচল-হরিশ্চন্দ্রপুরের কনুয়া ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে যুবকের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় সৎ ভাইয়ের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তুলেছে মৃতের পরিবার। ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে নিহতের নাম সেলিম খান (৩৩) পেশায় দিনমজুর। চাঁচল থানার হাজাতপুর গ্রামের খান পাড়ার বাসিন্দা তিনি। শনিবার সকালে কাজে বেরোন সেলিম। সন্ধের পর রাত গড়িয়ে গেলেও বাড়ি ফেরেননি সেলিম। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। ইতিমধ্যেই পুলিশের তরফে বাড়িতে ফোন যায়। গভীর রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশের তরফ থেকেই জানানো হয়, মালদার চাঁচল-হরিশ্চন্দ্রপুরের কনুয়া ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কের ধার থেকে সেলিমের দেহ উদ্ধার হয়েছে। দেহের অদূরেই পড়েছিল তাঁর মোটরবাইক। সেটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

নিহতের পরিজনেরা জানান, ওই যুবকের দেহে একাধিক ধারালো অস্ত্রের আঘাত ছিল। তাঁদের অভিযোগ, জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অশান্তি চলছিল। মীমাংসার আশায় বেশ কয়েকবার সালিশি সভাও বসে। সে কারণে ওই যুবককে তাঁর সৎ ভাই গনি খান খুন করেছে বলেই অভিযোগ। পরিবারের পক্ষ থেকে চাঁচল থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। এদিকে, এই ঘটনার পর থেকেই বেপাত্তা ওই যুবকের ভাই। স্বাভাবিকভাবেই তার জেরে সন্দেহ আরও বাড়ছে। পুলিশ আপাতত ময়নাতদন্ত রিপোর্ট হাতে আসার অপেক্ষায় রয়েছে। নিহতের পরিজন এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলছেন তদন্তকারীরা।

হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি সঞ্জয় কুমার দাস জানিয়েছেন, ময়নাতদন্ত রিপোর্ট হাতে পেলে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে। তবুও গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

জাতীয় প্রেস দিবস উপলক্ষ্যে হাইলাকান্দিতে সেমিনার

হাইলাকান্দি (অসম), ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আগামী ১৬ নভেম্বর মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস দিবস পালন করা হবে। এ উপলক্ষ্যে জেলাশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে সকাল ১১টায় এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছে।প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার নির্ধারিত এ বছরের বিষয়বস্তুর ওপর আলোচনা চক্রটি অনুষ্ঠিত হবে। বিষয়বস্তুটি হচ্ছে, 'সংবাদ মাধ্যমকে কে না-ভয় করে?'। হাইলাকান্দির জেলা তথ্য ও জনসংযোগ কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হবে প্রস্তাবিত আলোচনাচক্রটি। জানানো হয়েছে সরকারি সূত্রে।

আগামী ১৯ নভেম্বর বছরের শেষ চন্দ্রগ্রহণ

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : বছরের শেষ চন্দ্রগ্রহণ আগামী ১৯ নভেম্বর। বছরের শেষ চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে অরুণাচল প্রদেশ এবং অসমের উত্তর-পূর্ব অংশ থেকে।১৯ নভেম্বরের পর ফের চন্দ্রগ্রহণ হবে ২০২২ সালের ১৬ মে। ২০২১ সালের প্রথম চন্দ্রগ্রহণ হয় ২৬ মে। এটি ছিল পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ। ভারত ছাড়াও এই গ্রহণ দেখা গিয়েছিল পূর্ব এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, প্রশান্ত মহাসাগর ও আমেরিকায়। দুপুর ২.১৭ থেকে ৭.১৯ পর্যন্ত চলেছিল এই গ্রহণ। এবার আসছে বছরের দ্বিতীয় চন্দ্রগ্রহণ। ২০২১ সালের শেষ চন্দ্রগ্রহণ হবে ১৯ নভেম্বর। এদিন সকাল ১১.৩৪-এ চন্দ্রগ্রহণ শুরু হবে এবং বিকেল ৫.৩৩-এ গ্রহণ ছাড়বে। এই গ্রহণ খুব অল্প সময়ের জন্য এবং শুধুমাত্র উত্তর-পূর্ব ভারতে দৃশ্যমান হবে। জানা গিয়েছে, ১৯ নভেম্বর, শুক্রবার হবে এই চন্দ্রগ্রহণ। এবার অরুণাচল প্রদেশ এবং অসমের উত্তর-পূর্ব অংশ থেকে দেখা যাবে এই গ্রহণ। তবে, শুধু ভারতে নয়, এই চন্দ্রগ্রহণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও দেখা যাবে। দেখা যাবে, উত্তর ইউরোপ, পূর্ব এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। ১৯ নভেম্বরের পর ফের চন্দ্রগ্রহণ হবে ২০২২ সালের ১৬ মে।

কোচবিহারের জামালদহে কৃষকদের নিয়ে কর্মশালা

জামালদহ, ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : রবিবার কোচবিহারের জামালদহে কৃষকদের নিয়ে কর্মশালা আয়োজিত হল। এদিন হরিবাসর এফপিসি-র উদ্যোগে ও নাবার্ডের সহযোগিতায় এলাকার চাষিদের নিয়ে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল।

জামালদহ পথসাথীতে আয়োজিত ওই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন নাবার্ডের কোচবিহার জেলার ডিডিএম লক্ষ্মণ চন্দ্র সরকার, জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সভাপতি রজত রায় কার্জি, জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গীতা বর্মন প্রমুখ। কর্মশালায় এলাকার প্রায় ১০০ জন ক্ষুদ্র চা চাষি সহ সকল স্তরের কৃষকরা উপস্থিত ছিলেন। কৃষকের উন্নয়নে ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানির ভূমিকা বিষয়ে এই কর্মশালায় আলোচনা করা হয়।

১ লাখে বিকোচ্ছে বিজেপির পুরভোটের টিকিট !

অডিও ক্লিপ প্রকাশ করে বিস্ফোরক অভিযোগ তৃণমূলের

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : পুরসভা নির্বাচনের আগে একটি হোয়্যাটসঅ্যাপ কল ঘিরে বিতর্কে। অডিও ক্লিপ প্রকাশ করে বিজেপির বিরুদ্ধে আসন্ন পুরো ভোটের টিকিট বিক্রির অভিযোগ আনল তৃণমূল। যদিও পুরোটাই চক্রান্ত দাবি করে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এ নিয়ে লালবাজারে অভিযোগ দায়ের করেছে গেরুয়া শিবির।

আগামী মাসেই কলকাতায় পুরভোট। তার আগে রবিবার তৃণমূলের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে অডিওটি প্রকাশ করা হয়। সঙ্গে লেখা হয়, ''স্তম্ভিত! বাংলা বিজেপি আসন পিছু ১ লক্ষ টাকা করে চাইছে। সুকান্ত মজুমদার আপনি আত্মপ্রচারের জন্য এভাবে অর্থ সংগ্রহ করছেন?'' ভাইরাল হওয়া হোয়্যাটসঅ্যাপ কলে ''প্রীতম বিজেপি রক্তিম'' (প্রীতম সরকার) নামে ওই ব্যক্তিকে টাকার বিনিময়ে কলকাতা পুরসভার টিকিট বিক্রি করতে শোনা গিয়েছে। ১টি আসনের জন্য ন্যূনতম ১ লক্ষ টাকা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ওই নেতা। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নামও তুলে এনেছেন তিনি। এমনকী, বিজেপি প্রার্থীদের জেতাতে তৃণমূলের সঙ্গে আঁতাতের কথাও বলতে শোনা গিয়েছে তাঁকে। অডিওটিতে নিজেকে বিজেপির শীর্ষনেতাদের ঘনিষ্ঠ বলেও পরিচয় দিয়েছেন তিনি। বিধানসভা ভোটের সময় তৃণমূল থেকে বিজেপিতে এসেছিলেন তিনি। এই কাণ্ডে নাম জড়িয়েছে দক্ষিণ কলকাতা জেলা বিজেপির সভাপতি শঙ্কর শিকদারের।

যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিজেপি নেতা প্রীতম সরকার। তাঁর দাবি, এটি ভুয়ো অডিও ক্লিপ। এ নিয়ে লালবাজারে অভিযোগ দায়ের করেছে গেরুয়া শিবির। বিজেপির দক্ষিণ কলকাতা জেলা সভাপতি শঙ্কর শিকদার জানান, ''আমি এসবে জড়িত নই। চক্রান্ত চলছে। প্রীতমকে আমি চিনি। আর এটা কী হয়েছে তার জবাব দেবে প্রীতম।''

ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, ''বিজেপিকে কালিমালিপ্ত করতে তৃণমূল কাউকে দিয়ে ভিডিও বানিয়ে এটা করেছে। যার নামে ভিডিও বেরিয়েছে সে আগে তৃণমূল করত। বিজেপির কোনও নেতা বা পদাধিকারী তো বলেননি যে ১ লক্ষ টাকা করে প্রার্থীর জন্য দিতে হবে। বিজেপিতে প্রার্থী পদ কোনও একজন ব্যক্তি দ্বারা নির্ধারিত হয় না।''

হাওড়ায় ঢুকতে দেব না

প্রয়োজনে দল ছাড়ব, নাম না করে রাজীবকে হুঁশিয়ারি প্রসূনের

হাওড়া, ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : বিজেপির হাত ছেড়ে ফের ঘরে ফেরা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে অসন্তোষ অব্যাহত তৃণমূলের অন্দরে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর এবার বিস্ফোরক হাওড়ার সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। সাফ জানিয়ে দিলেন, তিনি বেঁচে থাকতে ভোটের আগে বেইমানি করা কাউকে হাওড়ায় ঢুকতে দেবেন না। প্রয়োজনে দল ছেড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পায়ের কাছে পড়ে থাকার হুঁশিয়ারিও দিয়ে রেখেছেন তৃণমূল সাংসদ।

২০২১ বিধানসভা ভোটের ঠিক আগে আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে, একুশের বিধানসভায় তৃণমূলের অভাবনীয় সাফল্যের পর ফের তৃণমূলে ফিরে আসেন রাজ্যের প্রাক্তন বনমন্ত্রী। বেশ কিছুদিন তৃণমূল নেতাদের কাছে দরবার করার পর ত্রিপুরায় গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে প্রত্যাবর্তন করেন রাজীব। কিন্তু প্রাক্তন বনমন্ত্রীর ফিরে আসা এখন মেনে নিতে পারছেন না অনেক তৃণমূল নেতারা। ইতিমধ্যেই রাজীবের বিরুদ্ধে একপ্রকার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার আরও এককাঠি সুর চড়ালেন হাওড়ার সাংসদ প্রসূন।

রবিবার এক সভায় প্রসূনবাবুকে বলতে শোনা গিয়েছে,''ভোটের আগে পার্টি ছেড়ে অনেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। দুদিন আগেও তাঁরা দিদিকে (পড়ুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে) গালমন্দ করেছে। তাঁরাই এখন দিদির ছবি পকেটে নিয়ে ঘুরছে। তাঁদের অন্তত হাওড়ায় আসতে দেওয়া হবে না। আমি বেঁচে থাকতে কাউকে হাওড়ায় ঢুকতে দেব না। প্রয়োজন হলে আমি পদত্যাগ করব। দল যদি বলে তাহলে দল ছেড়ে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পায়ের কাছে পড়ে থাকব। কিন্তু গদ্দারদের ঢুকতে দেব না।''প্রসূনের মতো তীব্র সুরে না হলেও রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে খোঁচা দিয়েছেন তৃণমূলের যুবনেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, ''অনেকেই নেত্রীকে অনেক কথা বলেছে। আমি নিজেও একটা সময় বলেছিলাম গদ্দাররা দলে এলে আমি তৃণমূল দপ্তরের সামনে শুয়ে থাকব। কিন্তু আজ আমিই বলছি, এঁরা এতটাই পাপিষ্ঠ যে এদের পাপক্ষয়ের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পা ধরতে হচ্ছে। এভাবে যদি এঁদের পাপক্ষয় হয়, তাহলে হোক।''

প্রসঙ্গত, এর আগে রাজীবের দলত্যাগ নিয়ে এর আগে প্রকাশ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। যদিও, নিজের প্রাক্তন সহযোদ্ধাদের এই সব তির্যক মন্তব্যের কোনও জবাব রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও দেননি।

২১ নভেম্বর ৭১-এর শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠানে করিমগঞ্জ আসছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

করিমগঞ্জ (অসম), ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : সীমান্ত চেতনা মঞ্চ (উত্তর-পূর্ব) আয়োজিত শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চলতি মাসের ২১ তারিখ করিমগঞ্জ আসছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মঞ্চের রাজ্য উপ-সভানেত্রী তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী মহেশ্বতা চক্রবর্তী এ কথা জানিয়েছেন। ৭১-এ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধে করিমগঞ্জে শহিদ হয়েছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর চমনলাল, গার্ডসম্যান দীনানাথ ও বিএসএফের ৮৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ান ভগৎসিং গুরুং।শহিদ বীরদের যথাযথ সম্মান এবং শ্রদ্ধা জানাতে সীমান্ত চেতনা মঞ্চ ২১ নভেম্বর করিমগঞ্জ শহরের ডাকবাংলো প্রাঙ্গণে অবস্থিত স্থায়ী শহিদ বেদির পদতলে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান এবং করিমগঞ্জ কলেজ ময়দানে শহিদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা প্রদানের আয়োজন করেছে।

সীমান্ত জাগরণ মঞ্চের সহ-সংযোজক প্রদীপ পাঞ্জি ৭১-এর যুদ্ধে শহিদ বীর সেনানীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে এনেছিলেন। সব শুনে প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানে স্বশরীরে উপস্থিত থেকে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। সে অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে ওইদিনের শহিদ সম্মান ও শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য সীমান্ত জাগরণ মঞ্চের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী ২১ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় শহিদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে কথা দিয়েছেন, জানান সীমান্ত চেতনা মঞ্চের রাজ্য উপ-সভানেত্রী মহেশ্বতা চক্রবর্তী। শহিদ মেজর চমনলাল, শহিদ গার্ডসম্যান দীননাথ এবং বিএসএফের ৮৭ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ান ভগৎসিং গুরুঙের পরিবারের সদস্যদের এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৭১-এর যুদ্ধে ভারতীয় সেনার গৌরবময় পরাক্রমের শৌর্যগাঁথা সম্বন্ধে নব ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে অবগত করতেই সীমান্ত চেতনা মঞ্চ এই উদ্যোগের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান মহেশ্বতা চক্রবর্তী।

তিনি জানান, এদিন সকালবেলা প্রথমে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে বীর শহিদদের প্রতি গার্ড অব অনার প্রদান করা হবে। মূল অনুষ্ঠান হবে করিমগঞ্জ কলেজের মাঠে। ''বলিদানীয় কি শ্রদ্ধাঞ্জলি কার্যক্রম'' শীর্ষক অনুষ্ঠানে শহিদ মেজর চমনলাল, গার্ডসম্যান দীননাথ এবং বিএসএফ জওয়ান ভগৎসিং গুরুং সহ বরাক উপত্যকার নয়জন বীর শহিদের প্রতিও এদিন শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবে সীমান্ত চেতনা মঞ্চ। সেই সঙ্গে মঞ্চের পক্ষ থেকে শহিদ পরিবারের সদস্যদেরও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। অনুষ্ঠানের আগের দিন অর্থাৎ ২০ নভেম্বর সন্ধ্যায় করিমগঞ্জ জেলা সহ বরাক উপত্যকার প্রতিটি ঘরে শহিদদের উদ্দেশ্যে প্রদীপ প্রজ্বলনের আহ্বান জানান সীমান্ত চেতনা মঞ্চের রাজ্য উপ-সভানেত্রী মহেশ্বতা। শহিদ বীর সৈনিকদের উদ্দেশ্যে আয়োজিত শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গীন সুষ্ঠ, সুন্দর ও সার্থক করে তুলতে সর্বস্তরের জনগনের ঐকান্তিক সাহায্য সহযোগিতাও কামনা করেছেন তিনি।

শিলচর প্রেস ক্লাবের অনুষ্ঠান ১৬ নভেম্বর

শিলচর (অসম), ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : ন্যাশনাল প্রেস ডে উপলক্ষ্যে আগামী ১৬ নভেম্বর মঙ্গলবার শিলচর প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠান হবে মধ্যশহর সাংস্কৃতিক সমিতির নীচতলা ভবনে। শুরু হবে বেলা দুটোয়। এদিন বিভিন্ন কার্যসূচির মধ্যে রয়েছে এক আলোচনা সভা। প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার এ বছর নির্ধারিত থিম অনুযায়ী আলোচনার বিষয় রাখা হয়েছে, ''গণতন্ত্রের প্রহরী হিসেবে নিবেদিত প্রাণ যারা, এই সংবাদ মাধ্যমের জন্যে আতঙ্কিত কারা?'' এই বিষয়ের ওপর বক্তব্য উপস্থাপন করবেন বিশিষ্টজনেরা। অনুষ্ঠানে কয়েকজন বরিষ্ঠ সাংবাদিককে কর্মক্ষেত্রে তাঁদের অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা জ্ঞাপন করা হবে। যাঁদের সম্মাননা পরদান করা হবে তাঁরা, মহুয়া চৌধুরী, তমোজিৎ ভট্টাচায।

ত্রিপুরাবাসীর জন্য বড়সড় উপহার

১ লক্ষ ৪৭ হাজার বাসিন্দাকে দেওয়া হল প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর (হি.স) : ত্রিপুরাবাসীর জন্য বড়সড় উপহার নিয়ে হাজির হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ত্রিপুরার প্রায় ১ লক্ষ ৪৭ হাজার বাসিন্দার হাতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা তুলে দিলেন মোদী। প্রধানমন্ত্রীর দফতর সূত্রের খবর, রবিবার ত্রিপুরার ১ লক্ষ ৪৭ হাজার বাসিন্দা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মোট ৭০০ কোটি টাকা পেয়েছেন। পুরভোটের ঠিক আগে আগে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রাপকদের হাতে এই টাকা তুলে দিয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভিডিও কনফারেন্সে মোদী বলেন,''আজ ত্রিপুরা এবং গোটা উত্তরপূর্ব ভারতে বদলের হাওয়া বইছে। আজ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা দেওয়ার মাধ্যমে ত্রিপুরার স্বপ্নকে নতুন দিশা দেওয়া হল।''

বস্তুত, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী নাগরিকদের পাকা বাড়ি তৈরির টাকা দেয় সরকার। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে এই টাকা দেওয়া হয়। মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার আগে এই প্রকল্পটি চলত ইন্দিরা আবাস যোজনা নামে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রকল্পের নাম বদলান। ত্রিপুরায় যে সময় এই টাকা দেওয়া হল, সেটা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে বিরোধীরা। তাঁদের দাবি, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা এভাবে দেওয়াটা পুরভোটকে প্রভাবিত করবে।

সিবিআই, ইডি-র প্রধানদের মেয়াদ বাড়ছে, দুই থেকে পাঁচ বছর করতে অধ্যাদেশ আনল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর (হি.স) : দুই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কর্তার মেয়াদ বাড়াতে উদ্যোগী হল কেন্দ্রীয় সরকার। সিবিআই ও ইডির ডিরেক্টদের মেয়াদ দু'বছর থেকে বেড়ে হতে চলেছে পাঁচ বছর। রবিবার এক অধ্যাদেশ জারি করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

সম্প্রতি ইডি-র ডিরেক্টর সঞ্জয়কুমার মিশ্রের মেয়াদ বাড়ানো নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সঞ্জয়ের মেয়াদ বাড়ানো হবে কি না, তা নিয়ে চলছিল জল্পনা। তারই মধ্যে কেন্দ্র এই অধ্যাদেশ আনায় মনে করা হচ্ছে সঞ্জয়ের কার্যকাল বেড়ে যেতে পারে।

বেশ কিছু দিন ধরেই নীরব মোদী, মেহুল চোকসি, বিজয় মালিয়াদের দেশে ফেরানোর চেষ্টা চলছে। পশ্চিমবঙ্গের সারদা-নারদ থেকে কয়লা-কাণ্ড নিয়েও সক্রিয় ইডি। কংগ্রেস-সহ প্রায় সমস্ত বিরোধী নেতার বিরুদ্ধেই তদন্ত চলছে। এই পরিস্থিতিতে ইডি-র ডিরেক্টরের পদে সঞ্জয়কে রাখতে সচেষ্ট ছিল নরেন্দ্র মোদী সরকার।

২০১৮-য় ইডি-র ডিরেক্টর পদে দু'বছরের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল সঞ্জয়কে। গত বছর তাঁর মেয়াদ এক বছর বাড়ানো হয়। তার জন্য ২০১৮-র নিয়োগের পুরনো নির্দেশিকায় সংশোধন করে দু'বছরের জন্য নিয়োগকে তিন বছর করা হয়। এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলাও হয়। সম্প্রতি সেই মামলার শুনানিতে সরকারের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলা হয়, গুরুত্বপূর্ণ তদন্ত শেষ করতেই মিশ্রর মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। এর পরে সুপ্রিম কোর্ট তদন্ত শেষ করার স্বার্থে অবসরের পরেও যুক্তিসঙ্গত সময়ের জন্য মেয়াদ বাড়ানো যেতেই পারে বলে রায় দেয়। একই সঙ্গে জানায়, এর পর আর মেয়াদ বাড়ানো যাবে না। এ বার অধ্যাদেশ এনে মেয়াদ বাড়ানোর ফলে সঞ্জয় ওই পদে আরও দু'বছর থাকতে পারবেন বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

জহরলাল নেহেরুর জন্মবার্ষিকীর কংগ্রেসের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। ছবি ঃ নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ডেঙ্গু-এর প্রভাব বাড়ছে

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া কিংবা ক্যান্সার জাতীয় কোন অসুখের উপসর্গ মাত্র। সিংহভাগ জ্বরই ভাইরাস সংক্রামিত এবং তা চিকিৎসা না করালেও ভাল হয়ে যায়। ভাইরাসবাহিত জ্বর সাধারণত ৫ থেকে ৮ দিন স্থায়ী হয়। ব্যাকটেরিয়া সংক্রমিত জ্বর সারাতে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হয়। সময়মতো কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা না করালে এ জ্বর দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। তবে জ্বর যদি ৩ সপ্তাহের চেয়ে বেশি স্থায়ী হয় তবে তাকে বলা হয় পি. ই উ. ও (পাইরেক্সিয়া অব আননোন অরিজিন)। জ্বরকে ইংরেজিতে পাইরেক্সিয়া বা ফিভার বলা হয়। যক্ষ্মা, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, হৃদপিণ্ডের ভালভে প্রদাহ, শরীরের কোনো জায়গায় পুঁজ জমে যাওয়া, লিম্ব গ্র্যান্ড বা গ্রন্থির ক্যান্সার, লিউকেমিয়া কিংবা রক্তকণিকার ক্যান্সারের কারণে জ্বর ৩ সপ্তাহের চেয়েও বেশি স্থায়ী হতে পারে।

জ্বরের কোন সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই। তবে শরীরের তাপমাত্রা যদি ৯৯.৯ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৩৭.৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) এর বেশি হয় তাকে জ্বর বা ফিভার বলা হয়। সারাদিন রাতে মানুষের শরীরের তাপমাত্রা, কখনও স্থির থাকে না। সকালের দিকে তাপমাত্রা কিছুটা কম থাকে এবং বিকাল চারটা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে স্বাভাবিক মানুষের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পায়।

জ্বর মাপতে হয় থার্মোমিটার দিয়ে। সাধারণত মুখগহ্বর বা পায়ুপথে থার্মোমিটার রেখে জ্বরের তীব্রতা মাপা হয়। বগলে কখনো তাপমাত্রা মাপা উচিত নয়, কারণ বগলের তাপমাত্রা কখনো অন্তস্থ তাপমাত্রা সঠিকভাবে নির্দেশ করতে পারে না। মুখগহ্বরের তাপমাত্রা পায়ুপথের তাপমাত্রা থেকে ০.৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট কম হয়।

জ্বরের কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। বেশির ভাগ জ্বরেরই কারণ খুঁজে বের করা কঠিন। কারণ অজ্ঞাত থাকার জন্য চিকিৎসা নিয়েও বিভ্রান্তি । তবে জ্বর দীর্ঘস্থায়ী হলে বিস্তৃত ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা যায়। জ্বর এ মাপের ও বেশি স্থায়ী হলে টিবি কিংবা কালাজ্বরের কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

ডেঙ্গু ঃ মাত্র ক'বছর আগেও বাংলাদেশে এই রোগটি ছিল অপরিচিত। কিন্তু এই ভাইরাস পরিবাহিত রোগটি ইদানীং সব মানুষের কাছে একটি আতঙ্ক হয়ে দেখা দিয়েছে। ডেঙ্গু একটি ভাইরাস সংক্রামিত রোগ। এ পর্যন্ত চার প্রকারের ভাইরাস শনাক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো ডেন ১, ২, ৩ ও ৪। এডিস অ্যাজেপটি নামের এক প্রকার মশার কামড় থেকে এ রোগটি বিস্তৃতি লাভ করে। এ রোগের সুপ্তিকাল ২-৭ দিন।

উপসর্গ অনুযায়ী ডেঙ্গুকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। * উপসর্গবিহীন ডেঙ্গু জ্বর, * ডেঙ্গু ফিভার, * ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার।

এই তিনটি পর্বের মধ্যে ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার হলো সবচেয়ে মারাত্মক। এর থেকে রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে। হিমোরেজ কথার অর্থ হলো রক্তক্ষরণ। প্রথম পর্বের ডেঙ্গুতে তেমন কোন উপসর্গই থাকে না। রোগী বুঝতেই পারে না, তখন যে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলো আর কখনইবা রোগটি ভাল হয়ে গেল।

ডেঙ্গু ফিভার ঃ জ্বর দিয়ে এই পর্বের ডেঙ্গু প্রথম শুরু হয়। জ্বরের সাথে যেসব উপসর্গ দেখা দেয় সেগুলো হলো ঃ * মাথা ব্যথা, * শরীর ব্যথা, * ত্বকের মধ্যে লালচে ফুস্কুরি ওঠা * চোখের পেছনে ব্যথা।

এই অসুখে রক্তের শ্বেতকণিকা এবং প্ল্যাটিলেট বা অণুচক্রিকার সংখ্যা কমে দেয়। তাই অনেক সময় ডেঙ্গুকে ব্রেক বোন ফিভার বা হাড়ভাঙা জ্বর বলা হয়। অনেক সময় ডেঙ্গুতে দুই বার রোগীর জ্বর হতে পারে। দেখা গেল মাঝখানের দু'তিন দিন রোগীর কোন জ্বরই নেই। সাধারণত চতুর্থ এবং পঞ্চম দিন অনেক রোগীর দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়ে যায়। এরপর ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম দিন থেকে দেহের তাপমাত্রা দ্বিতীয় বারের মতো আবার বাড়তে শুরু করে। ডেঙ্গু জ্বর একদম ভাল হয়ে যাওয়ার পরও রোগী পরবর্তী দু'তিন সপ্তাহ অতিরিক্ত অবসাদে ভুগে থাকে।

ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিচার ঃ ডেঙ্গু জ্বরের উপসর্গের সাথে ত্বকের নিচে রক্তপাত, নাক অথবা দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্তপাত অথবা পাকস্থলি থেকে রক্তপাত হলে তাকে হিমোরেজিক ডেঙ্গু বলা হয়। এসব রোগীর হাতে ব্লাড প্রেসার মাপার সময়, যদি প্রেসার বাড়িয়ে বস্তুটি পাঁচ মিনিট যথাস্থানে রেখে দেওয়া হয় তবে ত্বকের নিচে তাৎক্ষণিকভাবে ছোট ছোট রক্তপাত দৃশ্যমান হয়। এটি রোগ শনাক্তকরণের একটি পদ্ধতি। একে বলাহয় পজেটিভ টরনিকুয়েট টেস্ট। এছাড়া ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারে রক্তে প্ল্যাটিলেট বা অণুচক্রিকার সংখ্যা এক লাখের নিচে নেমে যায়। স্বাভাবিক একজন মানুষের রক্তে দেড় থেকে তিন লাখের মতো অণুচক্রিকা থাকে। ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারের আরেকটি জটিলতা হলো রক্তনালি থেকে রক্তের জলীয় অংশ বা প্লাজমা টিস্যুতে বের হয়ে আসা। এতে শরীরের বিভিন্ন স্থানে যেমন বুক বা পেটে জল জমে যেতে পারে। প্লাজমা স্বল্পতার জন্য রক্তের ঘনত্ব বেড়ে যায়। রক্তকণিকার আপেক্ষিক ঘনত্ব বেড়ে যাওয়াকে বলা হয় হাই হিমাটোক্রিট। ডেঙ্গু হিমোরেজিক কিভাবে সাধারণত হিমাটোক্রিট স্বাভাবিকের চেয়ে ২০ শতাংশ বেড়ে যায়।

ডেঙ্গু শক সিনড্রোম ঃ ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারের সাথে রোগীর যদি নিম্নলিখিত উপসর্গগুলো থাকে তবে তাকে বলা হয় ডেঙ্গু শক সিনড্রোম। এটি হলে ডেঙ্গু রোগীর সবচেয়ে মারাত্মক লক্ষণ। যেসব উপসর্গগুলো দেখলে বুঝা যায় রোগীর ডেঙ্গু শক বা অভিঘাত হয়েছে সেগুলো হলো ঃ * অস্থিরতা, * দ্রুত এবং দুর্বল নাড়ি গতি * রক্তচাপের সিস্টোলিপ ও ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসারের ব্যবধান যদি ২০ মিলিমিটার অব মারকারির চেয়ে কমে যায়। সাধারণত এ ব্যবধান ৪০ মিলিমিটার অব মারকারির মতো হয়ে থাকে। * হাত-পা যদি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ডেঙ্গু রোগের তিনটি ধাপ রয়েছে। এগুলো হলো ঃ * ফেবরাইল বা জ্বরকালীন সময় --- ১-৭ দিন, * অ্যাফেবরাইল ফেইস বা জ্বর সেরে যাওয়ার অব্যাহতি সময় ২-৩ দিন, * কনভ্যালেসেন্ট ফেইস বা রোগমুক্তিকাল-৭-১০ দিন।এই তিনটি ধাপের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক সময় হলো দ্বিতীয় ধাপ বা অ্যাফেবরাইল ফেইস। জ্বর ভাল হয়ে যাওয়ার পর দুতিনদিন এই স্তরটি স্থায়ী হয়। ডেঙ্গু জ্বরের প্রায় সব রকমের জটিলতা এই সময়টিতে শুরু হয় এবং তা কখনো কখনো রোগীর মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারকে ৪টি গ্রেডে ভাগ করা হয়। গ্রেড-১ ঃ এই পর্যায়ে রোগীর জ্বরের সাথে মাথাব্যথা, শরীর ব্যথা, চোখ ব্যথা এবং শরীরে ফুস্কুরি দেখা দেয়। রক্তে প্ল্যাটিলেটের সংখ্যা এক লাখের নিচে নেমে যায়। গ্রেড -২ ঃ গ্রেড ওয়ানের উপসর্গগুলোর সাথে যদি রক্তপাত দৃশ্যমান হয় তবে তাকে বলা হয় গ্রেড টু ডেঙ্গু জ্বর। গ্রেড -৩ ঃ এ পর্যায়ে রোগীর নাড়ি গতি চঞ্চল হয় এবং ব্লাড প্রেসার কমে যায়।

স্মরণ শক্তি বাড়ানোর কিছু বৈজ্ঞানিক কৌশল

আমরা অনেক সময় অনেক কিছু মনে রাখতে পারি না, ভুলে যাই। বিশেষ করে বাজারে গেলে বা কোনো কিছু কিনতে গেলে এমন ঘটনা প্রায়শই ঘটে থাকে। কারো ক্ষেত্রে কম, কারো ক্ষেত্রে বেশি। সবার মনে রাখার ক্ষমতা বা স্মরণশক্তি এক রকম থাকে না। আমরা গ্রিক বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে এ তথ্য পাই যে মানুষের মস্তিষ্কের ১৪ বিলিয়ন স্নায়ুকোষ একে অপরের সাথে সংযুক্ত হয়ে একটা ইলেকট্রো কেমিক্যাল চক্র তৈরি করে, একে এনগ্রাম বলে। প্রতিটা এনগ্রাম এর পথই হল স্মরণশক্তি। জেনেটিক বিজ্ঞানীরা বলেন, পিতামাতার স্মরণশক্তি বা মেধাশক্তি বেশি থাকলে সন্তানরাও সে রকম হয়। এজন্য স্মরণশক্তির বংশগতির বৈশিষ্ট্যের একক জিনের ওপর শতকরা ৬০ ভাগ নির্ভরশীল। বাকি ৪০ ভাগগ পরিবেশ, পুষ্টিকর খাদ্য ও মস্তিষ্কের চর্চার ওপর নির্ভর করে। গবেষকদের মতে, কোনো শিশু কম বুদ্ধি বা কম স্মরণশক্তিসম্পন্ন জিন বহন করলেও ভালো পরিবেশের কল্যাণে বালো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে। সুতরাং সহায়ক পরিবেশ পেলে এবং মস্তিষ্কের কিছু চর্চা করলে স্মরণশক্তি বাড়ানো সম্ভব। জেনে নিন স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করার কিছু কৌশল।

আয়ুর্বেদিক উপায় —

প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় স্মরণশক্তি বৃদ্ধির বেশ কিছু উপায় রয়েছে। যেমন কচি বেলপাতা খাঁটি ঘিয়ে ভেজে খেলে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। আবার ব্রাহ্মী শাক এমন একটি ভেষজ উপাদান, যা স্মরণশক্তি বৃদ্ধির নানা ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

মস্তিষ্ককে সজীব করার একটি আয়ুর্বেদিক উপায় হল দশটি কাঠ বাদাম, দুটি ছোট সাদা এলাচ, দুটি শুকনো খেজুর একটি মাটির পাত্রে আগের দিন জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন সকালে বাদামের খোসা ছাড়িয়ে, এলাচের দানা বের করে শুকনো খেজুরের বিচি বের করে এক সাথে ৩০ গ্রাম চিনির সাথে মিহি করে বেটে নিতে হবে। এ মিশ্রণ ২৫ গ্রাম মাখনের সাথে মিশিয়ে প্রতিদিন খেলে মস্তিষ্ক সজীব থাকে এবং স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়।

ব্যায়াম করুন --- জানেন কি নিয়মিত ব্যায়াম স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে? বিশেষ করে অ্যারোবিকস ব্যায়াম এক্ষেত্রে বেশি সহায়ক। তালে তালে নির্দিষ্টভাবে ব্যায়াম করতে হয় বলে তা মস্তিষ্কের চর্চারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পদ্ধতি মেনে রাখতে মস্তিষ্ক চাপ প্রয়োগ হয়।

ফলে স্মরণশক্তি স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। আবার যোগব্যায়ামও স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যোগব্যায়ামের কিছু আসনে মস্তিষ্ক পূর্ণ বিশ্রাম পায়। ফলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং মনে রাখার ক্ষমতা বেড়ে যায়।

পুষ্টিকর খাবার খান —

পুষ্টিকর খাবার স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে অনেকাংশে সাহায্য করে। মাতৃগর্ভে থাকার সময় শিশুর মস্তিষ্ক গঠনে বিশেষ কিছু উপাদানের প্রয়োজন হয়. গর্ভবতী মা যদি পুষ্টিকর খাবার খান তাহলে মস্তিষ্ক যথাযথভাবে গঠিত হয়। আমিষ ও স্নেহজাতীয় খাবার এব্যাপারে সাহায্য করে। সয়াবিন, দুধ, যকৃত, বাদাম, মাখন ইত্যাদিতে রয়েছে বিশেষ উপাদান কোলিন। সাইনাপসে তথ্য আদান প্রদানের অন্যতম মাধ্যম হচ্চে কোলিন। কাবার থেকে এই উপাদান পাওয়া যায় ব লে স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে পুষ্টিকর খাবারের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

মনোযোগ দিন — কোনো বিষয় মনোযোগ দিয়ে শিখলে বিষয়টি মনে রাখা সহজ হয়। তাই কোনো পড়া বা কাজ শেখার সময় যথেষ্ট মনোযোগ দিন। মনোযোগ একটি মানসিক প্রক্রিয়া। তাই এর চর্চা করলে সহজেই স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব। মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দিন — মস্তিষ্কে চাপ প্রয়োগ করে বা জোর করে মনে করার চেষ্টা করার পরও যদি কিছু মনে না প ড়ে তাহলে মস্তিষ্কে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিন। অন্য কিছু ভাবুন বা ওই প্রসঙ্গ থেকে একেবারেই সরে আসুন। এতে কিছুক্ষণ পর প্রয়োজনীয় বিষয়টি নিজে থেকেই মনে পড়ে যাবে। কোনো কিছু স্মরণ করার জন্য এ পদ্ধতিটি বেশ কার্যকর।

শুনুন, পড়ুন এবং লিখুন --- কোনো কিছু শেখার সময় বিষয়টি অন্যের কাছ থেকে শুনলে মনে রাখা সহজ হয়। এ কারণেই ক্লাসে শিক্ষকের লেকচারশুনলে বি ষয়টি সহজেই আত্মস্থ করা যায় এবং মনে রাখা যায়। তাই কোনো কিছু পড়ার সময় জোরে জোরে কয়েকবার পড়ুন এতে মনে রাখা সহজ হবে। পড়ার পর তা লিখলে আমাদের মস্তিষ্ক তার একটি ছবি তৈরি করে ফেলে। ফলে বিষয়টি তুলনামূলক সহজে মনে পড়ে যা তাই কোনো কিছু পড়ার পর তা লেখার অভ্যাস করুন।

রোগ নির্ণয়ে সংকোচ করবেন না

চিকিৎসকের কাছে কিছু গোপন করবেন না। তিনি আপনার প্রয়োজনীয় শারীরিক ও রক্ত পরীক্ষা করে বলে দেবেন এর কারণ। একাধিক রক্ত পরীক্ষার কথা চিকিৎসক বললে ঘাবড়ে যাবেন না। কারণ টেসটোসটেরন মাত্রা দিনভেদে বা একই দিনে সময়ভেদে তারতম্য ঘটে।

চিকিৎসক ও আপনি

চিকিৎসককে সব কিছু বলুন। হতে পারে যা আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে না, সেটাই চিকিৎসকের কাছে একটি জরুরি তথ্য। আপনার অতীত ও বর্তমানের সব রোগের কথা বলুন। শৈশবের কোনো রোগ যেমন মাম্পস আপনার আজকের এ অবস্থার জন্য দায়ী হতে পারে। যে সব ওষুধ যা ইদানীং খেয়েছেন তা জানান। আপনার এ সমস্যা কোনো ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে হতে পারে।

পারিবারিক বা অন্তঃসম্পর্কের সমস্যা যেমন যৌন সমস্যা বা খিট খিটে মেজাজ ইত্যাদির কথা চিকিৎসককে বলুন।

জীবনে কোনো বড় পরিবর্তন এসে থাকলে তার কথা জানান। যেমন ডিভোর্স, বিয়ে ইত্যাদি।

দাদা / দাদির বা নানা / নানির পরিবারের কোনো সদস্যের জেনেটিক সমস্যা থাকলে তা জানান।

মানসিক সমস্যায় ভুগলে তা খুলে বলুন। শারীরিক পরীক্ষা: লজ্জা পাবেন না। আপনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন পেশাজীবীর সাহায্য নিচ্ছেন ভয়ের কিছুঞ নেই। চিকিৎসককে আপনার দেহে লোম ও চুলের পরিমাণ দেখতে দিন।

স্তন, প্রোস্টেট পরীক্ষায় সহায়তা করুন। শুক্রাশয়ের আকার এবং স্থিতিস্থাপকতা দেখতে দিন। অন্ডকোষ ও পুরুষাঙ্গের কোনোসমস্যা আছে কিনা তা দেখতে দিন।দৃষ্টিশক্তির ভিজ্যুয়াল ফিল্ড টেস্ট করান। দেহের পেশী ও চর্বির পরিমাণ দেখতে দিন। অন্যান্য যা যা চিকিৎসক চান সেভাবে তাকে আপনার দেহ পীক্ষা সহায়তা করুন।

চিকিৎসা না করালে যা হবে

সময়মতো উপযুক্ত চিকিৎসা না নিলে বন্ধ্যাত্ব, হৃদরোগের ঝুঁকি ও হাড়ের ক্ষয় হতে পারে। সেই সঙ্গে লক্ষ্মণসমূহের স্থায়ীত্ব তো বোনাস পাওনা। স্বাভাবিক টেসটোসটেরন যুক্ত পুরুষের তুলনায় কম টেসটোসটেরন যুক্ত পুরুষ ৩৩ শতাংশ বেশি মৃত্যু ঝুঁকির সম্মুখীন হন।

কম টেসটোসটেরনজনিত যৌন ইচ্ছা কমে যাওয়া, যৌন দুর্বলতা ও মানসিক পরিবর্তনগুলো বুঝতে পারেন না। যা পরবর্তীতে তাদের পেশীর পরিমাণ হ্রাস , হাড়ের ঘনত্ব কমিয়ে সার্বিক দৈহিক শক্তিমত্তায় বিরূপ প্রভাব ফেলে। মানসিক স্বাস্থ্যেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তবে কেউ যদি ৪৫ বছর বয়সে তার ২৫ বছর বয়সের দৈহিক সক্ষমতা পুরুদ্ধারের জন্য টেসটোসটেরন বাড়াতে চান, তা সম্ভব নয়। একইসঙ্গে রক্তে টেসটোসটেরন বাড়াবার ওষুধ প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করা বিপদজ নক।

রক্তে কম টেসটোসটেরন, ঠিক কতটা কম? সমাজে এমন বহু পুরুষ আছেন যারা জানেন না তাদের রক্তে টেসটোসটেরন মাত্রা কম। এমনিতেই বৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের টেসটোটেরন মাত্রা কমতে থাকে। ৫০ বছরের উর্ধ্বে ৩০ শতাংশের পুরুষের রক্তে ২৫০ ন্যানোগ্রাম/ ডেসিলিটারের কম টেসটোসটেরন পাওয়া গেছে এক গবেষণায়। কম টেসটোসটেরন বলাতে তাই এর উপরের সীমা আছে ৩০০ ন্যানোগ্রাম / ডেসিলিটার। কিন্তু নিচের কোনো সীমা নেই।রক্তে টেসটোটেসটেরন কমলে যা করবেন উপরের লক্ষণগুলো দেখে যদি সন্দেহ করেন আপনার টেসটোসরেটন কম থাকতে পারে তবে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি কারণ খুঁজে দেখবেন। কারণটির চিকিৎসা আগে শুরু করবেন। যেমন, যদি ডায়াবেটিসের জন্য টেসটোসটেরন কমে গিয়ে থাকে, তবে প্রথমে ডায়াবেটিসের চিকিৎসাকে গুরুত্ব দেবেন। কাজেই চিকিৎসককে রক্তে টেসটোসটেরন বাড়ানোর ওষুধের জন্য পীড়াপীড়ি করবেন না। টেসটোসটেরন স্বল্পতার চিকিৎসার নীতিমালা প্রথমেই টেসটোসটেরন বাড়ানোর ওষুধ দেওয়া বিরোধী। আপনি চটকদার বিজ্ঞাপন বা বিভিন্ন হারবাল ওষুধের কথা প্রচার মাধ্যমে দেখতে পাবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, এসব সহজলভ্য ওষুধের গুণগত মানের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়নি। ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল যেকোনো ওষুধ সেবনকারীর স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। আপনার মূল্যবান যৌন জীবনের নিরাপত্তা ঝুঁকি নেবেন না।

ক্যালোরি গ্রহণ কমালে কি আয়ু বাড়বে?

ক্যালোরি গ্রহণের মাত্রা কমালে তা বার্ধক্যজনিত রোগ ব্যধির ঝুঁকি কমায়। এমনকি তা মানুষের আয়ু বাড়াতেও সহায়ক হতে পারে। সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে এমন তথ্য জানা যায়। গবেষকরা জানান, দুই বছরের জন্য দৈনিক ক্যালোরি গ্রহণের পর ১৫ শতাংশ কমিয়ে আনলে মানুষের পরিপাক ক্রিয়াও ধীরগতি লাভ করে। এর ফলে দেশের শক্তি অপচয় এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হ্রাস পায়। অক্সিডেটিভ স্ট্রেস প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মূলত কোষ ধ্বংস হয়। আর এই ধীরগতিতে পরিপাক ক্রিয়া ও অক্সিডেটিভ স্ট্রেসহ হ্রাস ডায়াবেটিস ক্যানসারের মতো বিভিন্ন বার্ধক্যজনিত রোগের ঝুঁকিও কমাতে সহায়ক।

গবেষকরা ৫৩ জন পূর্ণবয়স্ক মানুষের উপর ক্যালোরির প্রভাব পরীক্ষা করেন। এদের প্রথমে দুই দলে ভাগ করা হয়। একদলকে স্বাভাবিক পরিমাণের ক্যালোরিগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়, অপর দলের জন্য ক্যালোরি গ্রহণে মাত্রা নির্দিষ্ট করে দেন গবেষকরা।

দুই বছর পর তাদের পরীক্ষাগারে হাজির করা হয়। দেখা যায়, যারা ক্যালোরি কম গ্রহণ করেছেন তারা গড়ে ২০ পাউন্ড করে ওজন হারিয়েছেন। তাছাড়া স্বাভাবিকের তুলনায় তারা দৈনিক ৮০ থেকে ১২০ ক্যালোরি কম খরচ করছেন।

গবেষকদের মতে, ধীরগতির পরিপাকক্রিয়ার কারণেই অন্যদের তুলনায় কার্যকরী উপায়ে তারা ক্যালোরি খরচ করতে পারছেন। পাশাপাশি তাদের অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের হার কমে গেছে।

গত দু'বছরে তাদের মধ্যে হজম সংক্রান্ত রোগ কমক দেখা দিয়েছে। রক্তস্বল্পতা বাহাড়ের ক্ষয়রোগও দেখা দেয়নি কারো। নারীদের মধ্যে মাসিকের তেমন কোনো অস্বাভাবিকতা ঘটেনি।

গবেষকরা বলেন, তুলনামূলক কম ক্যালোরি গ্রহণ মানুষের মধ্যে রোগ ব্যাধির ঝুঁকি কমিয়েছে এটা সত্যি, কিন্তু মাত্র দুই বছরে প্রাপ্ত তথ্য এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য যথেস্ট নয়।ভবিষ্যতে এবিষয়ে আরওঅনেক গবেষণার। প্রয়োজন।

ক্যালোরি গ্রহণের সঙ্গে মানুষের আয়ুর সম্পর্ক বিষয়ক গবেষণাটি পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্রের লুসিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটির বায়োমেডিকেল রিসার্চ সেন্টারের গবেষকরা। 'সেল মেটানোলিজম' শীর্ষক গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করে জার্নাল 'সায়েন্স ডাইরেক্ট'।

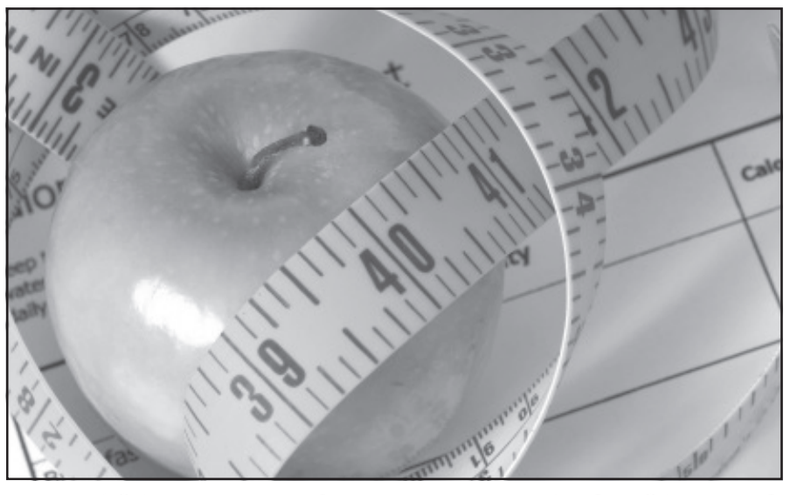

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষ্যে আগরতলায় র‍্যালি। ছবি ঃ নিজস্ব।

সাংবাদিককে অপহরণ করে খুন বিহারে, দগ্ধ দেহ উদ্ধার

পটনা, ১৪ নভেম্বর (হি.স) : এক সাংবাদিক তথা সমাজকর্মীর দগ্ধ দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বিহারের মধুবনীতে। মৃতের নাম বুদ্ধিনাথ ঝা ওরফে অবিনাশ ঝা (২২)। শুক্রবার তাঁর দেহ উদ্ধার হয়েছে পাশের গ্রাম বেতুনের কাছে জাতীয় সড়কের উপর।

পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন বুদ্ধিনাথ। তাঁকে শেষবারের মতো দেখা গিয়েছিল ওই দিন রাত ১০টায় স্থানীয় একটি বাজারে। পেশায় সাংবাদিক বুদ্ধিনাথ ছিলেন একজন সমাজকর্মীও। স্থানীয় একটি সংবাদমাধ্যমে কাজ করতেন তিনি। সম্প্রতি ফেসবুকে মেডিক্যাল ক্লিনিক নিয়ে একটি পোস্ট করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল ওই ক্লিনিকগুলি ভুয়ো।সেই ফেসবুক পোস্টের পর থেকেই বুদ্ধিনাথের কাছে লাখ লাখ টাকার প্রস্তাব আসে। শুধু তাই নয়, হুমকি ফোনও আসতে শুরু করে বলে অভিযোগ। কিন্তু নিজের কাজে অটল ছিলেন বুদ্ধিনাথ। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁর বাড়ি বেনিয়াপট্টির কাছে থাকা একটি সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে মঙ্গলবার রাত ৯টা নাগাদ বাড়ির সরু গলিতে হাঁটতে হাঁটতে ফোন করছিলেন বুদ্ধিনাথ। তার পর মূল রাস্তায় যান। বাড়ির রাস্তাতেই কিছুটা দূরে তাঁর কাজ করার একটি ঘর ছিল। সেখানেও যেতে দেখা গিয়েছে সাংবাদিককে।

রাত ৯টা ৫৮ মিনিটে তাঁকে ফের বাড়ি থেকে বেরোতে দেখা যায়। গলায় হলুদ রঙের একটা স্কার্ফ জড়ানো ছিল। লোহিয়া চক এবং বেনিয়াপট্টি থানা পেরিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। এক প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি, রাত ১০টা ১০ মিনিটে বুদ্ধিনাথকে স্থানীয় এক বাজারে দেখেন তিনি। শেষ বারের মতো ওই বাজারেই দেখা গিয়েছিল বুদ্ধিনাথকে। তার পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি।

বুধবার সকালে বুদ্ধিনাথকে খুঁজে না পেয়ে বিচলিত হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। বাড়িতে তাঁর মোটরসাইকেল ছিল। ক্লিনিকের দরজা খোলা ছিল। এমনকি যে ল্যাপটপ নিয়ে কাজ করতেন সেটাও তখন চলছিল। ফলে পরিবারের সদস্যরা ভেবে বসেন, হয়তো কাছেপিঠেই কোথাও কাজে গিয়েছেন বুদ্ধিনাথ। কিন্তু দিন পেরিয়ে গেলেও বুদ্ধিনাথের পাত্তা নেই দেখে পরিবারের সদস্যরা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন।

রাজ্যের মুকুটে নয়া পালক, স্কচ গোল্ড অ্যাওয়ার্ড পেল পর্যটন দফতর

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর (হি.স) : কোভিড পরিস্থিতিতে ভালো কাজের স্বীকৃতি পেল রাজ্যের পর্যটন দফতর। আন্তর্জাতিক পুরস্কার স্কচ গোল্ড অ্যাওয়ার্ড পেল তারা। পুরস্কার প্রাপ্তির খবর জানিয়ে টুইট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন সরকারি দফতরগুলিকে উৎসাহ যোগাতে কাজের ভিত্তিতে পুরস্কার দেয় স্কচ নামে একটি বেসরকারি সংস্থা। এর আগেও রাজ্যের বেশ কয়েকটি দফতর এই পুরস্কার পেয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী টুইটে লিখেছেন, 'অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি রাজ্য পর্যটন দফতর করোনা অতিমারির মধ্যেও অসামান্য কাজের জন্য সম্মানজনক স্কচ গোল্ড অ্যাওয়ার্ড জিতেছে। কঠিন পরিশ্রম এবং একাগ্রতার জন্য দফতরের সমস্ত আধিকারিক এবং সদস্যদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আসুন, আরও বড় লক্ষ্যে এগিয়ে চলি আমরা।'

সরকারি পরিষেবা ও জনমতের ভিত্তিতে স্কচ পুরস্কার দেওয়া হয়। অতিমারি পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলি বন্ধ ছিল। মাস কয়েক আগে সেগুলি একে একে খুললেও কোভিড বিধি মেনে চলার উপর জোর দেওয়া হয়। প্রায় প্রতিটি পর্যটন কেন্দ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে করোনা ভ্যাকসিনের ডবল ডোজ কিংবা কোভিড টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হয়। বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে ঢোকার মুখে চেকপোস্ট বসিয়ে নজরদারিও করা হয়। এ ছাড়া পর্যটকদের সুরক্ষার কথা রাজ্য প্রশাসনের আধিকারিকরা হোটেল-লজ স্যানিটাইজ করার উপরও জোর দেন।

টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে স্কচ পুরস্কার, বিস্ফোরক অভিযোগ শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর (হি.স) : করোনা পরিস্থিতিতে ভালো কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ''স্কচ'' পুরস্কার (গোল্ড) পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন দফতর। এবার সেই পুরস্কার নিয়েও খোঁচা রাজ্যের বিরোধী দলনেতার। বিস্ফোরক অভিযোগ করে শুভেন্দু অধিকারী টুইটে লিখেছেন, ''গুরুতর অভিযোগ রয়েছে, এই সমস্ত পুরস্কার টাকার বিনিময়ে কেনা হয়।'' পুরস্কারের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর এই অভিযোগের পর থেকেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে।

রবিবার একটি টুইট করে নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক লেখেন, ''শুনতে পেলাম রাজ্য সরকারের বেশ কিছু দফতর স্কচ পুরস্কার অর্থাৎ সমীর কোচার পুরস্কার পেয়েছে। কিন্তু এই পুরস্কারের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। গুরুতর অভিযোগ রয়েছে, যারাই এই পুরস্কারের জন্য আবেদন করেন, তাদেরকেই পুরস্কৃত করা হয়। এমনকী, এটাও শোনা গিয়েছে, পুরস্কারের অন্তিম পর্বে মহার্ঘ স্টল কিনে বিজ্ঞাপন দিতে হয় আবেদনকারীকে। যত বেশি টাকা খরচ করা সম্ভব, তত বড় বিভাগে পুরস্কার মেলে। উদাহরণ হিসেবে বলি, স্কিল ডেভেলপমেন্ট দফতর ১২ লাখ টাকা খরচ করে স্টল কিনেছে। এরপরই গোল্ড ক্যাটাগরিতে পুরস্কৃত করা হয় এই দফতরকে। আবার কেউ দু'লাখ টাকা দিয়ে স্টল কিনলে মিলবে সিলভার ক্যাটাগরির পুরস্কার। এইসমস্ত সেলের জন্য তৈরি পুরস্কার আসলে ভিত্তিহীন।

বিজিংয়ের রাষ্ট্রদূত বদলাচ্ছে ভারত

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর (হি.স) : বেজিংয়ের রাষ্ট্রদূত বদলাচ্ছে ভারত। অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদ প্রদীপকুমার রাওয়াতকে চিনে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ করছে নয়াদিল্লি। কর্মজীবনের সিংহভাগই তিনি চিন-ভারত সম্পর্ক নিয়ে কাজ করেছেন। সেই প্রদীপকুমারকে সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে বেজিংয়ে নিয়োগ করা নয়াদিল্লির 'মাস্টারস্ট্রোক' পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। বেজিংয়ে নিযুক্ত বর্তমান রাষ্ট্রদূত বিক্রম মিশরি হচ্ছেন বিদেশ সচিব।

১৯৯০ সালের আইএফএস আধিকারিক প্রদীপকুমার রাওয়াত। কর্ম জগতে চিন বিশেষজ্ঞ হিসেবেই পরিচিত। বিদেশমন্ত্রকের দপ্তরে কান পাতলেই শোনা যায়, ভারত-চিন দ্বিপাক্ষিক সমস্যা মেটাতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। পেশাদার জীবনের অধিকাংশ সময়ই বেজিংয়ে অথবা নয়া দিল্লিতে বসে চিন-ভারত সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে কেটে গিয়েছে প্রদীপবাবুর।

১৯৯০ সালের আইএফএস অফিসার দীর্ঘদিন ধরে বিদেশমন্ত্রকের পূর্ব এশিয়া বিভাগের প্রধান ছিলেন। ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নেদারল্যান্ডে রয়েছেন তিনি। ইতিপূর্বে ২০১৪ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত পূর্ব এশিয়ার যুগ্ম সচিব ছিলেন প্রদীপবাবু। তার পর ২০২০ সাল পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়া ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব সামলেছেন। এবার সরাসরি বেজিংয়ে পাড়ি জমাতে চলেছেন মান্দারিন ভাষায় দক্ষ এই কূটনীতিবিদ।

লাদাখ, উত্তরাখণ্ড, অরুণাচল, হিমাচল প্রদেশ চিনের আগ্রাসন বাড়ছে। প্রকৃত নিয়ণ রেখা বরাবার বেড়েছে লালফৌজের আনাগোনা। আলোচনার টেবিলে বসেও স্থায়ী সমাধান বের হচ্ছে না। এমন পরিস্থিতি প্রদীপ রাওয়াতের মতো পোড় খাওয়া কূটনীতিবিদের চিনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হওয়া নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

রাইফেল পরিষ্কারের সময় গুলি ছিটকে জখম এনভিএফ কর্মী

ঝাড়গ্রাম, ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : পরিষ্কার করার রাইফেল থেকে গুলি ছিটকে জখম এনভিএফ কর্মী। রবিবার ঘটনাটি ঘটছে ঝাড়গ্রামর বেলিয়াবেড়া থানায়। এদিন থানার মধ্যে ইনসাস রাইফেল পরিষ্কার করার আচমকাই গুলি ছিটকে পেটে লাগে এনভিএফ কর্মী বিশ্বনাথ দণ্ডপাটের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আনা হচ্ছে কলকাতায়।বছর ২৮-এর বিশ্বনাথ দণ্ড পাট বেলিয়াবেড়া থানার রামপুরা গ্রামের বাসিন্দা। রবিবার বেলিয়াবেড়া থানাতেই ঘটনাটি ঘটে। জখম পুলিশকর্মীকে ঝাড়গ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে তাঁকে কলকাতার সিএমআরআই-তে স্থানান্তর করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

জেলার প্রতিটি থানাতেই একদিন করে রাইফেল পরিষ্কার করা হয়। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, বেলিয়াবেড়া থানায় ইনসাস রাইফেল পরিষ্কার করছিলেন ওই পুলিশকর্মী। সেই সময় হঠাৎই গুলির আওয়াজ পেয়ে চমকে ওঠেন সকলে। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখা যায় বিশ্বনাথ দণ্ডপাটকে। তবে, এর পিছনে অন্য কোনও ঘটনা রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

হাতির তান্ডবের শেষ হওয়ার আগেই গলসীতে জলে নষ্ট পাকা ধান, মাথায় চাষীদের

দুর্গাপুর, ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : ''একেই বলে পাকা ধানে মই।'' হাতির তান্ডবের মাঝেই নিম্নচাপ। আর তার জেরে বৃষ্টিতে পাকা ধান নষ্ট হচ্ছে জমিতে। তাতেই মাথায় হাত পড়েছে শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমানের গলসী-১ নং ব্লকের চাষীদের। কবে যাবে হাতির দল, কাটবে নিম্নচাপ, দুঃশ্চিন্তায় প্রহর গুনছে ক্ষতিগ্রস্ত চাষীরা। তবে চাষের ক্ষতিতে নজর রাখছে গলসী-১ নং ব্লক প্রশাসন ও বন দফতর। ধান উৎপাদনে প্রায়ই দেশের শীর্ষস্থানে থাকে গলসী। দামোদর উপকূলবর্তী সেচের সুবিধা থাকায় বছরে দু-বার ধান চাষ হয়। এছাড়াও শীতকালিন আলু, সব্জি চাষও হয়। চলতিবছর যশ উম্পুনের মত ঘূর্ণী ঝড়ের চোখ রাঙানি থাকলেও বর্ষায় চাষে বৃষ্টির জলের খামতি ছিল না। গলসী-১ নং ব্লক কৃষি দফতর সূত্রে জানা গেছে, চলতি মরশুমে প্রায় ১৭ হাজার ৬০০ হেক্টর জমি আমন ধান চাষ হয়েছে। ভাল চাষ হলেও গত দুদিনের টানা নিম্নচাপের জেরে অনেক চাষীরই মাথায় হাত পড়েছে। ব্লকের শিড়রাই, পারাজ, লোয়া-রামগোপালপুর, লোয়া কৃষ্ণরামপুর, চাকতেঁতুল, রনডিহা, নষ্করবাঁধ, কসবা মানাচর, সোদপুর মানাচর সহ বেশ কিছু এলাকায় ধান চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। একই অবস্থা বুদবুদের কুপুই নদীর তীরবর্তী পান্ডুদহ, বেলেডাঙা এলাকায়। জানা গেছে, ওইসব এলাকায় মুলত কম সময়ের উচ্চফলনশীল প্রজাতি ধান চাষ হয়েছিল। ধান কাটার পরই ওই জমিতে আলু চাষ হয়। সেই মত ধান কাটা শুরু হয়েছিল কিছু জমিতে। আবার কোথাও ধান কাটা পড়ে ছিল। কিন্তু নিম্নচাপের বৃষ্টিতে সেসব পাকা ধানে মই দেওয়ার মত অবস্থা। ধান ভর্তি মাঠ জলমগ্ন। আবার কেথায় জলে নষ্ট পাকা ধান। ক্ষতিগ্রস্থ চাষীরা জানান, ' অনেক আশা নিয়েছিলাম। এবারে ভাল ফলনে মুনাফার আশা দেখব। কিন্তু নিম্নচাপে মুনাফার বদলে চরম ক্ষতি হল এই বৃষ্টিতে। সরকারের কাছে অর্তিক্ষতিপুরনের ব্যাবস্থা করুক।' গলসী-১ নং ব্লক কৃষি আধিকারিক অরিন্দম দানা জানান,' চলতি মরশুমে ব্লকে ১৭ হাজার ৬০০ হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়েছিল। কিছু জমিতে ধান পেকে ছিল। এখনও পর্যন্ত ১০-১৫ শতাংশ ধান কাটা হয়েছে। ক্ষতির পরিমানের তালিকা তৈরী হচ্ছে।' উল্লেখ্য, দিন কয়েক আগেই বাঁকুড়ার সোনামুখীর জঙ্গল থেকে প্রায় ৫০ টি হাতির একটি দল দামোদর পেরিয়ে কৃষি প্রধান গলসীর রামগোপালপুর, শিড়রাই অঞ্চলে ঢুকে পড়ে। তাতেও প্রচুর জমির ধান নষ্ট হয়। যদিও হাতির দলটি আউশগ্রামে রয়েছে। তাদের পুনরায় বাঁকুড়ার জঙ্গলে ফেরানোর মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে বন দফতর। হাতির দলটি ফেরানোর সময় ধান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। গলসী-১ নং ব্লক কৃষি দফতর সূত্রে জানা গেছে, হাতির তান্ডবে এখনও পর্যন্ত প্রায় ২৫০ হেক্টরের মত ধান নষ্ট হয়েছে।

চেয়ারম্যান মিশনের হাত ধরে করিমগঞ্জ- গুয়াহাটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত 'ডে সুপার'-এর যাত্রারম্ভ

করিমগঞ্জ (অসম), ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : রাজ্য পরিবহণ নিগমের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাসের হাত ধরে করিমগঞ্জ জেলাবাসীর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল আজ। রবিবার সকাল সাড়ে ছয়টায় সবুজ পতাকা নেড়ে রাজ্য পরিবহণ নিগম (এএসটিসি)-এর নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান মিশন দাস করিমগঞ্জ-গুয়াহাটি 'ডে সুপার'-এর শুভারম্ভ করেছেন। সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত টু বাই ওয়ান ডিলাক্স ডে সুপার বাসটি প্রতিদিন করিমগঞ্জ থেকে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। করিমগঞ্জ-গুয়াহাটি ডে সুপারের শুভারম্ভ করে নিগমের চেয়ারম্যান মিশন দাস বলেন, মৃতপ্রায় রাজ্যের পরিবহণ বিভাগকে চাঙ্গা করে তুলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। রাজ্যের বিভিন্ন লাভদায়ক সংস্থার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবহণ নিগমের দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত করে মুখ্যমন্ত্রী যে ভরসা দেখিয়েছেন, তার জন্য তিনি ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। মিশন বলেন, রাজ্যের প্রথম তিনটি লাভদায়ক সরকারি সংস্থার মধ্যে পরিবহণ নিগমকে অন্তর্ভুক্ত করাই হবে তাঁর প্রাথমিক কাজ। আর এটাই তাঁর ওপর মুখ্যমন্ত্রীর আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিদান হবে, দাবি এএসটিসি-র নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস।

ডে সুপারের সূচনা উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ছিলেন নিগমের ডিভিশনাল সুপারেনটেনডেন্ট, করিমগঞ্জ শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দেবব্রত সাহা, জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক নির্মল বণিক, বিজেপি শহর মণ্ডল সভাপতি কিশোর দে প্রমুখ।

হাইলাকান্দির খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগের চারটি পরিষেবার সময় নির্ধারণ

হাইলাকান্দি (অসম), ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : রাজ্যের খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ এবং গ্রাহক পরিক্রমা বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত চারটি পরিষেবা প্রদানের সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। ডুপলিকেট রেশন কার্ডের জন্য দরখাস্ত দাখিলের ১৫টি কর্মদিবসের মধ্যে কার্ড ইস্যু করা হবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি কার্ডের জন্য ৩০ টাকা ইউজার চার্জ নেওয়া হবে এবং দশটি নথি সঙ্গে দিতে হবে। এগুলি হল অরিজিনাল রেশন কার্ড, আইডেন্টিটি প্রুফ, সেল্ফ ডিক্লারেশন, অ্যাড্রেস প্রুফ, আধার নম্বর, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, মোবাইল ফোন নম্বর, ফটো, পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্ট, ১০ টাকার ট্রেজারি চালান।

পারিবারিক রেশন কার্ডের জন্য দরখাস্ত জমার দশটি কর্মদিবসের মধ্যে তা ইস্যু করা হবে। এতে কোনও ইউজার চার্জ লাগবে না। তবে নয়টি নথি জমা দিতে হবে। এগুলি হল দরখাস্ত, রেশন কার্ড, অ্যাড্রেস প্রুফ, আইডেন্টিটি প্রুফ, ফটো, সেল্ফ ডিক্লারেশন, মৃত্যুর ক্ষেত্রে ডেথ সার্টিফিকেট, জন্মের ক্ষেত্রে বার্থ সার্টিফিকেট, বিবাহের ক্ষেত্রে ম্যারেজ সার্টিফিকেট এবং নাম সংশোধনের ক্ষেত্রে কোর্ট অ্যাফিডেভিট। রেশন কার্ড ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে দরখাস্ত জমার ২০ দিনের মধ্যে তা ইস্যু করা হবে। এতেও কোনও ইউজার চার্জ লাগবে না। দশটি নথি জমা দিতে হবে। এগুলি হল দরখাস্ত, সেল্ফ ডিক্লারেশন, অরিজিনাল রেশন কার্ড, সদস্যের বার্থ সার্টিফিকেট, ভোটার লিস্টের সার্টিফাইড কপি, খাজনার চালান, রেশন রেশন কার্ডের সারেন্ডার সার্টিফিকেট, অ্যাড্রেস প্রুফ, ইনকাম সার্টিফিকেট, মোবাইল ফোন নম্বর, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং ফটো।

রেশন কার্ডের সদস্যের স্থানান্তরের ক্ষেত্রে দরখাস্তের ১০ দিনের মধ্যে তা ইস্যু করার সংস্থান রয়েছে। এক্ষেত্রে কোনও ইউজার চার্জ লাগবে না। তবে দশটি নথি জমা দিতে হবে। এগুলি হল দরখাস্ত, অরিজিনাল রেশন কার্ড, সেল্ফ ডিক্লারেশন, আইডেন্টি প্রুফ, অ্যাড্রেস প্রুফ, নো অবজেকশন সার্টিফিকেট, ফটো, আধার নম্বর, জমির দলিল, ম্যারেজ সার্টিফিকেট।

এদিকে হাইলাকান্দির সরবরাহ বিভাগ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য তা সব সমবায় সমিতির সচিবদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করতে 'দিয়া' কর্মসূচি শুরু করল চা বাগান মজদুর ইউনিয়ন

নাগরাকাটা, ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর আগামী মঙ্গলবার থেকে খুলে যাচ্ছে স্কুল। দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকায় ড্রপ আউটের আশঙ্কা রয়েছে। এই অবস্থায় সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের স্কুলমুখী করতে এবার এগিয়ে এল সিপিএম প্রভাবিত চা শ্রমিক সংগঠন চা বাগান মজদুর ইউনিয়ন। প্রত্যন্ত চ্যাংমারি চা বাগানের আপার ডিভিশনে রবিবার থেকে 'দিয়া' নামে কর্মসূচি শুরু করলেন সংগঠনের সদস্যরা। এতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অভিজ্ঞ শিক্ষকরা। শুধু স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়াই নয়, আসন্ন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীদের এখন থেকে সপ্তাহে একদিন তাদের বাগানে গিয়ে প্রতিটি বিষয় পড়ানোর সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।

চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল আলম জানান, করোনাকালে চা বাগানের মতো প্রত্যন্ত এলাকার ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার বিরাট ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। তাদের বেশিরভাগই অনলাইনে ক্লাস করার সুযোগ পায়নি। রয়েছে ড্রপ আউটের আশঙ্কা। ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্যই শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়ে এই উদ্যোগ বলে জানান তিনি।

আপার চ্যাংমারিকে ধরে ডুয়ার্সের ১৫টি চা বাগানে এই কর্মসূচি চলছে। নতুন করে প্রকল্পটি চালুর জন্য তরাইয়ের আটটি চা বাগানকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

শিশু দিবসে রোড রেস আয়োজিত হল ডালখোলায়

ডালখোলা, ১৪ নভেম্বর (হি.স) : শিশু দিবস উপলক্ষ্যে লায়ন্স ক্লাব অফ ডালখোলা ইউথের পক্ষ থেকে রবিবার উত্তর দিনাজপুর জেলার রোড রেসের আয়োজন করা হয় রবিবার। এদিন সকালে ডালখোলা পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান তনয় দে, উত্তর দিনাজপুর জেলার ডিপিএসসি চেয়ারম্যান জাভেদ আলম সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা পতাকা নাড়িয়ে তিন কিলোমিটারের এই রেসের সূচনা করেন। ডালখোলা মিঠাপুর সংলগ্ন ৩৪ নং জাতীয় সড়ক থেকে রেস শুরু হয়। লায়ন্স ক্লাব অফ ডালখোলা ইউথের সভাপতি মিনহার আলম জানান, প্রতিযোগিতায় ডালখোলা সহ আশেপাশের বিভিন্ন এলাকার প্রায় ১৮০ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ দিতে ডালখোলার ৩৪ নং জাতীয় সড়কের দু'পাশে সকাল থেকেই প্রচুর মানুষের ভিড় ছিল। ৩৪ নং জাতীয় সড়কের মিঠাপুর থেকে শুরু হয়ে উত্তর ডালখোলা রোড হয়ে ডালখোলা রবীন্দ্র নজরুল সুকান্ত মঞ্চের সামনে এসে রোড রেসের সমাপ্তি হয়।

প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীর ৪৪-তম দ্বি-বার্ষিক অধিবেশন ২১ নভেম্বর

করিমগঞ্জ (অসম), ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীর ৪৪-তম দ্বি-বার্ষিক অধিবেশন ঘিরে জেলা সংশ্লিষ্ট মহলে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। ২১ নভেম্বর রবিবার নিলামবাজারের স্বামী বিরজানন্দ বিদ্যানিকেতন হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে বসবে ওই অধিবেশন।

অধিবেশনে করিমগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীর জেলা সমিতি গঠন করা হবে। সম্মিলনীর জেলা সমিতি গঠনে বিভিন্ন পদে একাধিক দাবিদার রয়েছেন। আগামী দু বছরের জন্য নতুন কর্মসমিতি গঠন করা হবে। আর বিভিন্ন পদের দাবিদাররা নিজ নিজ গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করার জন্য শিক্ষক প্রতিনিধিদের কাছে দাবি তুলে ধরছেন। জেলা পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার পাশাপাশি সরেজমিনেও দেখা করছেন তাঁরা। সভাপতি পদে রয়েছেন দুই দাবিদার। একজন বর্তমান সভাপতি নজমুল হুসেন চৌধুরী। অপরজন বর্তমান কর্মসমিতির উপ-সভাপতি নুর উদ্দিন। উপ-সভাপতি পুরুষ পদে রয়েছেন তিনজন যথাক্রমে আবদুল মুকিত, আবদুস সালাম ও জীবেন্দু চক্রবর্তী। সাধারণ সম্পাদক পদে দুজন যথাক্রমে বর্তমান সাধারণ সম্পাদক গৌরীশ রায় ও সমরিন্দুকুমার পাল। সহ-সাধারণ সম্পাদক পুরুষ পদে দুজন যথাক্রমে অসীম চক্রবর্তী ও আবুল কালাম চৌধুরী। সহ-সাধারণ সম্পাদক মহিলা পদে দুজন যথাক্রমে গীতা সরকার ও শিবানী দেবরায়।রাজ্য সদস্য মহিলা পদে দুই দাবিদার কৃষ্ণা সিনহা ও লিপি দেব। আর রাজ্য সদস্য পুরুষ পদে রয়েছেন বারোজন। তাঁরা যথাক্রমে অমিতাভ সিনহা, অমরকৃষ্ণ সাহা, আসহাব উদ্দিন, আজমল আলি, আবদুস সহিদ, প্রশান্তশেখর পাল, বিকাশরঞ্জন কালোয়ার, বিশ্বজিৎ দেব রাজা, মহম্মদ আবদুল জলিল, মুজাক্কির হুসেন, শরিফুল আলম ও সৌমেন সিনহা।

রবীন্দ্র ভবনে পুর ভোটের জন্য ইভিএম-এর মহড়া। ছবি ঃ নিজস্ব।

রবিবার সর্বভারতীয় কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ আন্দোলন। ছবি নিজস্ব।

পুরনো রীতি মেনেই কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজো সম্পন্ন হল

নদিয়া, ১৪ নভেম্বর(হি. স): আজ দশমী। পুরনো রীতি মেনেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পুজোর সামগ্রী রাজবাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজোতে ব্যবহার করা হয়। এবারও সেই কোশাকুশি, রূপার ঘন্টা, প্রদীপদান, আসন, যন্ত্র, রূপার হাতপাখা ব্যবহার করা হল।

রাজবাড়ির পুজো মানেই ঐতিহ্য আর অভিজাত্যের মেলবন্ধন। শনিবার বৃষ্টি উপেক্ষা করে হাজার হাজার দর্শনার্থীকে রাজবাড়ির নাটমন্দির দেখা গেল। কলকাতা বেলঘরিয়া, বহরমপুর সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে দর্শনার্থীরা রাজবাড়ির দেবীকে দেখতে আসেন। কোভিড বিধি মেনে বাঁশের ব্যারিকেডের ওপার থেকে দর্শনার্থীরা কৃষ্ণচন্দ্রের স্বপ্নাদিষ্ট চতুর্ভূজা দেবীকে পুজো, অঞ্জলি দেন। ভক্তিভরে প্রণাম করেন। প্রশাসনিক কর্তাদেরও দেখা গেল তাদের ডিউটির মধ্যে থেকেও এদিন নাটমন্দিরে এসে দেবীকে প্রণাম করতে।

আজ দশমীতে, প্রথা মেনেই রাজবাড়ীতে চলে সিঁদুর খেলা। সকাল থেকে রাজবাড়িতে দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতন। ১৭৫৪ সালে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ৯ লক্ষ টাকা কর না দিতে পারায় তাকে বন্ধি করা হয়। পরে কর দেওয়ার পর ছাড়া পান। কিন্তু নৌকায় আসার সময় ধুবুলিয়ার রুকুনপুরের কাছে দেখেন দুর্গাপুজার বিসর্জন হচ্ছে। দুর্গাপুজোর অঞ্জলি দিতে না পারায় মন ভারাক্রান্ত হয় মহারাজের। এরপর তিনি দেবীর স্বপ্ন পান। সেইসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রর হাত ধরে প্রচলন হয় জগদ্ধাত্রী পুজোর। তবে এর অন্য মতও আছে। রাজবাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজোতে তাঁর ব্যবহার করা সেনার তারের আসন আজও আছে। সেই কোশাকুশি, রূপারঘন্টা, প্রদীপদান, যন্ত্র, রূপার হাতপাখা এবারও পুজোতে ব্যবহার করা হয়েছে। রাজবাড়ির গৃহকর্তী অমৃতা রায় বলেন, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র যে সমস্ত পুজোর সামগ্রী ব্যবহার করতেন সেগুলো আছেই। সেই সময়কার পুজোর যন্ত্রও আনা হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সহজেই জামিন পেলেন আদিবাসী মহিলার শ্লীলতাহানির অভিযোগে ধৃত, প্রতিবাদে থানা ঘেরাও

ইলামবাজার, ১৪ নভেম্বর (হি. স.) এক আদিবাসী মহিলার সাথে অভব্য আচরন, তাঁর শ্লীলতাহানি, ধর্ষনের চেষ্টার পরেও অভিযুক্ত তৃণমূলের ছত্রছায়ায় থাকায় পুলিশের কৌশলী পদক্ষেপে নামমাত্র গ্রেফতারের পর সহজেই পেয়ে গিয়েছে জামিন। এমনই অভিযোগ তুলে রবিবার থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন আদিবাসীরা।

রবিবার বীরভূমের ইলামবাজার থানায় এলাকার বিভিন্ন আদিবাসী গ্রামের মানুষজন জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখায় এবং ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেও লঘু ধারা দিয়ে তার জামিন নিশ্চিত করার যে কৌশল পুলিসের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন এলাকার আদিবাসীরা। আদিবাসী মহিলার সাথে এমন আচরনে আদিবাসী নির্যাতন আইনী যে ধরনের কড়া ধারায় মামলা রুজু হওয়া দরকার তার নূন্যতমও হয় নি বলে অভিযোগ তুলেছেন এলাকার আদিবাসীরা।

ঘটনা গত ১০ নভেম্বরের। জানা গেছে, পশ্চিম বর্ধমানের আমালীডাঙ্গা গ্রামে এক মহিলা প্রতিবছরের মত এবছরও দলগতভাবে ইলামবাজার থানার বাগলবাটি গ্রামে এক কৃষকের জমিতে ঠিকায় ধান কাঁটার কাজ করতে এসেছিলেন। কাজের সুবিধার্থে সে ও তার সহকর্মীরা ওই কৃষকের বাড়িতেই দস্তরমত থাকছিলেন। পুলিসের কাছে করা অভিযোগে মহিলা বলেছেন, ঘটনার দিন সকাল বেলায় মাঠে কাজ করছিলেন। সেই সময় মাঠে তেমন লোকজন ছিল না। লোকজন কম থাকার সুযোগে এলাকারই সেখ আনারুল তাকে পেছন থেকে এসে চেপে ধরে। তাঁর সাথে অভব্য আচরন ও শরীরে নানা জায়গা স্পর্শ করে ধর্ষনের চেষ্টা চালায়। প্রতিবাদ করে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে মাঠে দূরান্তে থাকা লোকজন চিৎকার শুনে এগিয়ে আসতেই আনারুল পালিয়ে যায়। এদিন থানায় হওয়া বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন ওই মহিলাও। মহিলার অভিযোগ, পুলিশ ধরেও নামমাত্র মামলা দিয়ে অভিযুক্তের জামিনের বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। এলাকা সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত সেখ আনারুল এলাকার তৃণমূলী মাতব্বর। স্থানীয় নানাশোল পঞ্চায়েতেরও নানান কাজকর্ম তদারকিও করেন। এদিন বিক্ষোভে সামিল সোম সরেন ক্ষোভের সাথে জানিয়েছেন, “অভিযুক্ত তৃণমূলের ছত্রছায়ায় থাকায় এক আদিবাসী মহিলার উপর নির্যাতন সত্বেও পুলিশ এমন মামলা দিয়েছে যাতে সহজেই অভিযুক্ত জামিন পেয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আদিবাসী মহিলার উপর এমন নির্যাতনের প্রেক্ষিতে যে আইন আছে তার ধারই ধারে নি।”

বুক সেলার্স এন্ড পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি,উদয়পুর, ১৪ ই নভেম্বর।। করোনা আবহে এক বছর বন্ধ থাকার পর রবিবার উদয়পুর পুর পরিষদের মিলনায়তন হলে অনুষ্ঠিত হলো ” দি অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন ’ উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির ১৯তম দ্বি-বার্ষিক বিভাগীয় সম্মেলন। ২০১৮ইংয়ের পর ২০২০ সালে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও করোনা পরিস্থিতিতে সরকারী বিধি নিষেধ মেনে এক বছর পর আজ এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে দি অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স এন্ড পারলিশার্স অ্যাসোসিয়েশান এর ১৯ তম দ্বি বার্ষিক সাধারন সভার উদ্ভোধন করেন উদয়পুর পুর পরিষদের প্রাক্তন পুরপিতা তথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শীতল চন্দ্র মজুমদার। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দি অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স এন্ড পারলিশার্স অ্যাসোসিয়েশান এর সাধারন সম্পাদক উত্তম চক্রবর্তী, উদয়পুর বিভাগের ব্যবসায়ী সংঘের সম্পাদক চন্দন দে, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গৌতম দত্তগুপ্ত এবং শঙ্কর দেবনাথ, উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির সভাপতি হীরালাল দাস, উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক অপুরাম সরকার প্রমুখ। এই সম্মেলনে বিগত দিনে সরকার যে ভাবে শিক্ষক / শিক্ষিকাদের দিয়ে স্কুলে পাঠ্য পুস্তক বিক্রি করাচ্ছেন- সে পদ্বতির কঠোর সমালোচনা করেন। সরকার প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য বই বিনা মূল্যে সরবরাহ করছেন,অপরদিকে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র ছাত্রীরা পয়সায় বিনিময়ে স্কুল থেকে বই ক্রয় করতে হয় - এতে নগদ টাকা যেমন প্রয়োজন তেমনি ছাত্র ছাত্রীরা পয়সার অভাবে বাকিতে তাদের পরিচিতি বইয়ের দোকান থেকে প্রয়োজনের সময় বাকিতে দরকারি বই কিনতে পারতো। সরকার স্কুলে বই সরবরাহ করে গরিব

পিতামাতার পক্ষে একত্রে এতো বই কিনা সম্ভব হচ্ছে না, তাই পুস্তক ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে এই বই গুলি সরবরাহের জন্য সরকারের নিকট দাবি জানিয়েছেন। এই দ্বি- বার্ষিক সাধারন সভায় দি অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স এন্ড পারলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনের পুরাতন কমিটি ভেঙে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। গতবারের সভাপতি হীরালাল দাস, সম্পাদক অপুরাম সরকার, কোষাধ্যক্ষ নন্দলাল মিত্রকে অপরিবর্তিত রেখে সহ সভাপতি পদে সুখলাল সাহা, সহ সম্পাদক পদে সুদর্শন পাল, সদস্য হিসেবে যথাক্রমে প্রনব সাহা,কিংকর বর্ধন, টোটন দেবনাথ ও কানাইলাল ভৌমিককে নিয়ে নয় জনের কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি আগামী দুবছর দি অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স এন্ড পারলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির কার্যপ্রণালী পরিচালনা করবেন। ’দি অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন ’ উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির ১৯তম দ্বি-বার্ষিক বিভাগীয় সম্মেলনে সদস্যদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্যণীয়।

কল্যাণীতে নতুন পানীয় জল প্রকল্পে বরাদ্দ ৩১৩ কোটি

নদিয়া, ১৪ নভেম্বর(হি. স): কল্যাণী পুরসভা এলাকার বাসিন্দাদের পানীয় জলের সমস্যা দূর করতে ৩১৩ কোটি টাকা খরচ করে জল প্রকল্প তৈরির কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। কল্যাণী শহর লাগোয়া এক্সপ্রেসওয়ের ধারে পুরনো জল প্রকল্পের অতিরিক্ত জমিতে তৈরি করা হবে এটি। এই নয়া প্রকল্পের জন্য গত শুক্রবার ১২নভেম্বর এক নির্দেশিকা প্রকাশ করে পুর ও নগরোন্নন দফতর ৩১৩ কোটি ৩১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছে। প্রকল্প তৈরির সময় চার কিস্তিতে দেওয়া হবে সেই টাকা। আগামী বছরের শুরুতে টেন্ডার ডেকে কাজ শুরুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রকল্প তৈরির কাজ আগামী ২০২৬ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে শেষ করার কথাও ওই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে। আগামী পুরসভা নির্বাচনের আগেই এই প্রকল্পের শিলান্যাসের কথা জানিয়েছে কল্যাণী পুরসভা কর্তৃপক্ষ। এই জল প্রকল্পের মাধ্যমে নদীর জল পরিশ্রুত করে শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি সরবরাহ করা হবে। বর্তমানে কল্যাণীতে একটি জল প্রকল্প চালু রয়েছে। তাহলে কেন নতুন করে এত টাকা খরচ করে আবার একটি জল প্রকল্প তৈরি করা হচ্ছে? জানা গিয়েছে, বর্তমানে কল্যাণীতে অবস্থিত জল প্রকল্পটি থেকে নদিয়া জেলার কল্যাণী ও গয়েশপুর এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কাঁচরাপাড়া, হালিশহর ও নৈহাটির মত পাঁচটি পুরসভা এলাকায় জল সরবরাহ করা হয়। ফলে সেখান থেকে পরিস্রুত জল দিয়ে কল্যাণী শহরের মানুষের চাহিদা সংকুলান করা যাচ্ছিল না।

বেশ কয়েকবার এই শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের বাসিন্দারা পানীয় জল নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন। জলে পর্যাপ্ত চাহিদা মেটাতে ভূগর্ভস্থ জল তুলেও মাঝেমধ্যে সরবরাহ করতে হচ্ছিল পুরসভাকে। সেই সমস্যার কথা ভেবেই রাজ্য সরকারের তরফ থেকে উদ্যোগ নিয়ে বাসিন্দাদের বাড়ি বাড়ি পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহ করতে নতুন করে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। অন্যদিকে, নতুন জল প্রকল্প থেকে পরোক্ষভাবে লাভবান হতে চলেছে নদিয়ার হরিণঘাটা পুরসভাও। কারণ পুরনো জল প্রকল্প থেকে যে পরিমান জল এখন কল্যাণী শহরের জন্য বরাদ্দ হয়েছে, নতুন প্রকল্প চালু হওয়ার পর তা হরিণঘাটা পুরসভাকে সরবরাহ করা হবে। কারণ, শুধুমাত্র কল্যাণের জন্য তৈরি হচ্ছে এই নতুন প্রকল্প। ফলে হরিণঘাটার বাসিন্দারাও কয়েক বছরের মধ্যেই জল প্রকল্পের পরিস্রুত পানীয় জল পেতে চলেছেন।

হরিণঘাটা শহরে বর্তমানে পিএইচই”র জলের লাইন রয়েছে রাস্তার মোড়ে মোড়ে। এছাড়াও শহরের বিভিন্ন এলাকায় টিউবওয়েল ও পাম্পের সাহায্য ভূগর্ভস্থথ জল তোলা হয়। তবে এখনও অনেক বাড়িতেই নেই জলের সংযোগ। রবিবার এই বিষয় কল্যাণী পুরসভার মুখ্য প্রশাসক তাপস মন্ডল বলেন, আগের প্লান্ট থেকে আমাদের পুরসভার সঙ্গে আরও চারটি পুরসভার জল যেত। ফলে জলের কিছুটা ঘাটতি থেকে যেত। এবার শুধুমাত্র কল্যাণী শহরের জন্য আলাদা এই প্লান্ট তৈরি হলে আমাদের শহরের বাসিন্দাদের জলের আর কোন সমস্যা থাকবে না।

অন্যদিকে, কল্যাণী পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান নীলিমেশ রায়চৌধুরী বলেন, কল্যাণী শহরে পর্যাপ্ত জল সরবরাহ করার জন্য এই জল প্রকল্পটির দরকার ছিল। আমরা রাজ্য সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ।

বিলোনীয়ায় বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে নানা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৪ নভেম্বর।। আজ বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস,স্বাস্থ্য দপ্তর ডায়াবেটিসের বাড় বারন্তের কথা চিন্তা করে রাজ্যের সর্বত্র আয়োজন করেছে মেগা ডায়াবেটিস ব্লাড সুগার টেস্ট পরীক্ষণ শিবির,হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন ত্রিপুরা ও রাজ্যের সর্বত্র তাদের শাখা সংগঠন গুলুর মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি,আধা সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের সাথে যৌথ ভাবে পালন করেছে এই ডায়াবেটিস পরীক্ষণ কর্মসূচি,দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়ার মতাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও বড়পাথরি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সহায়তায় আয়োজিত ডায়াবেটিস পরীক্ষণ সূচিতে অংশ গ্রহণ করে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন ত্রিপুরা বিলোনিয়া শাখা।মেগা শিবিরে প্রায় দু শত মানুষ তাদের রক্ত পরীক্ষা করে ব্লাড সুগার নির্ণয় করে।বিশেষ করে মতাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডায়াবেটিস পরীক্ষা নির্ণয়ের পাশা পাশি বেটি বাঁচাও বেটি পরাও প্রকল্পে কন্যা সন্তান অমূল্যরতন ও শিশু দিবস উপলক্ষে শিশুদের যত্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়।আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সিএমও সাউথ ডাক্তার জগদীশ নম,এসডিএমও ডাক্তার বিমল কলই,ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাক্তার প্রিয়াঙ্কা সাহা সহ এলাকার জনগণ।প্রত্যেক বক্তাই ডায়াবেটিসের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন,আলোচনা শেষে কন্যা সন্তানদের মায়েদের হাতে দপ্তরের পক্ষ থেকে উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

ক্যাম্প

● আটের পাতার পর

করা হয়। শেষে এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে শিশুদের মধ্যে শিক্ষণীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়। গন্ডাছড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের এই ধরনের সামাজিক উদ্যোগ গোটা এলাকায় দারুণভাবে সারা লক্ষ করা যায়।

মানোন্নয়ন

● আটের পাতার পর

পরিষেবা প্রদান আরো সহজ হবে। সবমিলিয়ে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি পরিষেবার মানোন্নয়নে জোর দিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। শুক্রবার চিকিৎসা পরিষেবা নিতে আসা কয়েকজন রোগী হাসপাতালের পরিষেবায় ভীষণ খুশি। একসময় এই হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। সাধারণ মানুষ সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতে ভয় পেতো। কিন্তু বর্তমান সরকার রাজধানীর পাশাপাশি মহকুমা এবং গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা মানোন্নয়নে জোর দিয়েছে। নিঃশুল্ক উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে বদ্ধপরিকর সরকার। অথচ একাংশ স্বার্থান্বেসী আজও সরকারি চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

বন্দির

● আটের পাতার পর

সেবার এক দুষ্কৃতী গোষ্ঠীর নেতাকে ছেড়ে দেওয়ার প্রতিবাদে আরেক গোষ্ঠী ক্ষিপ্ত হয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় তুমুল সংঘর্ষ। আসলে দক্ষিণ আমেরিকায় মেক্সিকোর সিনালোয়া এবং জালিস্কো — এই দুই কুখ্যাত পাচারকারী দলের মধ্যে সংঘর্ষ সর্বজনবিদিত। মাদক পাচারে কে কাকে টেক্কা দেবে, তা নিয়ে নিরন্তর প্রতিযোগিতা চলে। মেক্সিকোর বাইরে ইকুয়েডর, পেরু, ভেনেজুয়েলা, কলম্বিয়ার মতো দেশগুলিতে অন্ধকার জগতের এই গ্যাংয়ের বেশ প্রভাব রয়েছে। এই লিটোরাল পেনিটেনশিয়ারি সংশোধনাগারে দুই গ্যাংয়ের কয়েকজন সদস্য বন্দি। আর তাদের মধ্যেই বারবার সংঘর্ষ বাঁধে। সেপ্টেম্বরের ঘটনা এত ভয়াবহ আকার নিয়েছিল যে বাড়তি সেনা মোতায়েন করতে হয়েছিল। শুক্রবার জেলে সংঘর্ষের ঘটনার পর শনিবার থেকে সেখানকার ভিডিও ভাইরাল হয়ে ওঠে। এক বন্দির অভিভাবক জানান, ”আমি অনলাইনে ছেলের মৃতদেহ দেখতে পেলাম।” তাঁরই মতো অনেক অসহায় পরিবারই জেলের বাইরে ভিড় করেছেন। সকলে নিজেদের বন্দি সন্তানদের খবর চাইছেন। কারণ, জেলের তরফে হতাহতের পূর্ণাঙ্গ তালিকা এখনও প্রকাশ করা হয়নি। এই জেলে ৫,৩০০ জন বন্দির জায়গা থাকলেও প্রায় ৮,৫০০ জন এই মুহূর্তে বন্দি লিটোরাল পেনিটেনশিয়ারি জেলে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

প্রকল্পের কাজ চলছে। উত্তর পূর্বা’ল রাজ্যগুলির এই অভূতপূর্ব উন্নয়ন আগামী দিনে দেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাবে। সচিবালয় থেকে ভার্চুয়াল এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ত্রিপুরাবাসীর জন্য আজ এক ঐতিহাসিক দিন। আজ এক সাথে ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৮০৫ জনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রতিজনকে ৪৮ হাজার টাকা করে মোট ৭০৯ কোটি ৪৬ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, পূর্বে যাদের টিনের ছাদের ঘর ছিল তাদের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ প্রকল্পে নিয়মানুসারে ঘর পাওয়ার সুবিধা ছিলনা। বর্তমান রাজ্য সরকার সেই সমস্যা কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরে নিয়ে আসেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের এই সমস্যার সমাধানে নিয়ম নির্দেশিকার প্রতিবন্ধকতা দূর করে এবং ত্রিপুরা সহ আসাম রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে নতুন নিয়ম এনে যাদের টিনের ছাদের ঘর রয়েছে তাদেরকেও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত করে ঘর দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। এজন্যই আজ বিপুল সংখ্যায় ঘর দেওয়া সম্ভব হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ঘর নির্মাণের কাজ শেষের পর আরও ৭০ হাজার সুবিধাভোগীকে আগামী মার্চ-এপ্রিলে ঘর দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি আরও ২২ হাজার ঘর দেওয়ার কাজ প্রক্রিয়াধীন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার পাশাপাশি অন্যান্য প্রকল্পগুলির সুফলও রাজ্যবাসী পাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী প্রদর্শিত পথে বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। মহিলা স্বসহায়ক দল গঠনের মাধ্যমে রাজ্যের মহিলাদের স্বশক্তিকরণের পাশাপাশি তাদের আত্মনির্ভরতার দিকগুলিও তিনি তুলে ধরেণ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে রাজ্যের স্বসহায়ক দলগুলিতে প্রায় ২ লক্ষ ৭৮ হাজার মহিলা যুক্ত রয়েছেন। তারা স্বনির্ভরতার দিকেও অগ্রসর হচ্ছেন। স্বসহায়ক দলগুলির জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের অধীনে যে ঋণ পাওয়ার সুবিধা রয়েছে সেই ঋণের সুদের হার ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৭ শতাংশ করা হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের মহিলারা অনেকটাই উপক’ত হবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহিলাদের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে বর্তমানে রাজ্যের রেশন দোকানগুলিতে বিক্রি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরার বিভিন্ন সমবায় সমিতি সমূহ আজ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে গেছে। বর্তমান রাজ্য সরকারের সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ত্রিপুরা আজ স্বনির্ভরতার পথে অনেকটাই অগ্রসর। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন এবং প’ায়েতীরাজ মন্ত্রী গিরিরাজ সিং সহ রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণকে ধন্যবাদ ’াপন করেন।

ভার্চুয়াল এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সুবিধাভোগীদের এই প্রকল্পে ঘর প্রদান সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে বিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন এবং প’ায়েতী রাজ মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। ভার্চুয়াল এই অনুষ্ঠানে সচিবালয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, মুখ্য সচিব কুমার অলক, স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা সহ অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকগণ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ প্রকল্পে সুবিধাভোগী উত্তর ত্রিপুরা জেলার যুবরাজনগরের সমীরণ নাথ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার কাদের বিয়া, সিপাহীজলা জেলার সোমা মজমদার ও ধলাই জেলার অনিতা কুকি দেববর্মার সাথে মতবিনিময় করেন।

সাংবাদিক

● প্রথম পাতার পর

করেন। এদিকে খবর পেয়ে আটক দুই সংবাদকর্মীকে নিয়ে যেতে নিলামবাজার থানায় এসেছে ত্রিপুরা পুলিশ। কিন্তু নিলামবাজার পুলিশ রাতে তাঁদের ত্রিপুরা পুলিশের হাতে সমঝে দিতে রাজি হয়নি। তাই তাঁদেরকে স্থানীয় উজ্জ্বলা হোমে রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে সম্প্রতি সংগঠিত ঘটনার রেশ ধরে ত্রিপুরায়ও কিছু ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল বলে নানাভাবে বিকৃত খবর সম্প্রচারিত হয়েছিল। কথিত ওই সব ঘটনা কভার করতে দিল্লির এইচডব্লিউ নিউজ নেটওয়ার্কের দুই সংবাদকর্মী সমৃদ্ধি সকুনিয়া এবং স্বর্ণা ঝা গত বৃহস্পতিবার ত্রিপুরায় গিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ত্রিপুরা পুলিশের অ্যাসিস্টেন্ট আইজি (আইন-শৃঙ্খলা) জানান, ত্রিপুরা পৌঁছেই দুই সংবাদকর্মী গোমতি জেলার উদয়পুর এলাকায় যান। এর পর পশ্চিম ত্রিপুরার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায়ও এই দুই সংবাদকর্মী খবর সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলেন। গতকাল শনিবার তাঁরা উনোকুটি জেলায় যান। যেখানে বিশ্বহিন্দু পরিষদের নেতৃত্বে হিন্দুরা সংখ্যালঘুদের একটি নির্মীয়মাণ মসজিদ ভেঙে দেওয়ার গুজব রটানো হয়েছিল। ওই গুজবকে আধার করে সংবাদকর্মী সমৃদ্ধি ও স্বর্ণা স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের জনগণকে উস্কানি দেন। ফটিকরায়ের পালবাজার এলাকার মুসলিম জনতার মুখ দিয়ে বিশ্বহিন্দু পরিষদের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সংবলিত বক্তব্য তাঁরা সংগ্রহ করেন। কতিপয় মুসলিম নাগরিক নাকি বলেন, গত ২৩ অক্টোবর বিশ্বহিন্দু পরিষদের কর্মীরা ”জয় শ্রীরাম” ধ্বনি দিয়ে পালবাজার এলাকার মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। দিল্লির দুই সংবাদকর্মীর এমন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে লিপ্ত থাকার অভিযোগ স্থানীয় পুলিশের কাছে গিয়ে পৌঁছে।

ততক্ষণে এইচডব্লিউ নিউজ নেটওয়ার্কের দুই সংবাদকর্মী উনোকুটি জেলা ছেড়ে চলে যান। উভয় সংবাদকর্মী উত্তর ত্রিপুরার সদর শহর ধর্মনগরের একটি হোটেলে গিয়ে উঠেন। খবর পেয়ে পুলিশ তৎক্ষণাৎ ওই হোটেলে গিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু তাঁদের পাওয়া যায়নি। ধর্মের নামে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টির অভিযোগে দুই মহিলা সংবাদকর্মীর বিরুদ্ধে আজ ১৪ নভেম্বর ভোরে ত্রিপুরার কাঁকড়াবন থানায় ৮২/২০২১ কেকেবি ০৮২ নম্বরে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩-এ, ১৫৩-বি, ১৯৩, ৫০৪, ১২০-বি এবং ২০৪ ধারায় মামলা রুজু করে নোটিশ জারি করে ত্রিপুরা পুলিশ।

ত্রিপুরা পুলিশের অ্যাসিস্টেন্ট আইজি (আইন-শৃঙ্খলা) আরও জানান, ইতিমধ্যে উত্তর ত্রিপুরার ফটিকরায় থানায় ধর্মের নামে সংঘাত সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্র রচনার দায়ে ৩৯/২০২১ নম্বরে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১২০-বি, ১৫৩-এ এবং ৫০৪ ধারায় মামলা রুজু করে সিআরপিসির ৪১-সি বলে নোটিশ জারি করে ২১ নভেম্বর তাদের থানায় হাজির হতে বলা হয়েছিল।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সংক্রান্ত ভুয়ো ও গুজব ছড়িয়েছিলেন এই দুই মহিলা সাংবাদিক। তাঁরা হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সমালোচনা করে লাগাতার সংবাদ পরিবেশন করছিলেন। তাই ধর্মের নামে সংঘাত সৃষ্টির অভিযোগ করে ত্রিপুরার বিভিন্ন থানায় এফআইআর দায়ের করেছিলেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের কার্যকর্তারা। ওই সব এফআইআরের ভিত্তিতে পুলিশ মামলা দায়ের করে সমৃদ্ধি কে সকুনিয়া এবং স্বর্ণা ঝাকে গ্রেফতার করতে অভিযান চলিয়েছিল।

পলাতক

● প্রথম পাতার পর

পারে। ধীরে ধীরে সাত মাস গড়িয়ে গেছে। মেয়ের গর্ভে সন্তান বড় হতে থাকে। প্রতিবেশীরা নানা প্রশ্ন তুলতে থাকে।

অবশেষে প্রতিবেশীরা গোটা ঘটনা জানতে পেরে অভিযুক্ত দুলাল মিয়ার বাড়িতে যায় এবং ওই যুবতীকে সামজিক স্বীকৃতি দেওয়ার কথা বলে। কিন্তু, তাতে দুলাল মিয়ার পরিবার রাজি হয়নি উল্টো প্রতিবেশীদের উপর হামলা চালায়। বাধ্য হয়ে প্রতিবেশীরা একজোট হয়ে আর কে পুর মহিলা থানায় গোটা ঘটনা জানিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তারপর পুলিশ মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করে। অভিযুক্ত দুলাল মিয়াকে গ্রেপ্তার করতে বাড়িতে গিয়েছিল। কিন্তু, সে পালিয়ে আত্মগোপন করেছে।

ক্রীড়া

আজ টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনাল, কিউইদের হারিয়ে বিশ্বকাপ জেতা লক্ষ্য অজিদের

দুবাই, ১৪ নভেম্বর (হি.স) : পাঁচবারের একদিনের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার শিকেতে টি-২০ বিশ্বকাপের শিকে কখনও ছেড়েনি। আজ রবিবার সেই আক্ষেপটা মেটাতেই মাঠে নামতে চান ফিঞ্চরা। এবারের টি-২০ বিশ্বকাপের আগে অজিদের খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি কেউই। ছন্দে না থাকার জন্য ফেভারিটদের তালিকাতেও ওয়ার্নারদের রাখা হয়নি।

কিন্তু সেই অস্ট্রেলিয়াই বিশ্বকাপের সুপার-১২ এর এক একটা ম্যাচে জিতে কাপ দখলের ফাইনাল লড়াইয়ে পৌঁছে গিয়েছে। চলতি বছরে ফিঞ্চদের আইসিসির ইভেন্টে খুব একটা ভালো পারফরম্যান্স হয়নি। নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজ হেরেছিল অস্ট্রেলিয়া। তবে টি-২০ বিশ্বকাপের মঞ্চে অজিরা কিন্তু সকলকে চমকে দিয়েছে। দুরন্ত ছন্দে থাকা বাবর আজমের পাকিস্তানকে হারিয়ে টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে তারা। এ বার অজিদের সামনে কিউয়ি কাঁটা। পাঁচ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা কুড়ি ওভারের ফরম্যাটে কাপ জয়ের স্বাদই পায়নি। তাই আজকের সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে নারাজ অজিরা। নিউজিল্যান্ড কিন্তু চলতি বছরে বেশ ভালো ফর্মে রয়েছে। যা খানিকটা হলেও অজিদের চিন্তার বিষয়। কিন্তু এতদূর এসে টি-২০ বিশ্বকাপ হাতছাড়া করে যেতে নারাজ ৫ বারের একদিনের জয়ীরা। টুর্নামেন্টের ইতিহাসকে টেনে নিয়ে ফিঞ্চ বলেন, ''অবশ্যই অতীতে আমরা যেটা পারিনি আজ ফাইনালে করে দেখাতে চাই। ভুল শোধরানোর সুযোগ পাচ্ছি আমরা।'' প্রতিপক্ষ দলকে সমীহ করে ফিঞ্চ বলেছেন, ''এটা একটা দুর্দান্ত ফাইনাল হতে চলেছে। নিউজিল্যান্ড একটা দারুণ দল। ওরা গত ছয় বছরে সমস্ত ফাইনালে উঠেছে। তাই এই ম্যাচটার জন্য অপেক্ষায় রয়েছি। ওদের খাটো করে দেখার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ওরা অভিজ্ঞতার দিক থেকে কিন্তু ভালো জায়গায় রয়েছে। আমি একটুও অবাক নই।''

ভারতীয় ক্রিকেটে দ্রাবিড়-রোহিতের ইনিংস শুরু, নিউজিল্যান্ড ম্যাচ খেলতে জয়পুরে টিম ইন্ডিয়া

ভারতীয় ক্রিকেটে রোহিত শর্মা এবং রাহুল দ্রাবিড়ের ইনিংস শুরু হয়ে গেল। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ খেলতে জয়পুর পৌঁছে গেলেন টিম ইন্ডিয়ার নতুন টি-২০ অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং ভারতীয় দলের নতুন হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়। ভারতীয় দলের অন্য সদস্যরাও ইতিমধ্যেই জয়পুর পৌঁছেছেন। তবে, চমকপ্রদভাবে দ্রাবিড়ের সঙ্গে তাঁর সাপোর্ট স্টাফের সদস্যরা এখনও জয়পুর পৌঁছাননি।

আগামী ১৭ নভেম্বর জয়পুরে টি-২০ ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে নিউজিল্যান্ডের ভারত সফর। কিউয়িদের বিরুদ্ধে তিনটি টি-২০ ও দুটি টেস্ট ম্যাচ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। ঘরের মাঠে এই নিউজিল্যান্ড সিরিজ দিয়েই ভারতের কোচ হিসাবে রাহুল দ্রাবিড়ের ইনিংস শুরু হচ্ছে। এরপরই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে কঠিন সিরিজ খেলতে হবে তাঁকে। তাঁর আগে ঘরের মাঠে কিউয়িদের বিরুদ্ধে দলের শক্তি-দুর্বলতার সঙ্গে পরিচিত হতে চাইবেন দ্রাবিড়। ইতিমধ্যেই টিম ইন্ডিয়ার সব সদস্যের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন তিনি। এদিকে, এই সিরিজ থেকেই টি-টোয়েন্টিতে টিম ইন্ডিয়ার ফুলটাইম অধিনায়ক হিসাবে ইনিংস শুরু হচ্ছে রোহিত শর্মার । আগামী দিনে ওয়ানডে অধিনায়কত্ব পাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে রোহিতের। সেদিক থেকে দেখতে গেলে সাদা বলের ক্রিকেটে অধিনায়ক হিসাবে নতুন ইনিংস শুরু হচ্ছে রোহিতেরও। এর আগে অবশ্য রোহিত আংশিক সময়ের জন্য টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক হয়েছেন। তবে, কোচ এবং অধিনায়ক হিসাবে রাহুল দ্রাবিড় এবং রোহিত শর্মার প্রথম চ্যালেঞ্জ বেশ কঠিন। একে তো প্রতিপক্ষ টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালিস্ট। তার উপরে রাহুল-রোহিতদের হাতে দলও আনকোরা। টি-২০ বিশ্বকাপের ব্যর্থতার পর প্রথম দলের অনেককেই বিশ্রাম দিয়েছেন নির্বাচকরা। কিউয়িদের বিরুদ্ধে তাই অনভিজ্ঞ দল নিয়ে নামতে হচ্ছে ভারতকে। ১৬ সদস্যের ভারতীয় দল: রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), লোকেশ রাহুল (সহ-অধিনায়ক), ঋতুরাজ গায়কোয়াড়, শ্রেয়স আইয়ার, সূর্যকুমার যাদব, ঋষভ পন্থ, ঈশান কিষাণ, ভেঙ্কটেশ আইয়ার, যুজবেন্দ্র চাহাল, আর অশ্বিন, অক্ষর প্যাটেল, আবেশ খান, ভুবনেশ্বর কুমার, দীপক চাহার, হর্ষল প্যাটেল, মহম্মদ সিরাজ।

পাকিস্তানের বিদায়ে বাবরের অধিনায়কত্বের ভুল দেখছেন জহির খান

বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের পর পাকিস্তান দল এরই মধ্যে বাংলাদেশে সিরিজ খেলতে চলে এসেছে। তবে গত পরশু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারটা পাকিস্তানকে অনেক দিন পোড়াবে নিশ্চিত। বাবর আজমরা কোথায় ভুল করলেন, কোন দিকটাতে আরও ভালো করা যেত, কোন বিষয়টি ভবিষ্যতে মাথায় রাখতে হবে...এসব নিয়ে আলোচনাও হবে। হচ্ছেও।

ভারতের সাবেক পেসার জহির খান যেমন অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান ম্যাচে পাকিস্তানের একটা ভুল বের করেছেন। আর ভুলটা পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজমের অধিনায়কত্বে। জহিরের চোখে, দুবাইয়ের সেমিফাইনালে বাবরের অধিনায়কত্ব একটু অন্যরকম হলেই আগামীকালের ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া নয়, পাকিস্তানই খেলত।দুবাইয়ে পরশু মোহাম্মদ রিজওয়ানের পর ফখর জামানের দারুণ অর্ধশতকে অস্ট্রেলিয়াকে ১৭৭ রানের লক্ষ্য দেয় পাকিস্তান। তাড়া করতে নেমে একপর্যায়ে ৯৬ রানেই প্রথম পাঁচ ব্যাটসম্যানকে হারায় অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু এরপর মার্কাস স্টয়নিস ও ম্যাথু ওয়েডের ব্যাটে ঘুরে দাঁড়ানো অস্ট্রেলিয়া শেষ পর্যন্ত ম্যাচটা ৬ বল হাতে রেখেই জেতে ৫ উইকেটে। শাহিন আফ্রিদির করা ১৯তম ওভারের তৃতীয় বলে হারিসের হাত থেকে ওয়েডের ক্যাচ পড়ে যায়, এরপর টানা তিন বলে তিন ছক্কা মেরে অস্ট্রেলিয়াকে জিতিয়ে দেন ওয়েড।

কিন্তু হারের পেছনে হারিস কিংবা শাহিন নন, বাবরেরই অধিনায়কত্বের ভুল বেশি চোখে পড়ছে জহির খানের। ভারতের জার্সিতে ১৯টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলা জহিরের চোখে বোলারদের ঘুরিয়ে—ফিরিয়ে খেলানোর ক্ষেত্রে হিসাবে ভুল করেছেন বাবর।'আমার মনে হয়েছে, বাবরের উচিত ছিল শাহিন শাহ আফ্রিদিকে ১৭ ও ১৯তম ওভারে বোলিংয়ে আনা। ওই জায়গাতেই ভুল হয়ে গেছে, বোলার হিসেব করে ওভার বাঁচিয়ে রাখা, সেগুলো কীভাবে কাজে লাগাবে, সেটি ঠিক করা,' ভারতের ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজের ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন জহির।

এরপর ১৯তম ওভারে শাহিনকে আনার আগপর্যন্ত বাবর যেভাবে বোলারদের কাজে লাগিয়েছেন, তা হলো ১৪তম ওভারে হারিস রউফ (দিয়েছেন ৬ রান), ১৫তম ওভারে শাহিন (৬ রান), ১৬তম ওভারে হাসান আলী (১২ রান), ১৭তম ওভারে হারিস (১৩ রান) ও ১৮তম ওভারে হাসান (১৫ রান)।১৯তম ওভারে শাহিন যখন বোলিংয়ে আসছেন, তিনি জানতেন, তাঁকে যা করার ওই ছয় বলেই করতে হবে। তিনি ওই ছয় বলে কিছু না করতে পারলে শেষ ওভারে বোলারের ওপর চাপ পড়ে যাবে। শেষ ওভারে বল করার মতো বোলার বলতে তখন বাবরের হাতে ছিলেন বাঁহাতি স্পিনার ইমাদ ওয়াসিম (৩ ওভারে দিয়েছেন ২৫ রান), হারিস রউফ (৩ ওভারে ৩২ রান) অথবা মোহাম্মদ হাফিজ (১ ওভারে ১৩ রান)। কিছু করে দেখানোর চাপ বেশি ছিল বলেই হয়তো, চাপে ভেঙে পড়েন শাহিন। তার ওপর তৃতীয় বলে ওয়েডের ক্যাচ হাতছাড়া হওয়াও তাঁকে ভুগিয়েছে।জহির খানের বিশ্লেষণ বলছে, শাহিনের তৃতীয় ওভারটা আগেভাগেই করিয়ে ফেলেছেন বাবর, '(১৩ ওভারের পর) বাবর শুরু করল রউফকে দিয়ে, এরপর শাহিনকে একটু আগেভাগেই নিয়ে আসে। ও যদি সেটা একটু পরে করত, মাঝে হাসানকে দিয়ে বোলিং করিয়ে নিত, তাহলে ম্যাচটার গতিপথ হয়তো বদলে যেত। কারণ, তখন ওর হাতে ম্যাচের শেষ দিকে ওর মূল বোলারের (শাহিন) ১২টি বল বাকি থাকত।' ক্রিকবাজের বিশ্লেষণ অনুষ্ঠানে জহিরের সঙ্গে ছিলেন অজয় জাদেজাও। সাবেক ভারতীয় অলরাউন্ডার জাদেজা বলছিলেন, বাবরের আগেভাগে (১৫তম ওভারে) শাহিনকে আনার উদ্দেশ্য ছিল একটা উইকেট নেওয়া। কারণ, ওয়েড ও স্টয়নিস ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার শেষ দুই স্বীকৃত ব্যাটসম্যান।

কিন্তু জহির সে যুক্তির পাল্টা দিলেন এভাবে, 'পাঁচ উইকেট পড়ে গিয়েছিল, তার মানে আপনি জানতেন, এই দুজন শেষ পর্যন্ত ব্যাট করাই অস্ট্রেলিয়ার জয়ের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি রাখার একমাত্র উপায়। তার মানে ওরা কোনোভাবে পাল্টা আঘাত করতে চাইলে সেটা ইনিংসের শেষের দিকেই করবে। যেটা ওয়েড করেছে।'

যুক্তির সমর্থনে জহির খান যোগ করেন, 'এ রকম পরিস্থিতিই (শেষ দিকে ওয়েড-স্টয়নিসের আগ্রাসন) হতে পারত, আর এ রকম মুহূর্তে আপনার সেরা বোলার কিছু রান দিলেও আপনার তাতে কিছু মনে করা উচিত নয়। শাহিন রান দিয়েছে, তাতে কী!'

হয়তো ঠিক। হয়তো নিজের আরও দুটি ওভার বাকি থাকলে, তিনি ১৯তম ওভারে কিছু করতে না পারলে শেষ ওভারে কী হবেসে ভাবনার বাড়তি চাপ না থাকলে শাহিন আফ্রিদির বোলিং আরও বুদ্ধিদীপ্ত হতেই পারত। কিন্তু এসব বিশ্লেষণে হয়তো পাকিস্তানের এখন আর আগ্রহ নেই। যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে! আর যা হয়েছে, তা পাকিস্তানের জন্য বেদনার। কেই—বা হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে চায়!

খেলরত্ন পুরস্কার পেলেন নীরজ চোপড়া মিতালি রাজ-সহ ১২ ক্রীড়াবিদ

দেশের সর্বোচ্চ ক্রীড়াসম্মান মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কার পেলেন ১২ জন ক্রীড়াবিদ। শনিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে এই ক্রীড়াবিদদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন খোদ রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এই ক্রীড়াবিদদের নাম প্রস্তাব করেছিল ন্যাশনাল স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড কমিটি। ক্রীড়াক্ষেত্রে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান পেলেন টোকিও অলিম্পিকে জ্যাভলিন থ্রোয়ে সোনাজয়ী নীরজ চোপড়া , কিংবদন্তি মহিলা ক্রিকেটার মিতালি রাজ, ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী ও অন্য ৯ জন ক্রীড়াবিদ। টোকিও অলিম্পিকে দেশের একমাত্র অ্যাথলিট হিসাবে স্বর্ণপদক পেয়েছেন নীরজ। শেষবার ২০০৮ সালে শুটিংয়ে সোনা পেয়েছিলেন অভিনব বিন্দ্রা। ইতিহাসের খাতায় তারপরই লেখা হয়েছে নীরজের নাম। তাঁর অনবদ্য সাফল্যের স্বীকৃতি হিসাবে খেলরত্ন সম্মানে ভূষিত করা হল তাঁকে। নীরজ ছাড়াও অলিম্পিয়ানদের মধ্যে টোকিওতে পদকজয়ী কুস্তিগির রবিকুমার দাহিয়া, অসমের মহিলা বক্সার লাভলিনা বরগোহাঁই, বর্ষীয়ান হকি তারকা পিআর শ্রীজেশকে এই সম্মানের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে।

জাতীয় অ্যাকাডেমিতে দ্রাবিড়ের জায়গায় বসতে চলেছেন ভিভিএস লক্ষ্মণ

মুম্বই, ১৪ নভেম্বর (হি.স) : রাহুল দ্রাবিড়ের ছেড়ে আসা চেয়ারে বসতে চলেছেন ভিভিএস লক্ষ্মণ। রবিবার এমনটাই জানিয়েছেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিতে চলেছেন লক্ষ্মণ। বোর্ডের তরফে সরকারি ভাবে এখনও লক্ষ্মণের নাম ঘোষণা করা হয়নি। ভারতীয় দলের কোচের দায়িত্ব নিয়েছেন রাহুল দ্রাবিড়। এত দিন জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধানের পদে ছিলেন তিনি। এই বার সেই জায়গায় আসছেন লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণই জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির দায়িত্ব নিচ্ছেন কি না, রবিবার সৌরভের কাছে জানতে চায় এএনআই। উত্তরে সৌরভ বলেছেন, "হ্যাঁ।"

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) প্রধান সৌরভ বরাবরই প্রাক্তন ক্রিকেটারদের দলের সঙ্গে যুক্ত করতে চান। তাঁদের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিতে পছন্দ করেন তিনি। দ্রাবিড়কে কোচ করার জন্যও তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন বলে জানা যায়।

ক্যাচ ফস্কে প্রকাশ্যে ক্ষমাপ্রার্থনা বোলার হাসানের

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে পাকিস্তানের হারের পর থেকেই সমালোচিত হচ্ছেন জোরে বোলার হাসান আলি। ম্যাচ জেতানোর মূল কারিগর ম্যাথু ওয়েডের ক্যাচ ফেলেছিলেন তিনি। তার পরেই নেটমাধ্যমে তাঁর উদ্দেশে ভেসে এসেছে কটূক্তি। শনিবার তিনি বিবৃতি প্রকাশ করেছেন টুইটারে, যা রিটুইট করে 'প্রিয় বন্ধু'কে লড়াই চালিয়ে যেতে বলেছেন পাকিস্তান দলের আর এক সদস্য ফখর জমান। শনিবার হাসান টুইট করেন, 'জানি আমার পারফরম্যান্সের কারণে আপনারা প্রত্যেকে ব্যথিত।

টি-২০ বিশ্বকাপে টস বড় ফ্যাক্টর হবে না, দাবি অ্যারন ফিঞ্চের

দুবাই, ১৪ নভেম্বর (হি.স) : আমিরশাহিতে অনুষ্ঠিত টি-২০ বিশ্বকাপে দ্বিতীয় ইনিংসে শিশির পড়ার কারণে একাধিক ম্যাচের ভাগ্য বদলে গিয়েছে বলেই বিশেষজ্ঞদের ধারণা। তবে রবিবাসরীয় ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া বনাম নিউজিল্যান্ড ম্যাচে টস বড় ''ফ্যাক্টর'' হবে না বলেই মনে করছেন অজি অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ।

দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ফাইনালে মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড দুই দল। প্রসঙ্গত প্রথম সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জিতে নিউজিল্যান্ড এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে। ফাইনাল ম্যাচ শুরুর আগেই দুই দেশের অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ এবং কেন উইলিয়ামসন বিশ্বকাপ ট্রফির সাথে রীতি মেনে ছবি তোলেন। তার পরেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ফিঞ্চের অভিমত ফাইনাল ম্যাচে টস বড় ''ফ্যাক্টর'' হবে না।

এদিন ফিঞ্চ বলেন, ''টস ফ্যাক্টরটা পিছনে ফেলা সম্ভব। সত্যি বলতে প্রতিযোগিতা জিততে একটা না একটা সময় তো প্রথমে ব্যাট করে ম্যাচ জিততেই হবে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও আমার মনে হয়েছিল আমি টস হারতে পারি। তার প্রধান কারণ ছিল সেমিফাইনালে প্রথমে ব্যাট করে আমরা একটা বড় স্কোর বোর্ডে তুলতে চেয়েছিলাম। পরিস্থিতি এমন যখন আপনি প্রথমে ব্যাট করতে না চাইলেও প্রথম ব্যাট আপনাকে করতে হতেও পারে। ফাইনালের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা এক হতে পারে। আইপিএলের ফাইনালে আমরা দেখেছি এই উইকেটেই চেন্নাই প্রথমে ব্যাট করে বড় রান করে কী ভাবে ম্যাচটা জিতেছিল। সেই দিন আপনি কী করছেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ। আপনি স্কোরবোর্ডে যদি বড় রান করতে পারেন, তাহলে বিপক্ষের উপর চাপ পড়বে এবং সেক্ষেত্রে টস বড় ''ফ্যাক্টর'' হবে না।''

হ্যাটট্রিকে গ্রিভসকে ছুঁলেন হ্যারি, সফল লেয়নডস্কিও

ইউরো ২০২০ ফাইনালে পেনাল্টি নষ্ট করার পর থেকেই তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন ছন্দ। চলতি মরসুমে ইপিএলে টটেনহ্যাম হটস্পারের হয়েও শেষ দশ ম্যাচে তাঁর গোল মাত্র একটি !শুক্রবার সমস্ত ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে জ্বলে উঠলেন হ্যারি কেন। ইংল্যান্ডের জার্সিতে উপহার দিলেন ঝলমলে হ্যাটট্রিক। দুর্বল আলবেনিয়ার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড জিতল ৫-০। সঙ্গে কাতার বিশ্বকাপের ছাড়পত্রও কার্যত নিশ্চিত করে ফেলল। হিসাব মতো পরের ম্যাচে সান মারিনোর বিরুদ্ধে জয় পেলেই গ্যারেথ সাউথগেটের দলের বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলা নিশ্চিত হয়ে যাবে। 'আই' গ্রুপে ৯ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ইংল্যান্ড।তবে এখানেই শেষ নয়। ঐতিহাসিক ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে প্রাক্তন ইংল্যান্ড তারকা জিমি গ্রিভসের ৪৪ গোলের নজিরও স্পর্শ করে ফেললেন কেন। তাঁর সামনে এখন রয়েছেন প্রাক্তন ইংল্যান্ড তারকা ওয়েন রুনি। যিনি দেশের হয়ে ৫৩টি গোল করেছিলেন। হ্যারির তিনটি গোল ১৮,৩৩ এবং ৪৫।১ মিনিটে। ম্যাচের পরে যা নিয়ে স্পার্স তারকা বলেছেন, "ছন্দে ছিলাম না বলে একটা চাপ তো ছিলই। মাঠে নামার গে নিজেকে বলেছিলাম, ম্যাচে যেটুকু সুযোগ আসবে, তাকে কাজে লাগাতেই হবে। হ্যাটট্রিক করলাম, তবে এ-ও বলতে হবে, ঠিক মতো সব গোল লক্ষ্যে রাখতে পারলে একাই ছয় গোল করতে পারতাম।" দলের বাকি দুই গোলদাতা হ্যারি ম্যাগুয়ের এবং জর্ডান হেন্ডারসন। জয়ের রাতেই ইংল্যান্ড দলের ম্যাগুয়েরের গোলের পরে উচ্ছ্বাসের ধরন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ম্যান ইউ তারকা গোলের পরেই দু'কানের পাশে হাত রেখে গ্যালারির দিকে এগিয়ে যান। যা দেখে অনেকে মনে করছেন, ইপিএলে বিপর্যয়ের পরে যে ভাবে তাঁকেও সমর্থকেরা কাঠগড়ায় তুলেছেন, ম্যাগুয়ের নাকি তারই পাল্টা জবাব দিতে ওই ভঙ্গিতে উল্লাস করেছেন।হ্যারি কেন-এর হ্যাটট্রিকের দিনে ঝলসে উঠলেন চলতি মরসুমে বিধ্বংসী মেজাজে থাকা রবার্ট লেয়নডস্কিও। শুক্রবার তাঁর দেশ পোলান্ড ৪-১ হারিয়েছে অ্যান্ডোরাকে। ম্যাচে জোড়া গোল করলেন বায়ার্ন মিউনিখ তারকা। ৯ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে ইংল্যান্ডের গ্রুপেই দুই নম্বরে রয়েছে পোলান্ড। ম্যাচের পরে পোলিশ তারকা বলেছেন, "দেশের হয়ে গোল করার বিশেষ তৃপ্তি রয়েছে। এই ছন্দই ধরে রাখতে হবে।" তবে শুক্রবার দেশের মাটিতে রজার ফেডেরারের দেশ সুইৎজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১-১ ড্র করে সঙ্কট বাড়ল ইউরো-সেরা ইটালির। এবং ম্যাচের শেষে ভক্তদের প্রবল সমালোচনার মুখে পড়লেন জর্জিনহো। পেনাল্টি নষ্ট করে বসেন চেলসি তারকা।

'সি' গ্রুপে ৭ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে ইটালি। সমসংখ্যক ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়েই গোলপার্থক্যে দুই নম্বরে সুইসরা। সোমবার তাদের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে। ইটালি খেলবে উত্তর আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে। সুইৎজারল্যান্ডের প্রতিপক্ষ বুলগেরিয়া। ইউরোপীয় জোনে প্রত্যেক গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল সরাসরি চলে যাবে মূলপর্বে। বাকি তিন দেশ লড়বে প্লে-অফে। শুক্রবারের ফলের পরে ইটালি ভক্তদের মনে জড়ো হয়েছে আতঙ্ক। তিন বছর আগে প্লে-অফে হারের জন্যই রাশিয়া বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পায়নি ইটালি। সেই ছবি আবারও ফিরবে না তো?

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

রবিবার আগরতলা টাউন হলে ৬৮ তম রাজ্যভিত্তিক অখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদযাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব। ছবি নিজস্ব।

পুলিশের অমানবিক দৃষ্টান্তে বলির পাঁঠা নিরীহ দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। আবারো অভিযোগ বিশালগড় থানার বিরুদ্ধে।রক্ষকই যেন ভক্ষকের ভূমিকা অবতীর্ণ। আইন রক্ষাকারী বাহিনী যেখানে আম জনতার নিকট বন্ধু স্বলুপ অনুভব করার কথা, সেখানে জন্ম নিচ্ছে আতঙ্ক। খাকি উর্দি পরিহিত ব্যক্তি মানেই আতঙ্কের অবশেষ। তবে মূল অপরাধীদের আড়াল করতে বলির পাঠা বানানো হয়েছে সাধারণ দুই অসহায় যুবককে।

উল্লেখ্য ,গত তেশরা নভেম্বর বিশালগড় থানা দিন আমবাগান এলাকা থেকে চুরের দল একটি মোটর বাইক চুরি করে নিয়ে যাবার অভিযোগ ওঠে। বাইকের মালিক দীপঙ্কর দেবনাথ ঘটনার সাথে সাথে বিশালগড় থানায় দ্বারস্থ হন এবং বাইক উদ্ধারে আবেদন জানান। বেশ কয়েকদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও পুলিশ মূল অভিযুক্তদের পাকড়াও এমনকি বাইক উদ্ধারে ব্যার্থ্য হন। তাদের ব্যর্থতা ঢাকতে, শেষ পর্যন্ত পরিকল্পিতভাবে অন্য থানায় সন্দেহভাজন আটককৃত দুই যুবকের কাঁদে চাপানো হয় কলংকের দাগ। যা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বহন করতে হবে দু”জনকেই। আটককৃত দুই যুবক হলেন বিশালগড় কদমতলী এলাকার দুই ভাই। মামলার তদন্তকারী অফিসার তাদের বিরুদ্ধে ৩৮৪ বি আই টিসি ধারায় মামলা গ্রহণ করেন। যার মামলা নম্বর ৯৭/২১ বিশালগড় থানা।

কিন্তু আটককৃত যুবক পুরোপুরিভাবে নির্দোষ বলে দাবি করে আসছেন তার পরিবার। উল্লেখ্য দশই নভেম্বর বিকেলবেলা দুই ভাই বিশাল গর কড়ইমুরা এলাকা থেকে ফুটবল খেলা শেষে মধুপুর থানার অন্তর্গত তাদের নিকট আত্মীয়ের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। দুর্ভাগ্যবশত সেইদিন মধুপুর বাজার সংলগ্ন স্থানে কোন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে দুই ভাই। পরবর্তীতে মধুপুর থানার পুলিশ তাদেরকে সন্দেহভাজন আটক করে থানায় নিয়ে আসে, তাদের জিজ্ঞাসাবাদে মধুপুর থানার পুলিশ তাদের নিকট থেকে এমন কিছু সন্দেহভাজন কোন তথ্য পায়নি। একসময় থানার বড়বাবু স্থানীয় বিশালগড় থানার সাথে যোগাযোগ করে এবং আটককৃত দুই যুবকের সম্পর্কে যাচাই করেন। তৎসময়ে থানার অধিকারীক, তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই বলে দাবি করেছিল। হঠাৎ করে বেশ কিছুক্ষণ পর পুনরায় মধুপুর থানায় ফোন করে আটককৃত দুই যুবককে বিশালগড় থানার হাতে তুলে দিতে খুবই তৎপর হয়ে উঠেছিল বহু বিতর্কিত দুই পুলিশ আধিকারিক। সাথে সাথে মধুপুর থানা থেকে আটক করে দুই যুবককে বিশালগড় থানায় নিয়ে আসে। এবং তাদেরকে বাইক চুরির মিথ্যে অভিযোগ এনে থানার লকআপে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এলাকায় সূত্রের দাবি দুই ভাই সাধারণত খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিত। তাদের বিরুদ্ধে সাধারণত কোনো অভিযোগ ছিল না পূর্বে। কিন্তু পুলিশ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে দুই যুবককে আটক করে মামলার আসামি করে আদালতে সোপর্দ করেন। জানা যায় এক পর্যায়ে অমানবিক ভাবে থানার লক আপে রাতের বেলায় তাদেরকে অত্যাচার করা হয়। সূত্রে খবর, পুলিশ মূল ঘটনা রহস্য গোপন রাখতে দুর্নীতিগ্রস্ত ২ আধিকারিক পরিকল্পিতভাবে ২ অসহায় যুবককে মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়। এবং আটক করার দিন রাতের বেলা তাদের উপর অমানবিক নির্যাতন চালায় দুই পুলিশ অফিসার। অভিযোগ স্বীকার করতে, দুজনের উপর একের পর এক প্রহার করেছিল রাজু বিজয়। কিন্তু পুলিশ কোন এক রহস্য কারণে বাইক উদ্ধার পুলিশের ভূমিকা অনেকটাই সন্দেহজনক। মূল ঘটনা আড়াল করতে তাদের সর্ব প্রচেষ্টা। উল্লেখ করা যায় চুরি করার স্থান এলাকায় অধিকাংশ বাড়ির সামনে সিসি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে। সেইগুলি একটু খতিয়ে দেখলে ঘটনার মূল রহস্য বেরিয়ে আসবে। কিন্তু পুলিশ সেই উদ্যোগ গ্রহণ করেনি, বিষয়টিকে কেন্দ্র করে রোজ বৃহস্পতিবার বিশালগড় থানা চত্বরে একপর্যায়ে আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তবে আর কতদিন, চলবে রাজ্যের আইন ব্যবস্থা, যেখানে আমজনতা নিরাপত্তাহীন, আর সমাজ দ্রোহী বুক ফুলিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়, এটাই কি গণতন্ত্র ভারতবর্ষের বাস্তব করুণ চিত্র।

অভিযোগের তীর বিশালগড় থানা কর্তব্যরত আধিকারিক এর দিকে এলাকাবাসীর একাধিক অভিযোগ রয়েছে ওই আধিকারিক এর বিরুদ্ধে এই নিয়ে গোটা বিশালগড় থানা এলাকা সাধারণ মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছেন এখন দেখার বিষয় এ বিষয়ে বিশালগড় মহকুমা পুলিশ ও বিশালগড় থানা কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে তবে এ ধরনের অভিযোগ একের অপরাধ অন্যের কাঁধে চাপানো বিশালগড় থানা এলাকায় নতুন কোন ঘটনা নয়।

উত্তরপ্রদেশের সব আসনে একাই লড়বে কংগ্রেস : প্রিয়াঙ্কা

লখনউ, ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশে জোট নয়, সব আসনে একাই লড়বে কংগ্রেস। সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ঘোষণা করে দিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী । রবিবার উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে প্রিয়াঙ্কা জানিয়েছেন, কংগ্রেসকে যদি জিততে হয়, তাহলে একাই জিততে হবে।

তাঁর বক্তব্য,”দলের অনেক কর্মী তাঁকে অনুরোধ করেছেন কোনও দলের সঙ্গে জোট করতে আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই, আমরা সব আসনে একাই লড়ব।” প্রিয়াঙ্কা এদিন আরও জানিয়েছেন, যোগীরাজ্যের সব আসনে তাঁর দল শুধু কংগ্রেস কর্মীদেরই টিকিট দেবে। অন্য দল থেকে আসা কোনও নেতাকে নয়।

আসলে, সম্প্রতি লখিমপুর খেরির ঘটনার পর উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের পালে সামান্য হলেও হাওয়া লেগেছে। তাছাড়া দীর্ঘদিন ধরে প্রিয়াঙ্কা নিজে পড়ে থেকে যেভাবে দলের সংগঠন সাজিয়েছেন, তাতে অনেকটাই ভোটবৃদ্ধির আশা দেখছে হাত শিবির। তাছাড়া ৪০ শতাংশ আসনে মহিলা প্রার্থী দেওয়ার ঘোষণাও বেশ চমকপ্রদ। তাই ২৪-এর লোকসভার কথা মাথায় রেখে এখন থেকেই সংগঠন ঢেলে সাজাতে চান প্রিয়াঙ্কা।

এর আগে প্রিয়াঙ্কা নিজেই ঘোষণা করেছিলেন, উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে অন্য বিজেপি বিরোধী দলের সঙ্গে জোট করতে আপত্তি নেই কংগ্রেসের। কংগ্রেস নেত্রীর বক্তব্য ছিল, ‘আমাদের লক্ষ্য বিজেপিকে হারানো। কিন্তু, আমরা নিজেদের দলের স্বার্থ আগে দেখব। যে দলের সঙ্গে জোট নিয়ে আলোচনা হবে, তাঁদেরও আমাদের মতো খোলা মনের হতে হবে।’ তবে কোনও দলের সঙ্গেই আলোচনা না এগোনোয় জোটের সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হঠেছে কংগ্রেস। কংগ্রেসকে সেভাবে গুরুত্ব দিতে চাননি রাজ্যের বিজেপি বিরোধী দলগুলি। সম্ভবত সেকারণেই অবস্থান বদলে সব আসনে নিজেদের শক্তিশালী করার চেষ্টা করবে দল।

বিশ্ব ডাইবেটিস দিবস উপলক্ষে শান্তিরবাজারে স্বাস্থ্যশিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৪ নভেম্বর।। বিশ্ব ডাইবেটিস দিবস ও শিশুদিবস উপলক্ষ্যে শান্তির বাজার ছাত্রবন্ধু সামাজিক সংস্থার প্রাঙ্গনে এক মেগা স্বাস্থ্যশিবিরের আয়োজন করাহয়। আজ বিশ্ব ডাইবেটিস দিবস ও শিশু দিবস। আজকের এই দিনে লোকজনদের ডায়বেটিস মুক্ত রাখতে ও শিশুদের শারিরিক সমস্যা সমাধানে শান্তির বাজার জেলা হাসাপাতালের ডাইবেটিস বিশেষঞ্জ, শিশু বিশেষঞ্জ ও ছাত্রবন্ধু সামাজিক সংস্থার যৌথ উদ্দ্যোগে এক স্বাস্থ্যশিবিরের আয়োজন করাহয়। আজকের এই মেগা স্বাস্থ্যশিবিরে লোকজনদের চিকিৎসার পাশাপাশি বিনামূল্যে ঔষধ বিতরন করাহয়েছে। মেগা স্বাস্থ্যশিবির শুরুর পূর্বে আশাকর্মী, ক্লাবের সদস্য, চিকিৎসক ও এলাকার লোকজনদের নিয়ে শান্তির বাজারে এক রেলি সংগঠিত করাহয়। এই রেলি করারা মূল লক্ষ্য একজন ডাইবেটিসের রুগিকে দিনে কমপক্ষে ৪০ মিনিট হাটতেহয়। তাই সকলকে নিয়ে শারিরিক বিকাশে হাটার জন্য বার্তা পৌঁছেদিতে চিকিৎসক শান্তনু দাসের উদ্দ্যোগে এই রেলি সংগঠীতকরাহয়। আজকের শিবির সম্পর্কে ও আজকের এই বিশ্ব ডাইবেটিস দিবস সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান শান্তির বাজার জেলা হাসাপাতালের ডায়বেটিস স্পেশালিষ্ট ডাক্তার শান্তনু দাস। তিনি জানান বর্তমানে ডাইবেটিস রোগ ভারতে ব্যাপকহারে প্রভাব বিস্তার করছে। তাই এই রোগথেকে মুক্তি পেতেহলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সাবধনতা অবলম্বন কর চলা একান্ত প্রয়োজন। আজকের এই মেগা স্বাস্থ্যশিবিরে বিশেষভাবে সাহায্যের হাত বাড়ীয়েদেন জেলা হাসাপাতালের ডায়বেটিস বিশেষঞ্জ ডাক্তার শান্তনু দাস, শিশু বিশেষঞ্জ চিকিৎসক ডাক্তার প্রসনজিৎ দাস, ছাত্র বন্ধু সামাজিক সংস্থার সম্পাদক দেবানন্দ দাস ও লোকজনদের ঔষধ প্রদানে সাহায্যের হাত বাড়ীয়েদেন ফার্মাসিস্ট দিবস দাস। ছাত্র বন্ধু সামাজিক সংস্থার অন্যান্য সদস্যদের সার্বিক সহযোগীতায় আজকের এই মেগা স্বাস্থ্য শিবিরে ডাইবেটিস রুগি ও ছোট্ট শিশুরা সঠিকভাবে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছে। স্বাস্থ্যদপ্তর ও ছাত্রবন্ধু সামাজিক সংস্থা কতৃক এই ধরনের স্বাস্থ্যশিবির আয়োজন করাতে শান্তির বাজার মহকুমাবাসী খোবই আনন্দিত।

ইকুয়েডরে জেলের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ মৃত্যু অন্তত ৬৮ জন বন্দির

কুইতো, ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : ফের জেলের মধ্যে বন্দিদের দুই গোষ্ঠী সংঘর্ষে রক্তাক্ত ইকুয়েড। ইকুয়েডরের গুয়াকিল শহরের লিটোরাল পেনিটেনশিয়ারি সংশোধানাগারের ভিতরেই ব্লেড, বিস্ফোরক, বন্দুক নিয়ে বন্দিদের দুই গোষ্ঠী সংঘর্ষে ৬৮ জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। সংশোধনাগারের এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর পেয়ে ভেঙে পড়েছেন মৃত বন্দিদের পরিবার। প্রশাসন সূত্রে খবর, চলতি বছর ইকুয়েডরের জেলগুলিতে সংঘর্ষের ঘটনায় ৩০০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এই তো মাস খানেক আগের ঘটনা। লিটোরাল পেনিটেনশিয়ারি জেল সেপ্টেম্বরেও এমনই এক নৃশংস কাণ্ডের সাক্ষী ছিল। সেবারও দুই গ্যাংয়ের সংঘর্ষে প্রাণহানি হয়েছিল প্রায় ১০০ জনের। বলা হচ্ছিল, এই ঘটনা ইকুয়েডরের সংশোধনাগারের হিংসার ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ অধ্যায়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে পরিকাঠামো ও পরিষেবার মানোন্নয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ নভেম্বর।। পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি পরিষেবার উন্নতি ঘটেছে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় আউটডোর, ইনডোর এবং ইমার্জেন্সি পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। এমনকি এক্সরে বাবদ এক সময় ১০০ টাকা নেওয়া হতো। সেটাও বর্তমানের নিঃশুল্ক করে দেওয়া হয়েছে। সরকার পরিবর্তনের পর মহকুমা হাসপাতালে স্থাপন করা হয়েছে অপারেশন থিয়েটার এবং ব্লাড ব্যাংক। এক সময় হাসপাতালে গর্ভবতী মায়ের শুধু নরমাল ডেলিভারি হতো। কিন্তু বর্তমানে সিজারিয়ান ডেলিভারি হচ্ছে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। এতে দারুণভাবে উপকৃত হয়েছে মহাকুমাবাসী। কারণ সিজারিয়ান ডেলিভারির ক্ষেত্রে একমাত্র আগরতলার উপর ভরসা ছিল বিশালগড়বাসীর। সেখানে যাওয়া আসা চিকিৎসা বাবদ টাকা খরচ হতো।

রোগীর আত্মীয়রা থাকা-খাওয়ার ক্ষেত্রেও ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো। কিন্তু বর্তমানে একেবারে হাতের নাগালে সিজারিয়ান ডেলিভারির পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জে এম দাস জানান বর্তমানে প্রতি মাসে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে সিজারিয়ান ডেলিভারি হচ্ছে নুন্যতম দশটি। সিজারিয়ান ডেলিভারির ক্ষেত্রে বিশালগড় হাসপাতালের স্পেশালিস্ট ডাক্তার ছাড়াও আগরতলা থেকে আরও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের আনা হচ্ছে। এছাড়া প্রতি মাসে ন্যূনতম নরমাল ডেলিভারি হচ্ছে প্রায় আশিটি।সিজারিয়ান ডেলিভারি পরিষেবা সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় হচ্ছে। হাসপাতালে রয়েছে আয়ুষ্মান মিত্র। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সকল স্বাস্থ্যপরিসেবা বিনামূল্যে দেয়া হচ্ছে। হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রয়েছে। আয়ুর্বেদ, হোমিও,চক্ষু, দন্ত, মেডিসিন বিভাগের সবগুলি পরিষেবা পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে রোগীদের বিনামূল্যে। এছাড়া আরবি এসকে প্রকল্পে জন্মগত ত্রুটি শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করানো হয় বিনামূল্যে। বিপিএল পরিবারের কারোর চশমার প্রয়োজন হলে তা দেয়া হয় সম্পুর্ন বিনামূল্যে। এইচআইভি টেস্ট এর ব্যবস্থা রয়েছে। হাসপাতালের ফ্রি ল্যাবে চিকিৎসা জনিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিনামূল্যে করা হয়। প্রতিদিন কোভিড টেস্ট এবং ভ্যাকসিন দেয়া হচ্ছে হাসপাতালে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে পিএম কেয়ার ফান্ডের অর্থানুকুল্যে। হাসপাতালের সব বেডে অক্সিজেন সংযোগ দেয়া হবে। তিনটি এম্বুলেন্স ২৪ ঘন্টা পরিষেবা প্রদান করছে। রোগী রেফারের প্রয়োজন হলে সঙ্গে সঙ্গে পাঠানো হয় আগরতলার হাসপাতালগুলোতে। হাসপাতালে একটি ক্যান্টিন খোলা হয়েছে। রাত্রিকালীন সময়ে রোগীর আত্মীয়রা যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সর্ব মোট ৮ জন চিকিৎসক রয়েছে হাসপাতালে। স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য কোয়ার্টার নির্মাণ করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। কোয়ার্টার নির্মাণ হলে ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা ২৪ ঘন্টা হাসপাতালের কাছাকাছি থাকবেন। এতে জরুরীকালীন চিকিৎসা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এনএসএসের স্পেশাল ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। গন্ডাছড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে ৭দিন ব্যাপী স্পেশাল ক্যাম্পের রবিবার ছিল দ্বিতীয় দিন। এদিন গন্ডাছড়া বুলুংবাসা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের চারিদিকে স্বচ্ছ ভারত অভিযান করা হয়। পাশাপাশি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুদের নিয়ে ক্রিয়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রের শিশু ও অভিভাবকদের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাব্রুমে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের আধিকারীকদের বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের কনফারেন্স হলে লামডিং ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার সহ এক প্রতিনিধি দল এখানকার বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা গুলি কিভাবে রেলওয়ে এর মাধ্যমে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য এক্সপোর্টার, ইম্পোর্টার, ট্রেডার্স ছাড়াও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে এক আলোচনা সভা করা হয়। রেলওয়ে এর মাধ্যমে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে সুবিধা-অসুবিধা ও সম্ভাবনা নিয়ে মূলত এই আলোচনা। এই আলোচনা সভার ব্যাপারে বলতে গিয়ে লামডিং ডিভিশন এর ডিভিশনাল ম্যানেজার জে.এস. লাকড়া সাংবাদিকদের জানান যে, আগামী দিনে রেলওয়ে ডিভিশন এখানকার কৃষিজাত পণ্য থেকে শুরু করে শিল্পজাত পণ্যগুলি পরিবহনের ক্ষেত্রে আরো কিভাবে উন্নত পরিষেবা প্রদান করার ব্যবস্থা করা যায় সে ব্যাপারে সার্থক আলোচনা হয়েছে এবং আগামী দিনে যে সমস্যাগুলো চিহ্নিত হয়েছে সেগুলি সমাধানের মাধ্যমে যাতে বাণিজ্যিকভাবে এখানকার জনগণ লাভবান হন তার জন্য রেলওয়ে সদর্থক ভূমিকা পালন করবে।

গন্ডাছড়ায় বাইক ও অটোরিক্সা বিতরণ করল মৎস্য দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। গন্ডাছড়া মহকুমায় মৎস দপ্তরের উদ্যগে বেকারদের স্বাবলম্বন করার জন্য প্রধানমন্ত্রী মৎস্য প্রধান যোজনা স্কিম থেকে নয়টি বাইক ৬ টি অটো রিস্কা এবং চারটি বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়। রবিবার গন্ডাছড়া মৎস্য দপ্তরের অফিস ভাঙ্গনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এ বিতরণ অনুষ্ঠান শুরু হয়। ছিলেন টি টি এ ডি সি ইএম রাজেশ ত্রিপুরা মৎস্য দপ্তর ইএম শিক্ষা ও স্বাস্থ্য দপ্তরের কমল কলই, টি টি এ ডি সি মৎস্য দপ্তরের প্রিন্সিপাল শুভাশিস জমাতিয়া রাইমাভ্যেলি বিধায়ক ধনাঞ্জয় ত্রিপুরা ও অন্যান্য অতিথিবর্গ। ইএম রাজেশ ত্রিপুরা বলেন যে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা টি টি এ ডি সি থেকে ডুমুর জলাশয়ের যারা মাছ ধরে জীবিকা নির্ভর করেন জেলেদের মধ্যে গন্ডাছড়া মহাকুমায় তিনশত জেলেকে আমরা জাল দেব এবং রইস্যাবাড়িতে দুইশত জেলেকে আমরা জাল দেব। আজ আমরা ৯ জন মৎসজীবীকে জাল দিয়েছি আগামী দিন যারা বাকী আছেন তাদের দেব। এবং রইস্যাবাড়িতে দুইশত মৎস্য জীবিদের মধ্যে জল বিতরণ করব। স্বাস্থ্যও শিক্ষা দপ্তরের শ্রী কলই বলেন যে প্রধানমন্ত্রী প্রধান যোজনার স্কিম থেকে বেকার যুবকেরা যাহাতে ডুম্বুর জলাশয় থেকে মাছ এনে বিক্রি করে স্বাবলম্বন হতে পারে তার জন্য আমরা এই স্কিম থেকে বাইক অটো রিস্কা বাইসাইকেল বিতরণ করেছি টি টি এ ডি সি থাকে। যাতে এগুলোর মাধ্যমে ডুম্বুর জলাশয় থেকে মাছ এনে বাজারে বিক্রি করে তা দিয়ে যাতে স্বাবলম্বন হতে পারেন। শ্রী কলই আরো বলেন যে আগামি দিনে এই বিতরণী অনুষ্টা চলবে বলে বলেন।

মোদীজির স্বপ্ন বাস্তবায়ন আমাদের সংকল্প : সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। প্রত্যেক ব্যক্তির মনে সবসময়ই একটা ইচ্ছা থাকে যে, তাঁর একটা নিজস্ব বাড়ি থাকবে। দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর প্রতিটি মানুষের মনে নিজের বাড়ির স্বপ্ন থাকে। সেটা যতোই ছোট হোক না কেনো, নিজের বাড়িতে থাকার যে সুখানুভূতি তা যে বাড়ি পেয়েছে সে-ই জানে, অন্য কেউ জানে না। প্রতিটি মানুষের স্বপ্ন থাকে তার একটি পাকা ঘর হবে।

সরকার এই লক্ষ্যেই কাজ করছে। গরিব মানুষের স্বপ্ন আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। জিরানীয়া ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির হলে আজ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ প্রকল্পে ঘর প্রাপকদের প্রথম কিস্তির টাকা প্রদানের ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে একথা বলেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ২০২২ সালের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য পাকা ঘর হবে। সেই লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। প্রধানমন্ত্রীর সবকা সাথ সবকা বিশ্বাসের নীতিকে মর্যাদা দিয়ে কাজ করছে রাজ্য সরকার। তিনি বলেন, আজ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের অনলাইনে প্রথম কিস্তির টাকা রিলিজ করতে গিয়ে ত্রিপুরা জনজাতি, সংখ্যালঘু সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সুবিধাভোগীদের সাথে প্রধানমন্ত্রী মতবিনিময় করেছেন। যা অতীতে এ রাজ্যের জনগণের কাছে এমন সুযোগ আসেনি।

অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, দেশের সরকার সমাজের সকল অংশের জনগণের উন্নয়নে আন্তরিক। রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীর আন্তরিক প্রয়াসে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ) প্রকল্পে নীতি নির্দেশিকা পরিবর্তন হয়েছে। ত্রিপুরা সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলভূমিকম্প প্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার কারণে গ্রামীণ এলাকার কাঁচা মাটির ঘরে বসবাসকারী লোকদের জীবনের ঝুঁকি রয়েছে। বৃষ্টিপাতের হার বেশি হওয়ায় ত্রিপুরাতে মাটির কিংবা বাঁশের ঘরেও জিসি আই সীট দিয়ে চাল হয়। আগের নিয়মে জিসিআই সিট এর তৈরি গৃহকে পাকা বাড়ি হিসেবে বিবেচনা করা হতো বলে ত্রিপুরার বহু দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা পেতেন না। তাই ত্রিপুরা সরকার জিসি আই সিট দেওয়া কাঁচাবাড়ি গুলিকে ত্রিপুরা সহ উত্তর -পূর্বাঞ্চলের রাজ্য এবং পাহাড়ি রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে পিএম এওয়াই(গ্রামীণ) প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার অনুরোধ জানায় গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে।

সেই অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার প্রচলিত নিয়মের সংশোধন করে আমাদের ত্রিপুরার ক্ষেত্রে জিসি আই সীট ঘরগুলিকে কাঁচা বাড়ির মর্যাদা দিয়েছে এবং এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে।

যার সুফল আজ রাজ্যের প্রায় ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৮০৫ জন সুবিধাভোগী প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ) প্রকল্পে প্রথম কিস্তির ৪৮ হাজার টাকা পেয়েছেন। এরমধ্যে জিরানীয়া ব্লকে আজ এই যোজনায় ১,৮০৫ জন সুবিধাভোগী গৃহ নির্মাণের জন্য প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছেন। তথ্য ও সংস্কৃতির মন্ত্রী শ্রী চৌধুরী বলেন, প্রত্যেক সুবিধাভোগী এই যোজনায় পাকা গৃহ নির্মাণের জন্য ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা পাবেন। তাছাড়াও রাজ্য সরকার ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঘর প্রাপকদের ৭০ হাজার টাকা ঋণের ব্যবস্থাও করেছে।

অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী বলেন, আগামী ১ বছর পর ত্রিপুরাতে ঘরের চাহিদা পুরণ হয়ে যাবে। তাছাড়াও বসতবাড়ি তৈরির জন্য আর্থিক অনুদানের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকল্পের সুবিধাভোগকারীরা, মনরেগা প্রকল্পে অদক্ষ শ্রম মজুরির সহায়তা এবং স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) প্রকল্পের অধীনে শৌচাগার তৈরির জন্য ১২,০০০ টাকা করে পাবেন। এছাড়া এই প্রকল্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা প্রকল্পের আওতায় এলপিজি সংযোগ, বিদ্যুৎ সংযোগ, জল জীবন মিশনের আওতায় পরিশ্রুত পানীয় জল-এর মতো ভারত সরকারের অন্যান্য প্রকল্পকেও জুড়ে দেওয়া হবে।

জীবন এখন বেঁচে থাকার যোগ্য হয়ে উঠবে। দরিদ্র থেকে দরিদ্র মানুষ শুধু বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা পাবেন না, মান-সম্মান এবং পারিবারিক গরিমা বৃদ্ধির সুযোগও পাবেন। সকলের জন্য নিজস্ব বাড়ি –এটা আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির স্বপ্ন এবং এর বাস্তবায়ন আমাদের সকলের সংকল্প।

তিনি আরও বলেন, মানুষের ন্যূনতম চাহিদা পুরণে আন্তরিকতার সাথে কাজ করছে সরকার। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ। উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মঞ্জু দাস, জিরানীয়া মহকুমা শাসক জীবন কৃষ্ণ আচার্য, জিরানীয়া ব্লকের বিডিও উৎপল চাকমা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

আগামী সাতদিন রাতে বন্ধ থাকবে প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম: ভারতীয় রেল

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : রেলের আসন সংরক্ষণ নিয়মেবড়সড় বদল। ১৪ নভেম্বর, রবিবার থেকে আগামী সাতদিন রাতে কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাকছে সংরক্ষণের ব্যবস্থা। পূর্ব রেল সূত্রে খবর, রাতে ছ’ঘণ্টা সংরক্ষণ বন্ধ থাকবে। সিস্টেম আপগ্রেডেশনের কাজ হওয়ায় সংরক্ষণের আবেদন গ্রহণ করা যাবে না। এতে সাধারণ যাত্রীরা খানিকটা সমস্যায় পড়তে পারেন বলে আশঙ্কা।

রবিবার ভারতীয় রেলের তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, যাত্রী পরিষেবা স্বাভাবিক করতে এবং ধাপে ধাপে প্রাক-করোনাভাইরাস পর্যায়ে ফিরে যেতে আগামী সাতদিন রাতের ফাঁকা সময় ছ”ঘণ্টার জন্য ‘প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম’ বন্ধ থাকবে। প্রতিদিন রাত ১১ টা ৩০ মিনিট থেকে পরদিন ভোর ৫ টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত পরিষেবা মিলবে না। আজ (রবিবার) রাত ১১ টা ৩০ মিনিট থেকে ‘পিআরএস’ বন্ধ রাখা হবে। যা বন্ধ থাকবে সোমবার ভোর ৫ টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। এভাবে আগামী ২০ নভেম্বর পর্যন্ত ‘পিআরএস’ বন্ধ রাখা হবে। অর্থাৎ ২১ নভেম্বর ভোর ৫ টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত পরিষেবা বন্ধ থাকবে। আগামী সাতদিন ওই ছ”ঘণ্টা কোনও টিকিট রিজার্ভেশন, বর্তমান বুকিং খতিয়ে দেখা, টিকিট বাতিলের মতো ‘প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম’ সংক্রান্ত পরিষেবা মিলবে না। বাকি যা পরিষেবা আছে, তা স্বাভাবিক ছন্দেই চলবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।